২৬ মে ২০১৬, ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, ১৯ শাবান ১৪৩৭, বর্ষ ২ **বৃহস্পতিবার** সংখ্যা ৩৩, পৃষ্ঠা ১৬, দাম ২ কাতারি রিয়াল, ৩০০ বাহরাইনি ফিলস

কাতার ও বাহরাইনে প্রবাসীদের জন্য **চাকরির খোঁজ** দেখুন: পৃষ্ঠা-৬

بروتوم آلو النسخة الخليجية الأسبوعية

প্রথম আলো

সাপ্তাহিক উপসাগরীয় সংস্করণ

The Most Popular Bangladeshi Newspaper **Prothom Alo Weekly Gulf Edition** Printed & Distributed by Dar Al Sharq, Qatar

বিলেতি শহরে বাঙালি মেয়র পৃষ্ঠা : ১১

বাহরাইনে ধর্মীয় চিন্তাবিদেরা রাজনীতি করতে পারবেন না পৃষ্ঠা : ৪

এ কোন বাঁধন পৃষ্ঠা : ১৫

www.prothom-alo.com Thursday, 26 May 2016, 12 Jaistha 1423, 19 Shaban 1437, Year 2, Issue 33, Page 16, Price- Qatar: QR. 2, Bahrain: 300 Fils /DailyProthomAlo /ProthomAlo

কর্মী নিয়োগে দায়িত্বশীল হওয়ার অঙ্গীকার

তামীম রায়হান, কাতার

- যৌথ ঘোষণায় কাতারে কর্মী নিয়োগকারী ৫০টি প্রতিষ্ঠানের স্বাক্ষর
- গৃহকর্মীদের বেতন আটকে রাখলে তারাই উদ্যোগ নেবে

কাতারে শ্রমিক নিবন্ধন ও কর্মস্থলে নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও দায়িত্বশীল হবে বলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে প্রবাসী শ্রমিকদের নিয়োগদানকারী ৫০টি প্রতিষ্ঠান। দোহায় ফিলিপাইন দূতাবাসের প্রবাসী শ্রমিক শাখা থেকে এই তথ্য জানানো হয়।

দূতাবাসের শ্রমবিষয়ক কর্মকর্তা ডেভিড ডিকাং জানান, সম্প্রতি দোহায় শ্রম অধিকারবিষয়ক দুটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব কর্মশালায় নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান এ-সংক্রান্ত একটি অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করে। শ্রম অধিকারবিষয়ক সংগঠন শেল্টার মি ও অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা মাইগ্রেন্ট রাইটস ওই দুটি কর্মশালার আয়োজন করে।

'অভিবাসী শ্রমিকদের দায়িত্বশীল নিয়োগ ও চাকরি' শীর্ষক কর্মশালায় আরও দক্ষতার সঙ্গে অভিবাসী শ্রমিক নিয়োগের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় নিজ দেশ থেকে শ্রমিক বাছাই ও বাছাই করা শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার ওপর আলোচনা করা করা হয়।

দূতাবাসে পাঠানো এক প্রতিবেদনে ডিকাং অঙ্গীকারনামাকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেন। এই অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর দেওয়ার ফলে কর্মী নিয়োগের সময় প্রতিষ্ঠানগুলো আরও যত্নবান হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ডিকাং বলেন, গৃহস্থালি শ্রমিক ও পরিচ্ছন্নকর্মীদের ওপর নির্যাতনের হুমকি সবচেয়ে বেশি। ফিলিপাইন দূতাবাসের শ্রম শাখা অনেক আগে থেকেই শ্রমিকদের নিরাপত্তামূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। এই অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষরের ফলে শ্রমিক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এখন থেকে আরও বেশি দায়িত্বশীল আচরণ করবে।

ফিলিপাইন দূতাবাসের শ্রমবিষয়ক কর্মকর্তা আরও বলেন, শ্রমিকদের কর্মস্থলে দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রতিকূলতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মানসিকতার পরিবর্তনও সমান জরুরি। এসব প্রতিষ্ঠানকে শ্রমিকদের প্রতি আরও আন্তরিক হতে হবে। কারণ অধিকাংশ প্রবাসী শ্রমিক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর অগাধ আস্থা রেখেই ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় প্রবাসের উদ্দেশে পাড়ি জমান।

ডিকাং বলেন, কর্মশালায় নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়। এর ফলে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি চাকরিদাতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আস্থা অর্জন সম্ভব হবে।

কর্মশালায় অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করা মাইগ্রেন্ট রাইটস প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ফারভিন ফৌসদি গৃহস্থালি শ্রমিকদের পরিস্থিতি নিয়ে শেল্টার মি নামক সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে করা জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন, গৃহকর্তা ও গৃহকর্মী উভয়ের প্রত্যাশায় সব সময় কিছু পার্থক্য থাকে। এ কারণে অনেক গৃহকর্তা নির্ধারিত সময়ের আগেই চুক্তি বাতিল করে দেন। অনেক ক্ষেত্রে গৃহকর্মীরা নির্যাতনের শিকার হন।

একইভাবে কর্মশালায় শ্রমিকদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান বাধা উঠে আসে। ডিকাং উল্লেখ করেন, গৃহকর্মীরাও অনেক সময় গৃহকর্তার ভালো আচরণ ও অনুগ্রহের অপব্যবহার করেন। এ ছাড়া কর্মস্থলের দায়িত্ব বুঝতে অসমর্থ হওয়া, স্বজনদের সঙ্গে অতিরিক্ত যোগাযোগ ও দায়িত্বে অবহেলা করার ফলে শ্রমিকদের প্রতি নিয়োগকর্তা আস্থা হারিয়ে ফেলেন।

এসব সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি নিয়েও কর্মশালায় আলোচনা করা হয়। কর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা ও কর্মস্থলে সমস্যা সমাধানে আরও বেশি আন্তরিক হওয়ার জন্য নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরামর্শ দেওয়া হয়। আলোচনায় বক্তারা উল্লেখ করেন, গৃহকর্মীদের যেন আজীবন গৃহকর্মী হিসেবে থাকতে না হয়। এ জন্য তাঁদের দক্ষতা অনুসারে পরবর্তী সময়ে কর্মস্থল পরিবর্তনের পরামর্শও দেন তাঁরা।

কর্মশালায় অনেক সমস্যা ও প্রতিকূলতা উঠে এলেও অংশগ্রহণকারী অর্ধশত নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্মী নিয়োগের সময় অভিবাসী শ্রমিকদের প্রতারণা ও নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ থেকে রক্ষা করতে একমত পোষণ করে। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা আশ্বাস দিয়ে বলেন, নিয়োগের সময় অভিবাসী শ্রমিকদের কোনো ধরনের ফি দিতে হবে না। অভিবাসী শ্রমিকদের নিজ নিজ ভাষায় প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা হবে। গৃহস্থালি কর্মীদের নিজ নিজ দূতাবাসের ঠিকানা, আশ্রয়কেন্দ্রের ঠিকানা, নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুঠোফোন নম্বর ইত্যাদি তথ্য লিখিতভাবে সরবরাহ করা হবে। এ ছাড়া নিরাপত্তাজনিত বা অন্য কারণে গৃহকর্মীদের বেতন আটকে রাখা হবে না। এসব বিষয়ে তাঁরা দায়িত্বশীলভাবে উদ্যোগ নেবেন।

সম্মেলন কাতারের রাজধানী দোহায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৬তম দোহা ফোরাম। 'স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি' স্লোগানে এবারের সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা অংশ নেন। এতে বিশ্বের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা, জ্বালানি, নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ৫৮ জন বক্তৃতা করেন। কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত ফোরামের উদ্বোধন করেন আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আলথানি ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা

সরকারি সেবার মান জানতে জরিপ

কাতার প্রতিনিধি

অংশ নিতে পারেন অভিবাসীরাও

কাতারের বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সেবার মান সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত ও মূল্যায়ন জানতে মাঠে নেমেছে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জরিপ মন্ত্রণালয়। ১৬ মে থেকে বিভিন্ন অফিস-আদালতে মাঠপর্যায়ে সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করছে মন্ত্রণালয়ের বিশেষ দল।

২ জুন পর্যন্ত তথ্য ও মতামত সংগ্রহের কাজ চলবে। কাতারের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ বিন নাছের বিন খলিফা আলথানি এ জরিপ কার্যক্রম তদারক করছেন বলে কাতারের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে।

জরিপে কাতারের নাগরিক ও এ দেশে বসবাসরত অভিবাসীদের কাছ থেকে সরকারি সেবা সম্পর্কে তথ্য, মূল্যায়ন ও মতামত জানতে চাওয়া হচ্ছে। কোনো সেবা সম্পর্কে কাতারে বসবাসরত মানুষের অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে সেটিও জানাতে পারছেন। কর্মকর্তারা জরিপে অংশগ্রহণকারীদের অভিযোগ ও পরামর্শ টুকে নিচ্ছেন। মন্ত্রণালয় আশা করছে, এর মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে সরকারের সেবার মান সম্পর্কে সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা উঠে আসবে। ফলে যেসব জায়গায় দুর্বলতা রয়েছে, তা উন্নয়নে সরকারের প্রয়াস আরও জোরদার হবে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তরে প্রতিদিন যাতায়াত করেন অসংখ্য সেবাগ্রহীতা। এর মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাসপোর্ট ও বহির্গমন বিভাগ, পুলিশের থানা ও অফিস, শ্রম মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ পৌরসভা কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন দপ্তরে প্রতিদিন যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। কাতারে বাস করা এবং এখানে কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সেবা নিতে হাজির হয় নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ। ফলে এই জরিপ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সরকারি সেবা ও কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ চিত্র স্পষ্ট হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

সৌদি থেকে ৪০ হাজার গৃহকর্মীকে দেশে ফেরত

প্রথম আলো ডেস্ক

সৌদি আরবে কর্মরত বাংলাদেশি গৃহকর্মীদের অর্ধেককেই সে দেশের কর্মী নিয়োগকারী বিভাগ দেশে ফেরত পাঠিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে আবার কর্মী নিয়োগ শুরু হওয়ার পর থেকে তাঁদের ফেরত পাঠানো হয়। ফেরত পাঠানো এই গৃহকর্মীর সংখ্যা ৪০ হাজার।

সৌদি গণমাধ্যম *আলমদিনার* খবরের বরাত দিয়ে ২৪ মে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এই বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি গৃহকর্মীকে ফেরত পাঠানো প্রসঙ্গে এক কর্মী নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের মালিক হোসেন আলহারথি দাবি করেন, তাঁদের দেশে ফেরত পাঠানোর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে।

আলহারথি বলেন, 'এই বাংলাদেশি গৃহকর্মীদের অপেশাদারি আচরণ ও তাঁরা দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করেন। তাঁদের অনেকে প্রশিক্ষিত নন এবং ভাষাগত সমস্যার কারণে যোগাযোগ করতে পারেন না। তা ছাড়া দুই সমাজের সাংস্কৃতিক ও প্রথাগত ভিন্নতার জন্য এই গৃহকর্মীরা সৌদিতে কাজ করার জন্য যথেষ্ট উপযোগী নন।'

এই নিয়োগদাতা আরও বলেন, যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান গৃহকর্মীদের নেন, তাঁরা গৃহকাজে উপযোগী হতে ওই কর্মীকে তিন মাসের একটি পর্যবেক্ষণ সময় দেন। এই প্রাথমিক সময়ের মধ্যে মালিকেরা যদি তাঁদের কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট না হন, সে ক্ষেত্রে তাঁরা অসন্তোষের কারণ উল্লেখ করে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের কাছে গৃহকর্মীদের ফেরত পাঠাতে পারেন। এমন ক্ষেত্রে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান গৃহকর্মীদের সংশ্লিষ্ট কনস্যুলেটের কাছে হস্তান্তর করে; যাতে তাঁদের দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করা যায়।

আলহারথি জানান, সৌদি আরব থেকে ৪০ হাজার বাংলাদেশি গৃহকর্মী দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। সৌদি শ্রম মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ থেকে আবার লোক নিয়োগ শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত ফেরত পাঠানো হয়েছে তাঁদের। ফেরত পাঠানো গৃহকর্মীদের এই হার প্রায় ৫০ শতাংশ।

এদিকে সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশ কনস্যুলেটের এক সূত্র জানিয়েছে, গৃহকর্মীরা যাতে সৌদি আরবের সংস্কৃতি ও প্রথার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সে দেশে যেতে পারেন, সে জন্য প্রশিক্ষণকেন্দ্র চালুর চিন্তাভাবনা করছে বাংলাদেশ সরকার।

সূত্র : সৌদি গেজেট

কাতারের বড় সাফল্য হবে ২০২২ বিশ্বকাপ

দোহায় অনুষ্ঠানে ফিফার পরিচালক

প্রথম আলো ডেস্ক

ওয়াল্টার গ্যাগ

> ২০২২ বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনের ব্যাপারেও কাতারের ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে

কাতারে ২০২২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল এ দেশের জন্য এক 'বড় সাফল্য' হবে বলে মন্তব্য করেছেন আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। অতীতে দেশটি স্বল্প সময়ের নোটিশে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট সফলভাবে আয়োজন করে সুনাম কুড়িয়েছে।

বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফেডারেশন অব ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (ফিফা) পরিচালনা পর্ষদের অন্যতম পরিচালক ওয়াল্টার গ্যাগ ওই আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ফুটবল আয়োজনে কাতারের সাফল্যের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, কাতার অনূর্ধ্ব-২০ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলের আয়োজক দেশ। নাইজেরিয়ায় ওই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও পরে কাতার তা সাফল্যের সঙ্গে আয়োজন করে বিশ্ব ফুটবলে ব্যাপক সুনাম কুড়িয়েছে।

১৭ মে দোহায় ওয়ার্ল্ড স্টেডিয়াম কংগ্রেস ২০১৬-এর পাশাপাশি এক অনুষ্ঠানে এসব মন্তব্য করেন গ্যাগ। দুই দিনের এ সম্মেলন ১৮ মে শেষ হয়। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ১৯95 সালে কাতার অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন করেছিল। ওই চ্যাম্পিয়নশিপ নাইজেরিয়ায় অনুষ্ঠানের কথা ছিল। কিন্তু ফিফা সেখানে যেতে পারেনি। ফিফা তিন মাসের কম সময় দিয়ে কাতারকে সেটি আয়োজনের অনুরোধ জানায়। কাতার ১৬টি দেশের ফুটবলের দলকে নিয়ে বুদ্ধিদীপ্তভাবে তা আয়োজন করে দেখিয়েছে।

গ্যাগ মন্তব্য করেন, বিরাট সব টুর্নামেন্ট আয়োজন করে কাতার নিজেদের অন্যতম সফল আয়োজক দেশের স্থানে নিয়ে গেছে। তিনি বলেন, 'তারা শীর্ষ আয়োজকদের একটি। যখন তারা কোনো অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা দেয়, তখন তারা সেটি নিখুঁতভাবে আয়োজন করে দেখায়। ২০২২ বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনের ব্যাপারেও কাতারের ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।'

গ্যাগ বলেন, আয়োজকদের কাছে ফিফার দেখার বিষয়, তারা স্টেডিয়াম ও অন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলোর শর্ত পূরণ করতে পারে কি না, সেটা। কোনো দেশ বড় টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে হলে তাকে অবশ্যই ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের মান বজায় রেখে ভেন্যু তৈরি করতে হবে। তাতে থাকতে হবে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা এবং দর্শক, গণমাধ্যম ও প্রযুক্তিগত বিষয় দেখভালকারীদের জন্য আরামদায়ক ব্যবস্থা।

স্টেডিয়াম ও অন্য বিষয়গুলোর শর্ত ব্যাখ্যা করে বিশ্ব ফুটবলের এই কর্মকর্তা বলেন, 'আয়োজকদের আমরা সব সময় বিশেষভাবে অনুরোধ জানাই, স্টেডিয়ামের আরামদায়ক পরিবেশ ও নিরাপত্তাব্যবস্থার দিকে নজর দেওয়ার জন্য। যদি কোনো স্টেডিয়াম এই দুই শর্ত পূরণ করে, তবে সেটি উপযুক্ত স্থান। প্রযুক্তিগত বিষয় দেখাশোনায় নিয়োজিত লোকজনের জন্য প্রযুক্তিগত অবকাঠামো ছাড়াও খেলোয়াড় ও সংবাদকর্মীদের জন্য অবকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে এক থেকে দেড় শ জন সংবাদকর্মী আসেন না। আসেন শত শত। তাই তাঁদের জন্য সেরা ব্যবস্থাটাই দিতে হয় আমাদের।'

গ্যাগ বলেন, 'দর্শক, খেলোয়াড়, প্রযুক্তিগত কর্মী—সবার জন্য সেরা পরিবেশ আমাদের নিশ্চিত করতে হয়। এটা টুর্নামেন্টকে বড় সাফল্য এনে দিতে সহায়তা করে।'

ফিফায় ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে নিজ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে গ্যাগ বলেন, এ সময়ে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু উচ্চ মানের সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ দিকগুলো রয়ে গেছে আগের মতোই।

সূত্র : দ্য পেনিনসুলা

স্মৃতিশক্তি হারিয়ে দেশে ফেরার অপেক্ষায়

কাতার থেকে দেশে পাঠাতে প্রবাসীদের সহায়তা কামনা

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের আলখোর হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে দেশে ফেরার প্রহর গুনছেন অসহায় ও অসুস্থ এক বাংলাদেশি। স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ায় নিজের নাম ছাড়া আর কিছুই বলতে পারছেন না তিনি। তিনি নিজের নাম সুজন আলী (৪৬) বলে জানিয়েছেন। তাঁর বাড়ি হবিগঞ্জের বাহুবল থানায়।

জানা গেছে, স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার পাশাপাশি কিডনিসহ নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন সুজন আলী। তাঁর সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন কাতারের বাংলাদেশ দূতাবাস ও কমিউনিটির নেতারা।

দূতাবাস ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, দুই সপ্তাহ আগে আলখোর পুলিশ সুজন আলীকে রাস্তায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো হাঁটতে দেখে গ্রেপ্তার করে। পরে অসুস্থ বুঝতে পেরে পুলিশ তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে। তাঁর সঙ্গে পাসপোর্ট বা পরিচয়পত্র অথবা অন্য কোনো কাগজপত্র ছিল না। তাই তাঁর পরিচয় নিয়ে জটিলতায় পড়ে পুলিশ ও বাংলাদেশ দূতাবাস।

ভর্তির পর হামাদ কেন্দ্রীয় হাসপাতালে সুজন আলীর মস্তিষ্কের সিটিস্ক্যান করা হয়। এ সময় সেখানে ক্যানসার ধরা পড়ে। তবে চিকিৎসকেরা এখনো এ ব্যাপারে নিশ্চিত হননি। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় তাঁর কিডনিতেও সমস্যা ধরা পড়ে। সব পরীক্ষা শেষে চিকিৎসা ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁকে আলখোর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরপর থেকে দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন।

সুজন আলীর সঙ্গে থাকা একটি ছোট নোটবুকে দুটি মুঠোফোন নম্বর পাওয়া যায়। এর একটি নম্বর ভুল থাকায় অন্যটিতে যোগাযোগ করা হয়। ওই নম্বরে ফোন করলে ধরেন সুজন আলীর স্ত্রী। তিনি জানান, দুই মাস আগে সর্বশেষ সুজন আলীর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। এ সময় তিনি অসুস্থ বলে স্ত্রীকে জানিয়েছিলেন।

দূতাবাসের শ্রম কাউন্সেলর সিরাজুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'দুই সপ্তাহ ধরে আমরা সুজন আলীর বিষয়টি দেখাশোনা করছি। তিনি ছয় বছর আগে কাতারে এসেছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি। তিনি আলখোরে তাঁর কফিলের উট-ছাগল চরাতেন। স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ায় কিছুই বলতে পারছেন না তিনি। ফলে তাঁর কফিলের সঙ্গে যোগাযোগ করাও সম্ভব হচ্ছে না। তবে যেকোনোভাবে দ্রুততম সময়ে আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সঙ্গে যাবেন তাঁর গ্রামের একজন প্রবাসী বাংলাদেশি। তাঁর সঙ্গে পাঠানোর জন্য ইতিমধ্যে আমরা একই এলাকার ওই বাংলাদেশি কর্মীর কফিলের সঙ্গে কথা বলে ছুটির ব্যবস্থা করেছি।'

আলখোর হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'হাসপাতাল থেকে রোগীকে বিমানবন্দর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হবে। তবে তাঁর সঙ্গে একজন সঙ্গী প্রয়োজন। আমরা হাসপাতাল বা পুলিশের পক্ষ থেকে রোগীর টিকিট কেনার চেষ্টা করছি।' ওই কর্মকর্তা বলেন, সুজন আলীর সঙ্গে যে বাংলাদেশি যাবেন, তাঁর জন্য একটি টিকিট প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বাংলাদেশি কমিউনিটির সহায়তা কামনা করেন তিনি। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, দেশে পরিবারের সান্নিধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা হলে তাঁর স্মৃতিশক্তি ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

দূতাবাসের শ্রম কাউন্সেলর *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সুজন আলীকে দেশে পাঠাতে দূতাবাসের পক্ষ থেকে ট্রাভেল পারমিট ও অন্যান্য সহায়তা দেওয়া হবে। তবে তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য আরেকজনের একটি টিকিট প্রয়োজন। আশা করছি, মানবিক বিবেচনায় কাতারের বাংলাদেশি কমিউনিটি তাঁর সহায়তায় এগিয়ে আসবে।'

আমদানি করা চাল নিয়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে

কাতার প্রতিনিধি

কাতারে আমদানি করা চালের একটি চালান মেয়াদোত্তীর্ণ ও খাওয়ার অনুপযোগী বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ওই অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, এটি গুজব ছাড়া আর কিছু নয়। পরিচয়বিহীন একটি ভয়েস রেকর্ডের মাধ্যমে এই গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই রেকর্ডে বলা হচ্ছিল, নতুন শিপমেন্টে আমদানি করা চালের বর্তমান চালান খাওয়ার উপযোগী নয়। এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এমন ভুয়া বার্তা ও গুজব সরাসরি অস্বীকার করে বলা হয়, আমদানি করা চাল সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা সঠিক নয়। কাতারে প্রতিটি খাদ্যের চালান বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে পরীক্ষাগারে যাচাই-বাছাই করে এর মান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বাজারে ছাড়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

মন্ত্রণালয় সব সময় ক্রেতাদের মন্ত্রণালয়ের প্রতি আস্থা রাখতে এবং যেকোনো অভিযোগ বা অনুসন্ধানের জন্য সরাসরি তাদের ওয়েবসাইট বা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয়।

অ্যাম্পায়ার পার্ক সংস্কারের পর আলখোর এলাকার অ্যাম্পায়ার পার্ক খুলে দেওয়া হয়েছে। দোহায় অবস্থিত সবচেয়ে বড় এই পার্কে রয়েছে কাতারের একমাত্র কৃত্রিম হ্রদ, নৌকা, শিশুদের জন্য খেলার মাঠসহ বিনোদনের নানা উপকরণ। ছুটির দিনে কাতারের নাগরিক ও অভিবাসীদের ভিড় দেখা যায় এই পার্কে। হ্রদে নৌকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এমনই একটি পরিবার। ছুটির দিনে এই পার্কে ব্যাচেলরদের ঢুকতে দেওয়া হয় না ● রয়টার্স

এ সপ্তাহের কাতার

আরবি ক্যালিগ্রাফি কর্মশালা
২৬, ২৭ ও ২৮ মে কাতারায় শুরু হচ্ছে 'জার্নি টু দ্য রোকা আরবি' কর্মশালা। সিরিয়ার ক্যালিগ্রাফার নাসের আল হামওয়ি এতে নবীন ও আগ্রহী ব্যক্তিদের আরবি ক্যালিগ্রাফি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেবেন। এ ছাড়া যেকোনো ক্যালিগ্রাফার চাইলে এতে উপস্থিত হতে পারেন। কর্মশালা শুরু হবে প্রতিদিন বিকেল ৫টায়।

ফ্যামিলি আর্ট ভিজিট
২৮ মে থেকে আগামী ৪ জুন পর্যন্ত কাতার মিউজিয়ামসের আলরিওয়াক গ্যালারিতে শুরু হচ্ছে ফ্যামিলি আর্ট ভিজিট। কাতার মিউজিয়ামসের পাবলিক আর্ট এডুকেশন টিম এই প্রদর্শনী পরিচালনা করবে। এতে শিশুরা তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে এসে প্রদর্শনী দেখার বিশেষ সুযোগ পাবে। এ ছাড়া থাকছে ভাস্কর্য তৈরির একটি আলাদা কর্মশালা। ৪ জুন পর্যন্ত প্রতি শনিবার বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত চলা এই কর্মশালায় শিশুরা ভাস্কর্য তৈরি শেখার সুযোগ পাবে।

কিউ স্পোর্টস সামার ক্যাম্প
আগামী ১৯ জুন থেকে ৮ সেপ্টেম্বর আলজাজিরা একাডেমিতে কিউ স্পোর্টস সামার ক্যাম্পের জন্য নিবন্ধন শুরু হবে। ৪ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের নিরাপদ আনন্দ ও বিনোদন দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে তাদের দক্ষ করে তোলা হবে। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত এর নিবন্ধন কার্যক্রম চলবে।

কাতারে নির্মিত হচ্ছে ১৬০টি পদচারী সেতু

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের বিভিন্ন সড়কে পথচারীদের রাস্তা পারাপারে আরও ১৬০টি পদচারী সেতু বানাবে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়। এ নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে বলে সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আলশাহওয়ানি আলহাজরি।

আলহাজরি বলেন, পরিকল্পনার আওতায় কোন কোন সড়কে আন্ডারপাস জরুরি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তা ঠিক করা হবে। এরপর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

কাতারে পৌরসভা পরিষদের সদস্য ফাতিমা আহমেদ আলকুওয়ারির একটি প্রস্তাবনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি এ উদ্যোগের কথা জানানো হয়। কাতারে সড়ক নির্মাণ কর্তৃপক্ষ আশগাল এই ১৬০টি পদচারী সেতু নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে। সর্বশেষ গত বছর কাতারের শিল্প এলাকা সানাইয়ায় একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পদচারী সেতু তৈরি করা হয়। এর ফলে ওই এলাকায় বসবাসরত বিপুলসংখ্যক অভিবাসী কর্মীর রাস্তা পারাপারে সুবিধা হয়েছে।

বছরের চার দিন ব্যয় যানজটে

কাতার প্রতিনিধি

যানজটের কারণে কাতারে যাত্রীরা গত বছর গড়ে ১০২ ঘণ্টা রাস্তায় কাটাতে বাধ্য হয়েছেন। এর ফলে বছরে অর্থনীতিতে শত শত কোটি রিয়ালের ক্ষতি হচ্ছে। কাতারের একটি স্থানীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এমনই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

কাতার মোবিলিটি ইনোভেশন সেন্টারের (কিউএমআইসি) সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দেশের যানজটের চিত্র এবং জনজীবন ও অর্থনীতিতে এর প্রভাব দেখানোর চেষ্টা করা হয়।

ট্রাফিক সেন্সরের কিউএমআইসি প্রতিবেদনটি তৈরির জন্য নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি ৫ কোটির বেশি ছোট ছোট তথ্য সংগ্রহ করে। এ ছাড়া জিপিএস ডিভাইস সংযুক্ত গাড়ি ও ট্রাফিক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য নেওয়া হয়। এসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। প্রতিবেদনে দেখা যায়, যানজটের কারণে বছরে একজন যাত্রীর গড়ে চার দিনের কিছু বেশি সময় নষ্ট হয়।

যখন যানবাহন অবাধে চলাচল করে সেই সময়ের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত সময়ে কত ধীরে যানবাহন চলাচল করে তার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে কিউএমআইসি। কিউএমআইসির প্রযুক্তি ও ফলিত গবেষণা বিভাগের প্রধান ফেথি ফিলালি বলেন, অন্যান্য দেশের তুলনায় ২০১৫ সালে কাতারে যানজটের মাত্রা বেশি ছিল।

ট্রাফিক জ্যাম ও ধীরগতির কারণ

কাতারের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনেক যানবাহন সারা দেশের রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে পড়ছে। ফিলালি বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে নির্মাণকাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ফেলালি আরও বলেন, প্রধান প্রধান কিছু সড়কের কাজ শেষ হওয়ার পর সড়ক নেটওয়ার্ক স্থিতিশীল হয়ে যাবে। এর ফলে রাস্তাঘাটে যানজট অনেক কমে যাবে বলে আশা করা যায়। এ ছাড়া রাস্তায় যান চলাচল সাবলীল করতে বর্তমানে বিভিন্ন নির্মাণকাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। আবার এখন এগুলোর নির্মাণকাজ চলায় সড়কে যানজট দেখা দিচ্ছে। যেমন নতুন এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি করা, দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানোর জন্য আলরায়ান সড়ক উন্নত করা ইত্যাদি।

কিউএমআইসির প্রতিবেদনে বলা হয়, যানজটের জন্য বছরে ৫০০ থেকে ৭০০ কোটি কাতারি রিয়ালের উৎপাদনশীলতা নষ্ট হচ্ছে। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, কাতারের কর্মক্ষম মানুষ যদি যানজটে নষ্ট হওয়া সময় কাজে ব্যয় করার সুযোগ পায় তবে জিডিপি শূন্য দশমিক ৭ থেকে শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যাবে।

কিউএমআইসি কর্মকর্তারা জানান, ভবিষ্যতে গবেষণায় যানজটের ফলে সৃষ্ট পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও সামাজিক ক্ষয়ক্ষতির দিক তুলে ধরা হবে।

কাতারে সর্বোচ্চ পার্কিং ফি ৭০ রিয়াল

ইচ্ছামতো ফি বাড়ানো যাবে না

কাতার প্রতিনিধি

কাতারে পার্কিং ফি নিয়ন্ত্রণে সম্প্রতি সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে নতুন বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পার্কিং লট পরিচালনাকারীদের ইচ্ছামতো পার্কিংয়ের ফি নির্ধারণ করার ওপর সরকার শিগগিরই বিধিনিষেধ আরোপ করছে।

নতুন ব্যবস্থায় গ্রাহকদের প্রথম দুই ঘণ্টার জন্য প্রতি ঘণ্টায় ২ কাতারি রিয়াল পার্কিং ফি দিতে হবে। তৃতীয় ও চতুর্থ ঘণ্টার জন্য ৩ কাতারি রিয়াল করে ফি দিতে হবে এবং পরবর্তী প্রতি ঘণ্টার জন্য ৫ কাতারি রিয়াল করে ফি ধার্য করা হবে। এ হিসেবে এক দিনে একজন গাড়ির মালিককে পার্কিংয়ের জন্য সর্বোচ্চ ৭০ কাতারি রিয়াল ফি দিতে হবে। এ ছাড়া মোটর গাড়ির চালকদের প্রথম ৩০ মিনিটের জন্য কোনো ফি দিতে হবে না। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, যেসব চালক খুব স্বল্প সময়ের জন্য কোথাও অবস্থান করবে বা কোনো পার্কিং স্পট খুঁজে পাবেন না তাদের কোনো পার্কিং ফি দিতে হবে না।

গালফ টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, নিয়মিত ভেলেট পার্কিংয়ের জন্য প্রতিদিন ৩০ কাতারি রিয়াল এবং ভিআইপি ভেলেট পার্কিংয়ের জন্য ৬০ রিয়াল ফি দিতে হবে। কাতারের অর্থনীতি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এপ্রিলের শুরুতে শপিং মল এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সগুলোর পার্কিং ফিতে লাগাম টেনে ধরার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করে। কিন্তু ওই সময়ের সর্বোচ্চ পার্কিং ফির ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি।

দোহা নিউজের সঙ্গে আলাপকালে একটি বড় পার্কিং লট পরিচালনাকারী ফির ব্যাপারে সরকারের নতুন সিদ্ধান্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, তাঁর কোম্পানি জুনের শুরুতে তাদের দাম সমন্বয় করার পরিকল্পনা করছে।

কম্পিউটার স্টেশন কোম্পানির প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা এলি আলখৌরি বলেন, পার্কিং ফির লাগাম টেনে ধরার জন্য আগের পার্কিং ফির ছোটখাটো পরিবর্তনই যথেষ্ট। অধিকাংশ পার্কিং লট পরিচালনাকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বর্তমানে সর্বোচ্চ ৮০ থেকে ১০০ কাতারি রিয়াল পর্যন্ত পার্কিং ফি নিচ্ছে। সেই হিসাবে ৭০ কাতারি রিয়াল খুব কাছাকাছি মূল্য। যেকোনো পার্কিং লট পরিচালনাকারীর জন্য এই মূল্য গ্রহণযোগ্য।

আলখৌরির প্রতিষ্ঠান বর্তমানে পশ্চিম বেতে অবস্থিত নতুন দোহা প্রদর্শনী এবং কনভেনশন সেন্টারসহ কাতারের আধা ডজনের বেশি বৃহৎ পার্কিং লট পরিচালনার দায়িত্বে আছে।

আলখৌর বলেন, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে ইতিমধ্যে তাঁরা কিছু প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন। এ ছাড়া তিনি নতুন আইনকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, তিনি মনে করেন, নতুন আইন অনুমতিহীন পার্কিং পরিচালনাকারীদের অতিরিক্ত পার্কিং ফি ধার্য করা থেকে বিরত রাখবে।

QUALITY GROUP
INTERNATIONAL

বেঙ্গালুরুতে কোয়ালিটির দ্বিতীয় শাখার উদ্বোধন

কোয়ালিটি গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল দক্ষিণ ভারতের বেঙ্গালুরু শহরে সম্প্রতি দ্বিতীয় হাইপারমার্কেট উদ্বোধন করেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কোয়ালিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান শামসুদ্দিন অলাকারা ও বেঙ্গালুরু বিধানসভার সদস্য বাসাভারাজ যৌথভাবে হাইপারমার্কেটের উদ্বোধন করেন।

এই হাইপারমার্কেট দোতলাজুড়ে নকশা করা হয়। এখানে ২০ হাজারের বেশি পণ্য পাওয়া যাবে, যার মধ্যে থাকছে তাজা উৎপাদিত পণ্য ও মুদি মালামাল। এ ছাড়া একটি তাজা পণ্যের বেকারি, ঘরবাড়ির যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রনিকস ও সাধারণ পণ্য রয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কোয়ালিটি গ্রুপ ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান শামসুদ্দিন অলাকারা বলেন, 'কোয়ালিটির মার্টে আমরা সুন্দর কেনাকাটার পরিবেশে সাশ্রয়ী মূল্যে গ্রাহকদের সেরা পণ্য দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা এমন একটি ব্যবসায় জড়িত, যা সবার জন্য প্রতিদিন একটি আনন্দময় মুহূর্ত তৈরি করে। এ ছাড়া গ্রাহকের চাহিদা পূরণ করাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পায়। কোয়ালিটি গ্রুপের ওপর স্থানীয় উৎপাদকদের আস্থা আছে। কোয়ালিটি বেঙ্গালুরুতে অনেক কর্মক্ষেত্র তৈরি করেছে।'

গত বছর কোয়ালিটি বেঙ্গালুরু কস্তুরি নগরে প্রথম হাইপারমার্কেট চালু করে। বিজ্ঞপ্তি

১০ জুন থেকে ক্রীড়া উৎসব

কাতার প্রতিনিধি

আসন্ন পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে অ্যাম্পায়ার জোন ফাউন্ডেশন ১০ জুন থেকে ক্রীড়া উৎসবের আয়োজন করছে। দুই সপ্তাহের এ ক্রীড়া উৎসবে রাগবি ও ক্রিকেট খেলাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৫ রমজান থেকে শুরু হওয়া এ উৎসব শেষ হবে ১৯ রমজান।

ক্রীড়া উৎসবে অংশ নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে নিবন্ধন শুরু হয়েছে। আগ্রহী ব্যক্তিরা ৩১ মে পর্যন্ত নিবন্ধন করতে পারবেন। রাত সাড়ে নয়টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত বিভিন্ন খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হবে। বিজয়ীদের আকর্ষণীয় পুরস্কার ও উপহারসামগ্রী দেওয়া হবে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে উৎসবের আয়োজক কর্তৃপক্ষ।

সব বয়সী নারী-পুরুষ এমনকি শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও এ উৎসবে অংশ নিতে পারবেন। পাশাপাশি মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা শেখ থানি বিন আবদুল্লাহ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হবে।

উৎসব পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আমান এক বিবৃতিতে বলেন, বিগত বছরগুলোতে বিপুল মানুষের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ-উদ্দীপনার বিষয়টি মাথায় রেখে চলতি বছর নতুন নতুন ইভেন্টের আয়োজন করা হচ্ছে। নারী-পুরুষ ও শিশুদের জন্য মোট ১৩টি খেলার আয়োজন করা হবে।

আবদুল্লাহ আমান বলেন, ফ্রিজ অ্যাম্পায়ারে কাতারের ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগের ব্যবস্থা থাকবে। এ ছাড়া ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিদের বক্তব্য শোনারও বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে।

অংশগ্রহণকারী ক্রীড়াবিদদের মধ্যে পবিত্র রমজানের সঠিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে এ ক্রীড়া উৎসবের কার্যক্রম ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে বলে আয়োজকেরা আশা প্রকাশ করেন।

শিমালে চালু হয়েছে পুলিশের ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্র ● সৌজন্যে *দ্য পেনিনসুলা*

শিমালে পুলিশের ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্র

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের সীমান্তবর্তী এলাকা শিমালে নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও টহল আরও বাড়াতে একটি ভ্রাম্যমাণ অফিস উদ্বোধন করেছে কাতারের পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা এবং ওই এলাকায় যাওয়া পর্যটকদের সব ধরনের নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শুধু শিমাল নয়, দোহা ও মূল শহরের বাইরে যেসব এলাকায় বিপুলসংখ্যক পর্যটক ও দর্শনার্থী বাস করেন, সেসব জায়গায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া এবং কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে তা তদন্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

পুলিশের এই ভ্রাম্যমাণ ইউনিট প্রাথমিকভাবে সাপ্তাহিক ছুটি ও সরকারি ছুটির দিনগুলোতে আলগারিয়া এলাকায় দর্শনার্থীদের ওপর নজর রাখবে। একই সঙ্গে তাঁদের আইনি সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, পুলিশের ভ্রাম্যমাণ অফিসে জনসাধারণের কাছ থেকে পাওয়া ছোটখাটো অভিযোগ গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়া অধিকতর তদন্তের জন্য কিছু অভিযোগ নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট পরিচালনা কর্তৃপক্ষের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে জানানো হবে।

এই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, এখন থেকে ছোট কোনো অভিযোগ দায়ের করতে দূরের থানায় যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। এই ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্রে অভিযোগ দায়ের করে জনগণ উপকৃত হবে। এতে তাদের সময় ও শ্রম দুটিই সাশ্রয় হবে।

এ ছাড়া এই অফিসে নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম ও সেবা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও প্রযুক্তিগত উপকরণ নিশ্চিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে সেবার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে টহল পুলিশ ও তাদের কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মাধ্যমের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।

পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ও জনবলে পরিপূর্ণ ভ্রাম্যমাণ এই কেন্দ্রের ফলে উপকূলীয় এলাকা ও সমুদ্রসৈকতে কোনো অপরাধ বা দুর্ঘটনা ঘটলে সেখানকার নাগরিক ও দর্শনার্থীদের আর অন্য শহরের প্রধান থানায় যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। দর্শনার্থীরা তাদের দরকারি নিরাপত্তা সেবা শিমাল পুলিশের এই আধুনিক কেন্দ্র থেকেই পেয়ে থাকেন।

কাতার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, ভ্রাম্যমাণ এমন অফিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের ও দর্শনার্থীদের নিজস্ব এলাকায় স্বল্প সময়ের মধ্যে নিরাপত্তা সেবা নিশ্চিত করা। এ ক্ষেত্রে সেবার বিকেন্দ্রীকরণ নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতি রেখে জনগণের নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে।

৪৫ বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে ২৩ গুণ

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের জনসংখ্যা গত ৪৫ বছরে ২৩ গুণ বেড়েছে। ১৯৭০ সালে কাতারে জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১ লাখ ১১ হাজার। বর্তমানে এ সংখ্যা পৌঁছেছে ২৫ লাখ ২৬ হাজার ৯৯৪ জনে।

মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১৯ লাখ ১৭ হাজার ৯৩৬ জন পুরুষ এবং ৬ লাখ ৯ হাজার ৫৫ জন নারী। সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জরিপ মন্ত্রণালয়ের জনসংখ্যাবিষয়ক স্থায়ী কমিটির প্রধান সুলতান আলী আলকুওয়ারি দোহায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রতিবেদনের এসব তথ্য তুলে ধরেন।

কাতারে জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশ বসবাস করেন দোহায়। বাকিরা দেশের অন্যান্য শহরে বাস করেন। দোহায় বর্তমানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩ হাজার ৬৭৯ জন লোক বাস করছেন। অন্যদিকে শিমাল এলাকায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করছেন মাত্র নয়জন।

আলকুওয়ারি অনুষ্ঠানে আরও বলেন, ২০২২ সালের বিশ্বকাপ উপলক্ষে কাতারে যে নির্মাণযজ্ঞ চলছে, তাতে বিপুলসংখ্যক কর্মী কাজ করছেন। ফলে কাতারে জনসংখ্যা বাড়ছে। ২০১৫ সালে কাতারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১০ শতাংশ।

দোহায় সম্প্রতি আয়োজিত আরেক অনুষ্ঠানে জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিবার চিকিৎসা বিভাগের উপদেষ্টা আবদুল্লাহ আননিমা বলেন, চিকিৎসাসেবায় কাতারে নাগরিক ও বিদেশি অভিবাসীদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। কাতারের প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা কেন্দ্রগুলো থেকে বিপুলসংখ্যক অভিবাসীকে বিনা মূল্যে নানা রকমের চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে।

আলশামালে চালু হচ্ছে মৌসুমি কৃষি বাজার

কাতার প্রতিনিধি

আগামী মৌসুমে কাতারের আলশামালে নতুন একটি শীতকালীন বাজার চালু হবে। নগর ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিভাগ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

বর্তমানে কাতারে আলখোর, আলমাজরোয়া ও আলওয়াকরাতে এ ধরনের তিনটি বাজার চালু রয়েছে। নগর ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কৃষিবিষয়ক বিভাগের প্রধান ইউসুফ খালিদ সংবাদমাধ্যমকে জানান, ধীরে ধীরে বিভিন্ন পৌরসভায় এ ধরনের কৃষি মার্কেট চালু করা হবে। আলশামাল ছাড়াও নতুন আরও একটি বাজার শিগগিরই চালু করার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি।

এ বছর ছয় মাসের বদলে সাত মাস বাজার চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এসব বাজারে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সব পণ্যই বিক্রি করা হয় বলে তিনি বলেন।

নির্ধারিত মৌসুমের এক মাস আগেই গত নভেম্বরে এসব মার্কেট চালু করা হয়। এর ফলে স্থানীয় কৃষকেরা আগেভাগেই ফসল উৎপাদনে এগিয়ে আসেন। এই বাজারে কৃষকেরা সরাসরি ভোক্তাদের কাছে তাঁদের পণ্য বিক্রি করার সুযোগ পান। এতে করে মধ্যস্বত্বভোগী দালালদের দৌরাত্ম্য একেবারেই কমে গেছে।

বিগত মৌসুমে সব কৃষি বাজারেই সবজি বিক্রির পরিমাণ বেড়েছে। গত মৌসুমে আলমাজরোয়ার কৃষি মার্কেটে ১ হাজার ৭৭৭ টন সবজি বিক্রি হয়েছিল। আলখোরের বাসিন্দারা প্রায় ১ হাজার ১৫৭ টন সবজি ক্রয় করেছিলেন এবং আলওয়াকরাতে প্রায় ১ হাজার ১৪১ টন সবজি বিক্রি হয়।

অথচ এর আগের বছর আলমাজরোয়াতে ১ হাজার ৪২১ টন সবজি বিক্রি হয়। অন্যদিকে আলখোর ও আলওয়াকরাতে বিক্রি হওয়া সবজির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে প্রায় ১ হাজার ৭৯ ও ১ হাজার ১১৯ টন।

আগামী মৌসুমে নভেম্বরের আগেই কৃষি বাজার চালু হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এসব বাজারে সপ্তাহের বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার সকাল সাতটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সবজি বেচাকেনা হয়ে থাকে। কাতারের মানুষ স্থানীয় খামারিদের উৎপাদিত সবজি ও পোলট্রি সামগ্রী আকর্ষণীয় মূল্যে কেনার সুযোগ পায়। গত মৌসুমে ৭৭টি খামারে উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিক্রি হয়েছিল।

আললিম করপোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. রশিদ আললিম সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহর রোলা স্ট্রিটে ২০ মে মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের ১৫২তম শাখার উদ্বোধন করেন। এ সময় মালাবার গ্রুপের কো চেয়ারম্যান ড. পি এ ইব্রাহিম হাজি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ইন্টারন্যাশনাল অপারেশন) শামলাল আহমেদ, গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক কে পি আবদুস সালামসহ প্রতিষ্ঠানের শুভাকাঙ্ক্ষী, অতিথি ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন ● বিজ্ঞপ্তি

৭ বছরে পানির ব্যবহার ৭০ ভাগ বেড়েছে

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের রাজধানী দোহায় প্রথমবারের মতো পানিবিষয়ক পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়। এই পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, ২০০৬ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সাত বছরে পুরো কাতারে পানির ব্যবহার প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কাতারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান মন্ত্রণালয় (এমডিপিএস) থেকে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের তথ্য অনুযায়ী, দেশের দ্রুত সম্প্রসারণ ও উন্নয়নশীল কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য দেশটিতে ২০০৬ সালে ৪৩ কোটি ৭০ লাখ কিউবিক মিটারের বেশি পানির ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে ২০১৩ সালে এই ব্যবহৃত পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৭৪ কোটি কিউবিক মিটারে (২ হাজার ৬০০ কোটি ঘনফুট) উত্তীর্ণ হয়, যা আগের তুলনায় ৭০ শতাংশের বেশি।

কাতার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান মন্ত্রণালয়ের (এমডিপিএস) প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ওই সময়ের মধ্যে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে সর্বোচ্চ পরিমাণ পানি উত্তোলন করা হয়। অন্যদিকে, এই পানি ব্যবহারের পরিমাণ প্রায় ৪০০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ ছাড়া শিল্পক্ষেত্রে পানির ব্যবহার ২০০ শতাংশের বেশি ছিল। তবে পুরো কাতারে পানির সবচেয়ে বড় ভোক্তা বা ব্যবহারের খাত হিসেবে কৃষি ও পারিবারিক কাজের স্থান শীর্ষে ছিল।

পার্ক দোহার দাফনা এলাকায় শেরাটন হোটেলের সামনে নতুন করে তৈরি পার্কটি সম্প্রতি সবার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। কর্নিশে গড়ে ওঠা এই পার্কে ছোট-বড় সবার জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে খেলার মাঠ, ঝরনা এবং শিশুদের জন্য রাইডার। দোহা নগরের যে কেউ এখানে অবসর সময় কাটাতে পারেন ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা

জ্বালানি খাতে বাংলাদেশকে সহায়তা দিতে প্রস্তুত কাতার

কাতারের মন্ত্রীর সঙ্গে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীর বৈঠক

কাতার প্রতিনিধি

তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সরবরাহ, রপ্তানি এবং অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি বিনিময়সহ জ্বালানি খাতে বাংলাদেশকে যেকোনো ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত কাতার।

কাতারের রাজধানী দোহায় ২৩ মে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের সঙ্গে বৈঠককালে কাতারের জ্বালানি ও শিল্পমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালেহ আলসাদা এ কথা বলেন। ১৬তম দোহা ফোরামে যোগ দিতে ২১ মে তিন দিনের কাতার সফরে আসেন বাংলাদেশের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী।

২৩ মে কাতারের মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন নসরুল হামিদ। দুই মন্ত্রীর মধ্যকার বৈঠকে কাতার থেকে এলএনজি আমদানিসহ জ্বালানি ও বিনিয়োগ নিয়ে দুই মন্ত্রীর মধ্যে আলোচনা হয়। এ সময় তাঁরা দ্বিপক্ষীয় পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে কাতারের বিনিয়োগের ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, বাংলাদেশে বিনিয়োগের চমৎকার পরিবেশ রয়েছে। কাতারের সঙ্গে জি-টু-জি এলএনজি আমদানি ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে সহায়তা আদান-প্রদানের জন্য স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়েও আলোচনা হয়।

বিশ্ববাজারে অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অগ্রগতি ও বিদ্যমান প্রবৃদ্ধি হারের প্রশংসা করেন কাতারের জ্বালানি ও শিল্পমন্ত্রী মহাজন সালেহ আল সাদা।

নসরুল হামিদ কাতারের মন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'গতিশীল নেতৃত্ব' ও তাঁর সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেন। কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আলথানির আসন্ন ঢাকা সফরকে স্বাগত জানিয়ে নসরুল হামিদ বলেন, বাংলাদেশ সাগ্রহে মহামান্য আমিরের আগমনের অপেক্ষায় আছে। এ সময় প্রতিমন্ত্রী কাতারের জ্বালানি ও শিল্পমন্ত্রী মোহাম্মদ সালেহ আল সাদাকেও বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

কাতারের মন্ত্রী ও বাংলাদেশের প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে বৈঠককালে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমেদ, কাতারের রাষ্ট্রীয় সংস্থা রাসগ্যাসের নির্বাহী প্রধান কর্মকর্তা মোবারক আল মোহাননাদি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব আহসান জব্বারসহ দূতাবাসের অন্য কর্মকর্তারা।

বৈঠক শেষে দ্বিতীয় সচিব নাজমুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ ও চমৎকার পরিবেশে দুই মন্ত্রীর মধ্যে বৈঠক হয়েছে। এর মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।'

ভোক্তা সুরক্ষা আইন লঙ্ঘন, ৭৮ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

কাতার প্রতিনিধি

কাতার অর্থনীতি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে গত মাসে ভোক্তা সুরক্ষা আইন লঙ্ঘনের বেশ কিছু অভিযোগ এসেছে। এসব অভিযোগের মধ্যে পণ্যের মূল্যসীমা লঙ্ঘনের মতো অভিযোগও রয়েছে।

অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে রয়েছে মূল্য ট্যাগ প্রদর্শনে ব্যর্থতা ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি। ইতিমধ্যে ভোক্তা সুরক্ষা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ৭৮টি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা ধার্য করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে একসঙ্গে এত প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়নি। গত মাসে অর্থনীতি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিষয়টি শনাক্ত করেছে।

এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়, কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর এ রকম কর্মকাণ্ডের জন্য বেশ কিছু বিক্রয়কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার কাতারি রিয়াল জরিমানা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এই মাসে মন্ত্রণালয় ভোক্তা সুরক্ষা আইন ২০০৮-এর ৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন, দ্রুত অভিযান চালানো ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অভিযানের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ও নিশ্চিত করেছে। এ ছাড়া দেশব্যাপী অভিযান চালিয়ে ৭৮টি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে।

বিক্রয়কেন্দ্রে মূল্য ট্যাগ প্রদর্শনে ব্যর্থতার অভিযোগ পাওয়া গেছে ১৭টি, যা ভোক্তা সুরক্ষা আইন লঙ্ঘনে শীর্ষস্থানে রয়েছে। অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে রয়েছে অনুমোদন ছাড়া মূল্যবৃদ্ধি (আটটি), মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর পণ্যের বিবরণ ও বিজ্ঞাপন প্রদর্শন (আটটি) উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া অন্যান্য আইন লঙ্ঘনের অভিযোগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ফল ও সবজির মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করা (সাতটি), অসম্পূর্ণ বিল প্রস্তুত করা (ছয়টি), অনুপস্থিত পণ্য বিবরণ অথবা অসম্পূর্ণ পণ্যের বর্ণনা প্রদান (পাঁচটি), বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত মূল্যের তুলনায় গ্রাহকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্য দাবি করা (পাঁচটি), কর্তৃপক্ষের যথাযথ পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো পণ্যের প্রচার করা (চারটি) এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে সেবা বা পণ্যের দাম প্রদর্শন না করা (তিনটি)।

এ ছাড়া আইন লঙ্ঘনকারীরা উপযুক্ত পণ্য বিভাগের অনুমোদন ছাড়াই ওই পণ্যের প্রচার চালু করা, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য ও নিম্নমানের পণ্য বিক্রি করা, পণ্যের বিজ্ঞাপনে ও পরিষেবার বিবরণ প্রদানে আরবি ভাষার ব্যবহারে ব্যর্থতা, পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের সময় ঘোষিত মূল্যতালিকা জনসাধারণের সম্মুখে প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে যেসব পণ্যে ছাড় রয়েছে সেসব পণ্য বিক্রি থেকে বিরত থাকা, বিল প্রস্তুত করা ও প্রদর্শন করা এবং গ্রাহকদের পণ্যের পরিশোধিত মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দিতে ব্যর্থতা, ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ফেরত গ্রহণ অথবা ওই পণ্য পরিবর্তন না করাসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ করেন ভোক্তারা। বর্তমানে মন্ত্রণালয় আরও ৭৬৯টি অভিযোগের তদন্তের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের সংশোধিত আইনে আমিরের অনুমোদন

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের আমির জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সম্পর্কিত সংশোধিত আইন অনুমোদন করেছেন। নতুন আইন কার্যকর হলে নিবন্ধন-প্রক্রিয়ায় মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করলে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন-সংক্রান্ত প্রায় ৩৪ বছরের পুরোনো আইনের সংশোধনী সম্প্রতি কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আলথানি অনুমোদন করেন।

আশশার্ক পত্রিকায় প্রকাশিত নতুন আইনটির ৪৫টি অনুচ্ছেদ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করলে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে এক লাখ রিয়াল পর্যন্ত জরিমানা করারও বিধান রাখা হয়েছে।

এ ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হলে অথবা একাধিকবার একই তথ্য নিবন্ধিত করলে সর্বোচ্চ ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ১০ হাজার রিয়াল জরিমানা আদায় করা হবে।

পুরোনো আইনে এই অপরাধে তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড ও ২০০ থেকে ২ হাজার রিয়াল পর্যন্ত জরিমানার বিধান ছিল। আগের আইন অনুসারে জন্মের ১৫ দিনের মধ্যে শিশুর নিবন্ধন করতে হতো। বর্তমান আইনে জন্মদাতা মাকে জন্ম নিবন্ধনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

আইনের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, নবজাতকের জন্ম নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত ব্যক্তিরা হচ্ছেন নবজাতকের বাবা (উপস্থিত থাকলে), পুরুষ নিকটাত্মীয় অথবা নারী আত্মীয়, যিনি জন্মের সময় উপস্থিত ছিলেন, চিকিৎসক বা অনুমোদিত ব্যক্তি, হাসপাতাল, কারাগার বা যে স্থানে নবজাতকের জন্ম হয়েছে, সেখানকার ব্যবস্থাপক, জন্মদাত্রী মা, আদালত থেকে নির্ধারিত যোগ্য ব্যক্তি, জাহাজ অথবা উড়ন্ত বিমানে জন্ম হলে জাহাজের ক্যাপ্টেন কিংবা বিমানের পাইলট অথবা যানবাহনের চালক।

কাতারের বাইরে কোনো নাগরিকের সন্তান হলে তাকে ৩০ দিনের মধ্যে নিবন্ধন করাতে হবে। চতুর্থ অনুচ্ছেদে জন্ম নিবন্ধনের প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ রীতিনীতির বিরুদ্ধে অথবা অন্যান্য ভাইবোনের নাম অনুসারে নবজাতকের নাম রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

নবজাতকের মা-বাবার সঙ্গে প্রসব কাজে সহায়তাকারী চিকিৎসকের নাম ও জন্মের সংবাদ প্রদানকারীর নামও নিবন্ধনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পুরোনো আইনে জন্মের স্থান উল্লেখের প্রয়োজন ছিল না। নতুন আইনে তা উল্লেখ করতে হবে।

এ ছাড়া প্রসূতিসেবা প্রদানের জন্য কোনো হাসপাতাল, নার্সিং হোম বা সেবাকেন্দ্রকে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জন্মদাতা মা ও বাবার তথ্য উল্লেখ করে যে সেবাকেন্দ্রে নবজাতকের জন্ম হয়েছে, সেখানে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া না গেলে তা সরকারি কৌঁসুলিকে জানাতে হবে।

আইনটি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, কাতারের প্রচলিত রীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন সংশোধিত আইনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। কাতারের সমাজব্যবস্থায় বাসায় শিশুর জন্মদান ও অবিবাহিত মহিলার গর্ভধারণ ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।

মৃত্যু নিবন্ধন

সংশোধিত নতুন আইনে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে তা কীভাবে নিবন্ধন করতে হবে, তাও উল্লেখ করা আছে আইনে। কোনো ব্যক্তির মৃত্যু বা মৃত নবজাতকের তথ্য সংযুক্ত করার সময় দুই দিন থেকে বাড়িয়ে সাত দিনে করা হয়েছে।

জন্মের আগেই কোনো নবজাতকের মৃত্যু হলে তার জন্ম ও মৃত্যু অবশ্যই নিবন্ধন করতে হবে। তবে গর্ভধারণের ২৮ সপ্তাহ পরে কোনো নবজাতকের মৃত্যু হলে শুধু মৃত্যু নিবন্ধন করলেই চলবে। কাতারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের যৌথ উদ্যোগে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন তদারকের কাজে একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হবে।

বাংলাদেশ স্কুলে নজরুল ও রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন রাষ্ট্রদূতসহ অতিথিরা (বাঁয়ে) এবং অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ● প্রথম আলো

বাংলাদেশ স্কুলে নজরুল ও রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব

কাতার প্রতিনিধি

কবিতা আবৃত্তি, সংগীত, বিতর্ক, নৃত্য ও নাটক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে কাতারে বাংলাদেশ এমইএচএম স্কুল অ্যান্ড কলেজে উদ্‌যাপিত হয়েছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী। ১৬ মে বাংলাদেশ স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে এ উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করা হয়।

সারোয়ার জাহান সিদ্দিকের সঞ্চালনায় বেলা ১১টা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত এ অনুষ্ঠান চলে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উৎসবে স্বাগত বক্তৃতায় স্কুলের অধ্যক্ষ জসিমউদ্দীন ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, এই দুজন ছিলেন বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী প্রতিভা। তাঁদের সৃষ্টিকর্মে আজ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ এবং গর্বিত।

পরে অনুষ্ঠানে কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমদ বলেন, 'কাজী নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথের জীবন থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। এসব শিক্ষা দেশ ও জাতি গঠনে কাজে লাগাতে পারলে আমরা এগিয়ে যেতে পারব। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুধাবন ও ধারণ করার মাধ্যমে আমরা সত্যিকারের মানুষ হতে পারি।'

অনুষ্ঠানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে কাউকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ফলে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্মরণে কাতারে আয়োজিত এই একমাত্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন অনেক কবিপ্রেমী।

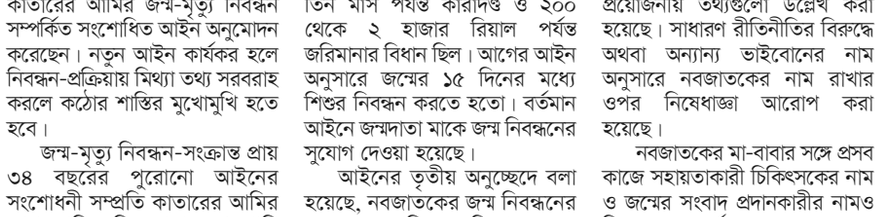

কাতারস্থ রাউজান সমিতির অভিষেক ও মেজবান অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীসহ অতিথিরা ● প্রথম আলো

রাউজান সমিতির অভিষেক অনুষ্ঠানে মহিউদ্দিন

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের রাউজান সমিতির নতুন কমিটির অভিষেক হয়েছে। এ উপলক্ষে ২০ মে মুনতাজায় স্থানীয় একটি স্কুলের মিলনায়তনে আলোচনা সভা, মেজবান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমদ এবং মহিউদ্দিন চৌধুরীর স্ত্রী হাসিনা মহিউদ্দিন। অতিথিদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী নেতা আবু তালেব, দূতাবাসের কাউন্সেলর সিরাজুল ইসলাম, কাউন্সেলর কাজী মুহাম্মদ জাভেদ ইকবাল, শ্রমসচিব রবিউল ইসলাম ও দ্বিতীয় সচিব নাজমুল হক। অনুষ্ঠানে কাতারে বসবাসরত রাউজান উপজেলার প্রবাসীদের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

নবগঠিত কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন সংগঠনের উপদেষ্টা মো. মুছা। এ সময় বক্তারা নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানান ও তাঁদের সাফল্য কামনা করেন। পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াতের পর প্রধান অতিথির সম্মানে মানপত্র পড়েন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ওসমান গণি চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে মহিউদ্দিন চৌধুরী তাঁর আমলে চট্টগ্রামের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বিবরণ তুলে ধরেন। এ সময় তিনি রাউজানপ্রবাসীদের উদ্দেশে বলেন, রাউজানের উন্নয়নে তিনি অতীতে যেমন কাজ করেছেন, ভবিষ্যতেও তেমনি কাজ করে যাবেন। প্রবাসীদের যেকোনো সমস্যা সমাধানে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে সার্বিকভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি ঐক্যবদ্ধ থেকে বিদেশের মাটিতে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সবাইকে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান।

এদিকে রাউজান সমিতির অভিষেক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এসে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মহিউদ্দিন চৌধুরী ২২ মে হামাদ হাসপাতালে ভর্তি হন। দুদিন চিকিৎসা শেষে তিনি কিছুটা সুস্থ হন। ২৫ মে তিনি বাংলাদেশে ফিরে যান।

সন্ধ্যার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পী রোখসানা ও মৃদুল বাবু। সমিতির সভাপতি মহসিন খানের উপস্থাপনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ফরিদুল আলম, তপন মহাজন, হারুন, চৌধুরী নাসিরউদ্দীন, মিজানুর রহমান প্রমুখ।

গাড়ির একটি নম্বরপ্লেটের দাম ৩৫ লাখ রিয়াল

কাতার প্রতিনিধি

কাতারা সাংস্কৃতিক পল্লিতে যানবাহনের বিশেষ নম্বরপ্লেটের নিলাম হয়েছে। নিলামে এক ধনকুবের ৩৫ লাখ রিয়াল ব্যয় করে কাতারি ৪১১ ক্রমিকের নম্বরপ্লেটটি কিনে নেন। এটি ছাড়া আরও দুটি নম্বরপ্লেট কিনতে তিনি মোট ৬০ লাখ কাতারি রিয়াল খরচ করেন।

আয়োজকেরা জানান, কাতারে প্রথমবারের মতো বেসরকারিভাবে নম্বরপ্লেট বিক্রির এ ধরনের নিলাম হয়। ৩০টি বিশেষ নম্বর প্লেট কিনতে কাতারের শৌখিন ধনকুবেররা ১ কোটি ৫০ লাখ রিয়াল খরচ করেন।

১৫৬ ও ১৫৭ ক্রমিকের নম্বরপ্লেট দুটির প্রতিটি ১৩ লাখ ৬০ হাজার রিয়ালে বিক্রি হয়েছে। তবে নম্বরপ্লেট কেনার ব্যাপারে ধনকুবেররা গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান।

গত মাসে প্রথমবারের মতো চালু হওয়া আল-বাহি নিলামঘরে নিলামপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আবেদনকারী ব্যক্তিরা প্রত্যেকে ৫০ হাজার রিয়াল জমা দিয়ে নিলামে অংশ নেন। দেড় লাখ রিয়াল থেকে প্রতিটি নম্বরপ্লেটের ক্রমিকের জন্য নিলাম ডাকা শুরু হয়।

এর আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে এ ধরনের নিলাম অনুষ্ঠিত হতো। দোহা নিউজের সঙ্গে আলাপকালে আল-বাহির সহপ্রতিষ্ঠাতা আবু আশরাফ জানান, এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে ভূমিকা রাখে।

বিশেষ সংখ্যার নম্বরপ্লেটের উচ্চমূল্য

নিলামে ৩০ লাখ রিয়ালে ৯৯৯৯ ক্রমিকের নম্বরপ্লেটটি নিলামে বিক্রি হয়, যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। মেলায় ২ থেকে ৬ সংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন ক্রমিকের নম্বরপ্লেট প্রদর্শন করা হয়। ৪ সংখ্যার বিভিন্ন বছরের নম্বরপ্লেট ছিল ক্রেতাদের আগ্রহের শীর্ষে। ৩০০০৩ ক্রমিকের লাইসেন্স প্লেটটি সর্বনিম্ন আড়াই লাখ রিয়ালে বিক্রি হয়।

মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ নম্বরপ্লেট ও মুঠোফোন নম্বরের মালিক হওয়া শৌর্য-বীর্য প্রদর্শনের জনপ্রিয় একটি উপায়। আরবের ধনকুবেররা বিশেষ সংখ্যার মালিক হতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। আরব দেশগুলোতে নিয়মিত এ ধরনের নিলাম হয়।

গত বছরের ডিসেম্বরে ওরেদো আয়োজিত এক নিলামে ২৫টি বিশেষ মুঠোফোন নম্বর প্রায় ৪৫ লাখ রিয়ালে কাতারিরা কেনেন। এই নিলাম থেকে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ দাতব্য কাজে ব্যয় করা হয়।

অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের অনেকেই ক্রয়কৃত এসব বিশেষ নম্বর পরে আরও বেশি দামে কাতারি ধনকুবেরদের কাছে বিক্রয় করে দেন। তাঁরা এটিকে কল্যাণকর কাজে অংশ নেওয়া বলেই মনে করেন। উল্লেখ্য, এ ধরনের নিলামের মাধ্যমে অর্জিত অর্থের অধিকাংশই দাতব্য সংস্থায় ব্যয় করা হয়।

তবে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে অনেকেই এ ধরনের উদ্যোগের সমালোচনা করে একে ব্যক্তিগত অহমিকা প্রদর্শন বলে মনে করছেন। এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে আবু আশরাফ একে নিতান্তই ব্যক্তিগত বিষয় বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, পৃথিবীব্যাপী এ ধরনের নিলাম হয়। যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, অনেক মার্কিন নাগরিক বিশেষ বেসবল ব্যাট ও কয়েনের পেছনে লাখ লাখ ডলার খরচ করেন। ওই সামগ্রীগুলোর অধিকাংশই তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকে, যা কোনো দিনই ব্যবহৃত হয় না। একেক দেশে একেক ধরনের জিনিস জনপ্রিয়। কাতারি নাগরিকদের কাছে হয় তো বেসবলের কোনো মূল্যই নেই। তিনি মনে করেন প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের রুচি ও সংস্কৃতি ভিন্ন।

প্রথম আলো
بروتوم آلو النسخة الخليجية الأسبوعية
সাপ্তাহিক উপসাগরীয় সংস্করণ

এখন নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে
কাতারজুড়ে বিভিন্ন বাংলাদেশি রেস্তোরাঁয়

ভুইয়া রেস্তোরাঁ, মুনতাজা
ফেনী রেস্তোরাঁ, মুনতাজা
স্টার অব ঢাকা রেস্তোরাঁ, দোহাজাদিদ
হইচই রেস্তোরাঁ, নাজমা
আনন্দ রেস্তোরাঁ, নাজমা
রমনা রেস্তোরাঁ, নাজমা
হানিকুইন ক্যাফেটেরিয়া, রাইয়ান
প্রবাসী হোটেল, মদিনাখলিফা
আলরাবিয়া রেস্তোরাঁ, বিনওমরান
কুমিল্লা রেস্তোরাঁ, দোহা
বনানী রেস্তোরাঁ, দোহা
চাঁদপুর হোটেল, মাইজার
জাল ক্যাফেটেরিয়া,মাইজার
আলরাহমানিয়া রেস্তোরাঁ, সবজিমার্কেট
মিষ্টিমেলা, সবজিমার্কেট
বাংলাদেশ ট্রেডিং কমপ্লেক্স, আলআতিয়া মার্কেট
আলশারিফ রেস্তোরাঁ, আলআতিয়া মার্কেট
আলফালাক রেস্তোরাঁ, আলআতিয়া মার্কেট
সাফির ক্যাফেটেরিয়া,মদিনামুররা
আলবুসতান হোটেল, মদিনামুররা
ঢাকা ভিআইপি রেস্তোরাঁ, ওয়াকরা
আসসাওয়াহেল রেস্তোরাঁ, ওয়াকরা
আননামুজাযি রেস্তোরাঁ, মিসাইয়িদ মার্কেট

১২৫ কাতারি রিয়াল
গ্রাহক হোন
১ বছরের জন্য
প্রতি বৃহস্পতিবার সকালে আপনার বাসা, অফিস, প্রতিষ্ঠান কিংবা যেকোনো ঠিকানায় প্রথম আলো পৌঁছে যাবে
গ্রাহক বা এজেন্ট হতে চাইলে যোগাযোগ করুন
5549 2446, 30106828

মাদক পাচারের মামলায় বাংলাদেশি যুবক খালাস

প্রথম আলো ডেস্ক

শুঁটকির চালানের সঙ্গে প্রায় আধা কেজি গাঁজা এবং প্রায় ৬০০ গ্রাম মেথামফেটামিন বড়িসহ প্রবাসী এক বাংলাদেশিকে বাহরাইন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আটক করা হয়েছিল। বিচারে খালাস পেয়েছেন তিনি। খালাস পেয়ে আনন্দে কেঁদে ফেলেন ৩০ বছর বয়সী ওই যুবক। তিনি আদালতে বলেছেন, তাঁর লাগেজে কে এসব মাদকদ্রব্য রেখেছে, তা তিনি জানেন না।

উদ্ধার করা ওই মাদকের বাজারমূল্য অন্তত ১৫ হাজার বাহরাইনি দিনার। কর্তৃপক্ষ শাবু নামের ওই যুবকের লাগেজ খুলে ৩৪৯ গ্রাম গাঁজা এবং মেথামফেটামিন বড়ি উদ্ধার করে। প্লাস্টিকের কৌটায় ভরে সেগুলো শুঁটকির বাক্সে রাখা ছিল। গত বছরের ৬ সেপ্টেম্বর ওই বাংলাদেশি ওই শুঁটকি নিয়ে বাহরাইনে প্রবেশ করেন।

বাহরাইনের ফৌজদারি উচ্চ আদালত ১৭ মে ওই যুবককে মাদক চোরাচালানের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেন। আদালতের রায়ে বলা হয়, শাবু নামের ওই আসামি মাদক চোরাচালানে জড়িত বলে পর্যাপ্ত প্রমাণ মেলেনি। তিনি জানতেন না ওই শুঁটকির বাক্সে মাদক ছিল। বাহরাইনে অবস্থানরত বাংলাদেশি এক ব্যক্তির কাছে এগুলো পৌঁছে দিতে অনুরোধ করা হয়েছিল ওই যুবককে। এ কাজের জন্য তাঁর কাছে বাহরাইনের ভিসা বিক্রি করেন বাংলাদেশের এক ব্যক্তি। তাঁর মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ।

বাহরাইনে গত জানুয়ারিতে আরও দুই বাংলাদেশিকে গাঁজাসহ গ্রেপ্তার করে আদালতে বিচারের পর খালাস দেওয়া হয়। একজনের সুটকেসে ৪০০ গ্রাম এবং আরেকজনের ব্যাগে ১০০ গ্রাম গাঁজা পাওয়া গিয়েছিল।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

পার্লামেন্টের অধিবেশনে আলোচনায় অংশ নেন এমপিরা ● সৌজন্যে ডেইলি ট্রিবিউন

বাহরাইনে ধর্মীয় চিন্তাবিদেরা রাজনীতি করতে পারবেন না

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনে ধর্মীয় চিন্তাবিদ ও রাজনীতিকদের ভূমিকা আলাদা করার পক্ষে রায় দিয়েছেন দেশটির আইনপ্রণেতারা। এখন থেকে দেশটিতে একই সঙ্গে ধর্মীয় চিন্তাবিদ হিসেবে এবং রাজনীতিক হিসেবে ভূমিকা পালন করা যাবে না। বর্তমানে যাঁরা এই দুই ভূমিকায় আছেন, তাঁরা যেকোনো একটি ভূমিকা চালিয়ে যেতে পারেন। তবে কোন ভূমিকা পালন করতে চান, তা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

সম্প্রতি বাহরাইনের আইনপ্রণেতারা ধর্মীয় চিন্তাবিদ ও রাজনীতিকদের ভূমিকা আলাদা করার সিদ্ধান্ত নেন। বিচার ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী শেখ খালিদ বিন আলী আল খলিফার উপস্থিতিতে দীর্ঘ সময় আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান আইনপ্রণেতারা। পাশাপাশি এ-সংক্রান্ত আইনের কিছু অনুচ্ছেদেও সংশোধনী আনা হয়েছে। এতে

বর্তমানে যাঁরা এই দুই ভূমিকায় আছেন, তাঁরা যেকোনো একটি ভূমিকা চালিয়ে যেতে পারেন

বলা হয়েছে, ধর্মীয় চিন্তাবিদেরা 'রাজনৈতিক সমাজের' সদস্য হতে পারবেন না। আইনপ্রণেতারা সুস্পষ্টভাবে একমত হয়েছেন যে, ধর্মীয় চিন্তাবিদেরা রাজনৈতিক কার্যক্রম এবং রাজনৈতিক সমাজ থেকে পৃথক থাকবেন।

আলোচনায় আইনপ্রণেতারা এ বিষয়ে একমত হন যে, বর্তমানে যাঁরা একই সঙ্গে ধর্মীয় চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, তাঁদের যেকোনো একটি বিষয় বেছে নিতে নির্দিষ্ট সময় দিতে হবে। তাঁরা ধর্মীয় চিন্তাবিদ কিংবা রাজনীতিক—যেকোনো একটি ভূমিকা বেছে নিতে পারবেন।

বিচার ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী শেখ খালিদ বিন আলী আল খলিফা বলেন, ধর্মীয় চিন্তাবিদেরা ২০১৪ সালের পার্লামেন্ট ও মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন প্রভাবিত করেছিলেন। জনগণের মানসিকতা পরিবর্তনে তাঁরা ভূমিকা রেখেছিলেন এবং নির্বাচনকে ধর্মীয় আবরণ দিয়েছিলেন।

আলোচনায় কয়েকজন আইনপ্রণেতা বলেন, ধর্মীয় চিন্তাবিদেরা ধর্মীয় প্ল্যাটফর্ম থেকে যে ভূমিকা পালন করছেন, তা বাহরাইনের রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য ক্ষতিকর।

বাহরাইনে ধর্মীয় চিন্তাবিদ ও রাজনীতিকদের ভূমিকা আলাদা করার এই প্রস্তাবের বিপক্ষে কয়েকজন আইনপ্রণেতা কথা বললেও শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতে তা পাস হয়ে যায়।

সূত্র : **ডেইলি ট্রিবিউন**।

ব্রিটিশ নাগরিককে নিয়ে বিপাকে মালিকপক্ষ

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনের রাজধানী মানামার জুফাইর এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপার্টমেন্ট দখল করেছেন একজন ব্রিটিশ নাগরিক। দৈনিক ভাড়ায় তিনি সেখানে বসবাস করছেন তিন বছরের বেশি সময় ধরে। কিন্তু বকেয়া ভাড়া পরিশোধ করছেন না এবং জায়গাটি ছেড়ে দিতেও নারাজ তিনি। বিষয়টি নিয়ে বিপাকে পড়েছে মালিকপক্ষ।

ওই অ্যাপার্টমেন্টের একজন প্রতিনিধি নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ৬৮ বছর বয়সী ব্রিটিশ লোকটি প্রথম দিকে ঠিকমতোই ভাড়া দিতেন। দীর্ঘদিন বসবাসের শর্তে অ্যাপার্টমেন্ট কর্তৃপক্ষ তখন তাঁকে সর্বনিম্ন মূল্যে জায়গাটি ভাড়া দেয়।

২০১৪ সালে ওই ব্যক্তিকে অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে দেওয়ার জন্য ১৫ দিনের সময় দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করেন এবং সেখানে বসবাসের অধিকার দাবি করে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার ইঙ্গিত দেন। অ্যাপার্টমেন্ট কর্তৃপক্ষের একজন কর্মকর্তা বলেন, 'আমরা আর লোকসান দিতে চাই না। তিন বছর পেরিয়ে গেছে, ওই ব্যক্তি বকেয়া ১৪ হাজার ৪০০ বাহরাইনি দিনার পরিশোধ করতে পারেননি। জানি না, তিনি কীভাবে ঘরের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন। বিল বকেয়া থাকায় ১০ দিন আগে সেখানে বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। ফ্ল্যাটের বাইরে তাঁকে কদাচিৎ বেরোতে দেখা যায়। তাঁর সঙ্গে দেখা করতেও সাধারণত কেউ যান না। কেবল পানি পান করে এবং রুটির টুকরা খেয়ে তিনি বেঁচে আছেন বলে অ্যাপার্টমেন্টের একজন কর্মী জানিয়েছেন। ওই ব্যক্তির ঘর থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। তবু তিনি পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ঢুকতে দেন না। কয়েকবার চেষ্টা করেও তাঁর কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। বিষয়টি ব্রিটিশ দূতাবাসকে জানিয়ে আইনি সহায়তা চেয়েছি আমরা।'

সূত্র : **ডেইলি ট্রিবিউন**

উপরে থেকে নেওয় রাজধানী মানামার একটি দৃশ্য ● ছবি : সংগৃহীত

প্রধান প্রধান সড়ক নিয়ে ২০ বছরের পরিকল্পনা

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনের প্রধান সড়ক নেটওয়ার্কগুলো নিয়ে ২০ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি দেশটির নগর পরিকল্পনা-বিষয়ক মন্ত্রী ইসাম খালাফ পার্লামেন্ট সদস্যদের এই তথ্য জানান। তিনি বলেন, নগরায়ণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ট্রাফিক ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে এটা করা হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, সরকারের নেওয়া নতুন প্রকল্পগুলো তখনই বাস্তবায়ন হবে, যখন ওই প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো এ বিষয়ে একমত হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের বিলম্ব ঠেকাতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নগর পরিকল্পনামন্ত্রী ইসাম খালাফ বলেন, 'একটি ফাউন্ডেশন কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। এর আওতায় আগামী ২০ বছর সড়ক নেটওয়ার্ক কেমন হওয়া দরকার, তা ঠিক করা হয়েছে। নগরায়ণ বন্ধ হবে না, জনসংখ্যা বাড়ছে, ট্রাফিক ব্যবস্থাও মাথাব্যথার একটি কারণ। তাই আমাদের প্রয়োজন মূল সমস্যা চিহ্নিত করা এবং সড়কের সমস্যা নিরসন করা। ২০ বছর মেয়াদি এই পরিকল্পনা আমাদের এই বিষয়গুলোতে সহায়তা করবে, যা আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজ করবে।'

ইসাম খালাফ বলেন, নতুন ব্যবস্থায় কাজ হচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সহযোগিতা করলে জনগণই লাভবান হয়। তিনি বলেন, 'আমরা সড়ক ও পয়োনিষ্কাশন লাইন নির্মাণ না করলে সরকারিভাবে তৈরি নতুন ভবনগুলো হস্তান্তর হবে না। বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় সাবস্টেশন বসাতে পারবে না। আলোর ব্যবস্থা করতে পারবে না। একইভাবে অন্য মন্ত্রণালয়গুলোও অন্যান্য কাজ করতে পারবে না। তাই সব মন্ত্রণালয়কে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে। আমরা একসঙ্গে কাজ শেষ করব এবং আবার একসঙ্গে নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু করব।'

মন্ত্রী বলেন, হামাদ টাউন প্রকল্পের সব সেবা নিশ্চিত করার জন্য জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন রয়্যাল কোর্ট। সেখানে নতুন মার্কেট, মসজিদ, যুব ও ক্রীড়া সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। তহবিল অনুমোদন অনুযায়ী এসব জমি শিগগিরই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে হস্তান্তরের কাজ শুরু হবে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**।

মানামায় যুবলীগ নেতার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অতিথিরা ● প্রথম আলো

রাঙ্গুনিয়ার যুবলীগ নেতাকে সংবর্ধনা

বাহরাইন প্রতিনিধি

রাজধানী মানামার ওরিয়েন্টাল হোটেল মিলনায়তনে ২০ মে রাতে বাহরাইন শাখা শ্রমিক লীগের উদ্যোগে মহান মে দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। একই অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলা যুবলীগের সভাপতি শামসুদ্দোহা সিকদারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

বাহরাইন শাখা শ্রমিক লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ফজলুল হক তালুকদার ও সাংগঠনিক সম্পাদক মাকসুদুর রহমানের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আইয়ুবুর রহমান। প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলা যুবলীগের সভাপতি শামসুদ্দোহা সিকদার। প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ সমাজের সভাপতি ফজুলল করিম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন বাহরাইন শাখা আওয়ামী লীগের সভাপতি জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর, সাধারণ সম্পাদক এম এ হাসেম, বাংলাদেশ সমাজের সাধারণ সম্পাদক ইমাম হোসেন, জালালাবাদ কমিউনিটির সভাপতি মোহাম্মদ কয়েছ আহমেদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি মোস্তফা কামাল, স্বেচ্ছাসেবক লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বাবুল মজুমদার, সৌদি আরব শাখা বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী কাওছার আহমদ।

সভায় বক্তারা মহান মে দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। প্রবাস জীবনে মে দিবসের চেতনা ও শ্রমিকদের ন্যায্য দাবির সংগ্রামের আদর্শ নিয়ে এগিয়ে চলার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শামসুদ্দোহা বলেন, 'বর্তমান সরকার শ্রমিকবান্ধব। তিনি বাংলাদেশে পোশাকশ্রমিকসহ অন্যান্য খাতের শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা ও বেতন-ভাতা বৃদ্ধিতে শেখ হাসিনার সরকারের বিশেষ অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, এভাবে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে বেশি দিন সময় লাগবে না। জামায়াত-বিএনপিসহ স্বাধীনতাবিরোধীরা দেশের উন্নয়ন চায় না বলে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করে। তাই প্রবাসীদের সজাগ থাকতে হবে।'

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল প্রবাসী সমাজের সভাপতি মাহবুবুল আলম, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মিসবাহ আহমেদ, বাহরাইন শাখা বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আমির হোসেন, যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মজিবুর রহমান, সহসভাপতি সানোয়ার হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক শরীফুল ইসলাম, শ্রমিক লীগের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ও রাস রুম্মান শাখার সভাপতি আবুল হাসেম জমাদার, সহসভাপতি এমদাদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সালেহ আহমেদ, স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সম্পাদক নূর কামাল, রুবেল মাহমুদ, ফরহাদ হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক খলিল শেখ, বিষ্ণুপদ দেব, হেলাল আহমেদ, মানামা মহানগর শাখা শ্রমিক লীগের সভাপতি লিটন মাহমুদ, জিদহাফস শাখার সভাপতি জাবেদ হোসেন, সালমাবাদ শাখার সভাপতি দেলোয়ার মোল্লা, হামাদ টাউন শাখার সভাপতি আবদুল জলিল শেখ, সাধারণ সম্পাদক মাহামুদুল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন প্রমুখ।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে বাহরাইন শাখা আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, শ্রমিক লীগসহ নানা সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গ্লোবাল বেস্ট টু ইনভেস্ট অ্যাওয়ার্ড পেল বাহরাইন

প্রথম আলো ডেস্ক

বিনিয়োগের জন্য মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা অঞ্চলের মধ্যে সেরা স্থান হিসেবে 'গ্লোবাল বেস্ট টু ইনভেস্ট অ্যাওয়ার্ডস' পুরস্কার পেয়েছে বাহরাইন। আর উপসাগরীয় আরব অঞ্চলের (জিসিসি) চারটি দেশের মধ্যে প্রথম হয়েছে বাহরাইন। পরবর্তী স্থানগুলো পেয়েছে যথাক্রমে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) দ্বিতীয়, সৌদি আরব চতুর্থ ও ওমান পঞ্চম।

মূলধন বিনিয়োগ, ব্যবসায়িক সম্প্রসারণ এবং এফডিআইয়ের ভিত্তিতে ব্যবসার জন্য সেরা দেশ নির্বাচন করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের প্রতিবেদন, জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচক এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধির ভিত্তিতে এ নির্বাচন-প্রক্রিয়া শেষ করে পুরস্কার দেওয়া হয়।

পুরস্কার প্রসঙ্গে মন্তব্যে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের (ইডিবি) প্রধান নির্বাহী খালিদ আল রুমাইহি বলেন, বাহরাইন এ মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার পাওয়ায় ইডিবি সন্তুষ্ট। এতে দেশটির কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার প্রমাণ মেলে। এ জন্য ধন্যবাদ তাদের প্রাপ্য।

হেরিটেজ ফাউন্ডেশন ২০১৬ সালের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের মধ্যে বাহরাইন সবচেয়ে স্বাধীন অর্থনীতির দেশ।

সূত্র : **ডেইলি ট্রিবিউন**

জিসিসিভুক্ত দেশে আর দেখা যাবে না ইরানি কার্পেট ● সৌজন্যে গালফ ডেইলি নিউজ

জিসিসিভুক্ত দেশে ইরানি পণ্য নিষিদ্ধ

প্রথম আলো ডেস্ক

উপসাগরীয় আরব অঞ্চলের দেশগুলোতে (জিসিসি) ইরানি পণ্য বেচাকেনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এসবের মধ্যে ইরানি কার্পেট বা গালিচাও রয়েছে। ফলে জাপানি কার্পেট এখন দ্রুত জিসিসির বাজার দখল করে নিচ্ছে।

জিসিসি ফেডারেশন অব চেম্বারস এক প্রজ্ঞাপনে বাহরাইন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিকে (বিসিসিআই) ইরানি পণ্যের বেচাকেনা বন্ধ রাখতে বলেছে। ইরানের সঙ্গে বাহরাইনের কূটনৈতিক সম্পর্ক এখনো আছে বলেই বিসিসিআই এ নির্দেশনা দিয়েছে। কিন্তু সৌদি আরব গত জানুয়ারিতে থেকে ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বন্ধ রেখেছে। তেহরানে সৌদি দূতাবাস এবং মাশাদে সৌদি কূটনৈতিক দপ্তরে (কনস্যুলেট) হামলা হওয়ার পর রিয়াদের কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত

সৌদি আরব গত জানুয়ারি থেকে ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বন্ধ রেখেছে

নেয়। জিসিসির অন্য দেশগুলোর মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) সঙ্গে ইরানের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। আর কুয়েত ও কাতার ইতিমধ্যে তেহরান থেকে নিজ নিজ রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

বিসিসিআইয়ের বোর্ড সদস্য এবং পরিবহন ও কৌশলগত কমিটির প্রধান আবদুল হাকিম আল-শেমারি বলেন, জিসিসি ফেডারেশন অব চেম্বারসের প্রজ্ঞাপনে বিসিসিআইকে বলা হয়েছে, ইরান থেকে কোনো পণ্যের চালান গ্রহণ করা যাবে না। বাহরাইনের ব্যবসায়ীদের এ কথা বিসিসিআইয়ের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপ জিসিসির ঐক্যের ইঙ্গিতই দেয়।

বাহরাইনে সৌদি অ্যারাবিয়ান বিজনেস কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট আল-শেমারি আরও বলেন, সৌদি আরবের সঙ্গে ইরানের বাণিজ্যের পরিমাণ কম। আর এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ফলে বাহরাইনের অর্থনীতিতেও খুব বড় প্রভাব পড়বে না। আর জিসিসির দৃঢ়তা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ইরানি পণ্য বেচাকেনা বন্ধ করাটা গুরুত্বপূর্ণ।

বাহরাইনের বাজারে ইরানি ফলমূল, বাদাম, শাকসবজি, গোলাপজল ও কার্পেট বেশি বিক্রি হতো। চলতি বছরের শুরুর দিকে সৌদি আরব ইরান থেকে সব ধরনের পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

দুই ধরনের নতুন ভিসার ঘোষণা দিল বাহরাইন

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইন নতুন দুই ধরনের ভিসার ঘোষণা দিয়েছে। আরেক ধরনের ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। পর্যটক ও বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে দেশটি।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স খলিফা বিন সালমান আল খলিফার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে নতুন ওই ভিসার বিষয়টি প্রকাশ করা হয়।

এর আগে ক্রাউন প্রিন্স সালমান বিন হামাদ আল খলিফার নেতৃত্বে নির্বাহী কমিটি ওই দুই প্রকার নতুন ভিসা ও আরেক প্রকার ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ জমা দেয়।

নতুন এই ভিসা পদ্ধতির আওতায় একবার বাহরাইনে প্রবেশের জন্য ভিসা (সিঙ্গেল এন্ট্রি ভিসা) ইস্যু করা যাবে। ৫ বাহরাইনি দিনারের বিনিময়ে অনলাইনে কিংবা প্রবেশের সময়ে ওই ভিসা নিতে পারবেন বিদেশিরা। এভাবে ভিসা নিয়ে ঢুকলে সেই পর্যটক বাহরাইনে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত অবস্থান করতে পারবে।

৮৫ বাহরাইনি দিনারের বিনিময়ে যদি কোনো বিদেশি ভিসা নেন, তাহলে তিনি এক বছরের মধ্যে যতবার খুশি (মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা) বাহরাইনে ঢুকতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ৯০ দিন বাহরাইনে অবস্থান করতে পারবেন। এই ভিসা শুধু অনলাইনে পাওয়া যাবে।

৫ বাহরাইনি দিনারের বিনিময়ে অনলাইনে কিংবা প্রবেশের সময়ে ওই ভিসা নিতে পারবেন বিদেশিরা

বাহরাইনের মন্ত্রিপরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল ইয়াসির আল নাসের বলেন, মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসাধারী যাঁদের মেয়াদ তিন মাস রয়েছে, নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা বাহরাইনে এক মাস অবস্থান করতে পারবেন। এর আগের নিয়ম অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে ভিসাধারীরা দুই সপ্তাহ অবস্থান করতে পারতেন।

এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মন্ত্রিপরিষদের এই বৈঠকে। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বুহাইরে শ্রমশিবিরগুলোতে আইন লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো খতিয়ে দেখতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্দেশ দেন। আল শাবাব ক্লাবের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতেও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

অগ্নিকাণ্ড রিপার দক্ষিণ আলবা এলাকায় পুরোনো গাড়ি রাখার জায়গায় ২১ মে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ সময় ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখা যায়। দমকল বাহিনীর ৬০ জন সদস্য ২০টি গাড়ি নিয়ে কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ওই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চলছে ● সৌজন্যে ডেইলি ট্রিবিউন

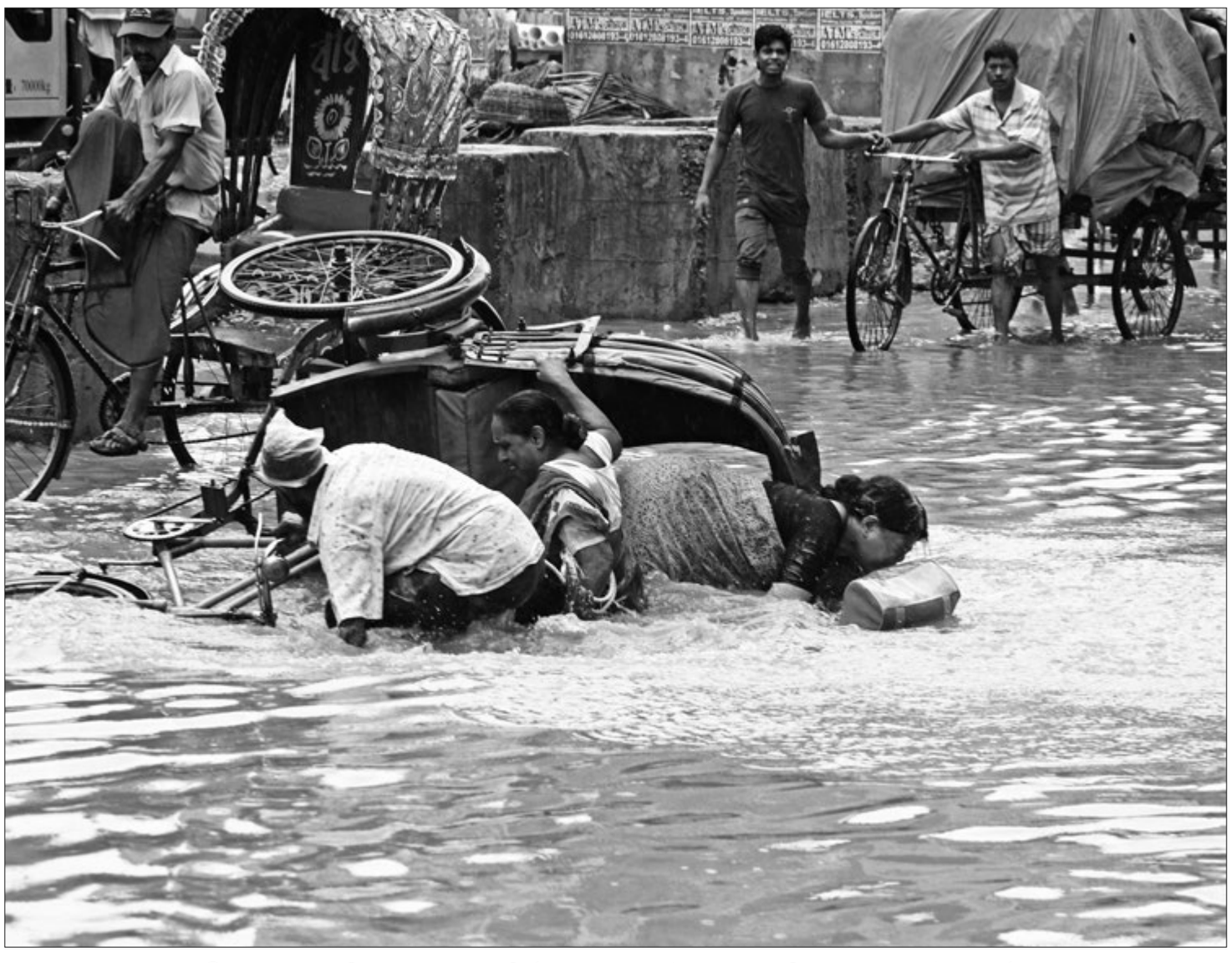

উল্টে গেল রিকশা রাজধানীর মগবাজার-মালিবাগ ওড়ালসড়কে নির্মাণকাজের জন্য ওই এলাকার বেশির ভাগ সড়ক কাটা ও গর্ত করা হয়েছে। রোয়ানুর প্রভাবে ঢাকাসহ সারা দেশে ব্যাপক বৃষ্টি হয়েছে। ২১ মে ভোর থেকে দিনভর বৃষ্টির কারণে মালিবাগের সড়কসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার সড়কে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। পানির নিচে থাকায় দেখা যাচ্ছিল না সড়কের গর্ত। ফলে গর্তে পড়ে যাত্রীসহ উল্টে যায় রিকশা ● প্রথম আলো

দুই প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক

সহযোগিতা বাড়াতে সম্মত ঢাকা-সোফিয়া

প্রথম আলো ডেস্ক

অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়াতে বাংলাদেশ ও বুলগেরিয়া একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করতে একমত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী বোইকো বরিসভের মধ্যে ২০ মে সকালে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে এ ঐকমত্য হয়। বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকের পর পররাষ্ট্রসচিব মো. শহীদুল হক ও প্রধানমন্ত্রীর প্রেসসচিব ইহসানুল করিম যৌথভাবে সাংবাদিকদের এ বিষয়ে জানান। তাঁরা বলেন, আনুষ্ঠানিক আলোচনার আগে দুই প্রধানমন্ত্রী একান্ত বৈঠক করেন। এতে তাঁরা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও উন্নত করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। দুই প্রধানমন্ত্রী দ্বিপক্ষীয় বিষয়ের বাইরেও আন্তর্জাতিক শান্তি ও শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অবদানের বিষয়ে আলোচনা করেন।

পররাষ্ট্রসচিব বলেন, আনুষ্ঠানিক বৈঠকে চারটি ক্ষেত্র বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও সাধারণ ব্যবসা, তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে (আইসিটি) বিনিয়োগ, কৃষি ও পর্যটন খাতে সহযোগিতা।

শহীদুল হক বলেন, বুলগেরিয়া আইসিটি ও কৃষি খাতে অনেক এগিয়ে রয়েছে। তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব খাতে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং দেশব্যাপী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে আইটি ও কৃষি খাতে বিনিয়োগ কামনা করেছেন।

চার দলিলে স্বাক্ষর : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের পর বাংলাদেশ ও বুলগেরিয়ার মধ্যে গতকাল চারটি দলিল স্বাক্ষরিত হয়। অর্থনীতি, বাণিজ্য ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে একটি চুক্তি, তিনটি সমঝোতা স্মারকসহ মোট চারটি দলিল স্বাক্ষরিত হয়।

শেখ হাসিনা

২০ মে সকালে সোফিয়ার মন্ত্রিপরিষদে এই দলিল স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে দুই প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। স্বাক্ষরিত তিনটি সমঝোতা স্মারক হচ্ছে : দুই সরকারের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, বুলগেরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডিপ্লোম্যাটিক ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশের ফরেন সার্ভিস একাডেমির মধ্যে সহযোগিতা এবং বুলগেরিয়ার স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস প্রমোশন একাডেমি ও বাংলাদেশের এসএমই ফাউন্ডেশনের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে সহযোগিতা।

এ ছাড়া দুই দেশের সর্বোচ্চ ব্যবসায়ী সমিতি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) ও বুলগেরিয়ার চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিআই) মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

প্রবাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ১৯ মে রাতে সোফিয়ার হোটেল মারিনেলায় সাক্ষাৎ করেন বুলগেরিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতিনিধিরা। সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে সাম্প্রতিক গুপ্তহত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, 'বিচ্ছিন্ন যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, সেগুলো পরিকল্পিত। যুদ্ধাপরাধীর বিচার বানচালের ষড়যন্ত্রেই এসব ঘটানো হচ্ছে। কিন্তু যারা এ ধরনের কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে তাদের এরই মধ্যে আমরা গ্রেপ্তার করতে শুরু করেছি।'

প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে বাংলাদেশিদের নানা সমস্যার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং শিগগিরই বুলগেরিয়ায় তাঁরা যাতে কনস্যুলার সার্ভিস-সুবিধা পান, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন।

এ সময় বুলগেরিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আল্লামা সিদ্দিকী আগামী জুনের মধ্যে বুলগেরিয়ায় প্রবাসীদের ভিসাসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধানে কনস্যুলার টিম প্রেরণ করে কনস্যুলার সার্ভিস চালুর আশ্বাস দেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলী, মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকী উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী 'গ্লোবাল উইমেন লিডার্স ফোরামে' যোগদান শেষে বুলগেরিয়া থেকে ২১ মে সকালে দেশে ফিরেন। সূত্র : **বাসস**

সিঙ্গাপুরে পানশালায় বাংলাদেশি নারী পাচার

জড়িত দম্পতির ১০ বছর কারাদণ্ড হতে পারে

প্রথম আলো ডেস্ক

বাংলাদেশি সাত নারী শ্রমিক পাচারের ঘটনায় সিঙ্গাপুরে অভিযুক্ত হয়েছেন এক দম্পতি। মানব পাচার প্রতিরোধ আইনের আওতায় দেশটিতে এই প্রথম কাউকে অভিযুক্ত করা হলো। ২০ মে সিঙ্গাপুরের মানবসম্পদ মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সিঙ্গাপুরের নাগরিক বলকৃষ্ণান (৫২) ও তাঁর নেপালি স্ত্রী খেমা বাত্তার (২৯) বিরুদ্ধে অভিযোগে বলা হয়েছে, তাঁরা সিঙ্গাপুরে 'তারানা' নামের একটি পানশালার পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। তাঁদের এই পানশালায় সাত বাংলাদেশি নারী কাজ করতেন। এই বাংলাদেশিরা মানব পাচারের শিকার এবং বলকৃষ্ণান-খেমা দম্পতি এই পাচারপ্রক্রিয়াকে সহযোগিতা করেছেন।

সিঙ্গাপুরের 'মানব পাচার প্রতিরোধ আইন-২০১৪' অনুযায়ী, আদালতে অপরাধ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ এক লাখ সিঙ্গাপুরি ডলার জরিমানাসহ ওই দম্পতির সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

এ ছাড়া পানশালা থেকে উদ্ধার করা সাত বাংলাদেশি নারীকে সিঙ্গাপুরের মানবসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমাদের কর্মকর্তারা নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ করে তাঁদের শারীরিক ও মানসিক বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন। তাঁদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া পুনর্বাসনে সহায়তা দিতে সরকারের অস্থায়ী কর্মসংস্থান পরিকল্পনার (টিজেএস) আওতায় তাঁদের জন্য অন্তর্বর্তী কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

সূত্র : **স্ট্রেইটস টাইমস**

সংলাপের সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে বাংলাদেশ

রাহীদ এজাজ

- অংশীদারত্ব সংলাপে গুরুত্ব পাবে নিরাপত্তা সহযোগিতা
- নিজেদের কূটনীতিকদের নিরাপত্তা নিয়ে বিচলিত ওয়াশিংটন

বাংলাদেশে আইএস ও আল-কায়েদার উপস্থিতি আছে নাকি নেই, এই তর্কে আটকে না থেকে যুক্তরাষ্ট্র এ মুহূর্তে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ফলে বাংলাদেশও এ প্রক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিরাপত্তা সহযোগিতাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করছে। আর এবারই প্রথম সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছে বাংলাদেশ।

নিশা দেশাই বিসওয়ালসহ মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের তিন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার সফরের সময় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ওয়াশিংটনকে এই ইতিবাচক মনোভাবই জানানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপে এ কথা জানা গেছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা মনে করছেন, সামগ্রিক এ পরিস্থিতির কারণে আগামী মাসে অনুষ্ঠেয় দুই দেশের অংশীদারত্ব সংলাপেও সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনের প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্ব পাবে। আগামী ২৪ ও ২৫ জুন ওয়াশিংটনে দুই দেশের পঞ্চম অংশীদারত্ব সংলাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেন, গত মাসে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার কর্মকর্তা জুলহাজ মান্নান হত্যার পর বাংলাদেশে নিজেদের কূটনীতিকদের নিরাপত্তা নিয়ে কিছুটা বিচলিত ওয়াশিংটন। ওই তিন কর্মকর্তার সফরের সময় কোন কোন ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সহযোগিতা নেওয়া হবে, 'প্রয়োজনীয়তার মূল্যায়নের' পর বাংলাদেশ তা সুনির্দিষ্টভাবে জানিয়েছে। আলোচনায় বাংলাদেশ সাইবার নিরাপত্তার অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারের ব্যবহার, তথ্য আদান-প্রদান ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সামর্থ্য বাড়াতে প্রশিক্ষণের কথা তুলেছে।

জানতে চাইলে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ন কবীর ২০ মে সকালে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'জাতীয় স্বার্থের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের মতো বৈশ্বিক সমস্যা মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে আমাদের নিজেদের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন প্রয়োজন। এরপর আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বন্ধুরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতাকে বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া যায়।'

গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা ইউএসএআইডির কর্মকর্তা জুলহাজ মান্নান ও তাঁর বন্ধু মাহবুব তনয়ের হত্যাকাণ্ডের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি। ওই ফোনালাপের ধারাবাহিকতায় হত্যার তদন্তের সর্বশেষ অগ্রগতি এবং নিরাপত্তা সহযোগিতা নিয়ে কথা বলতে ঢাকায় আসেন মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিশা দেশাই বিসওয়াল। তাঁর সফরের সময় আলোচনায় দুই দেশের মধ্যে যেসব বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে, তা বাস্তবায়নে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনার জন্য ঢাকা সফর করেন মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক মুখ্য উপসহকারী মন্ত্রী উইলিয়াম টড। এরপর মার্কিন কূটনীতিকদের নিরাপত্তা পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে ১৭ মে দুই দিনের সফরে ঢাকায় আসেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কূটনৈতিক নিরাপত্তাবিষয়ক সহকারী মন্ত্রী গ্রেগরি স্টার। এই তিন কর্মকর্তা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বাংলাদেশে ওবামা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিরাপত্তায় সরকারের নেওয়া পদক্ষেপে তাঁরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা দেওয়ার কথাও জানান তাঁরা।

ঢাকার কর্মকর্তারা মনে করছেন, মার্কিন কূটনীতিকদের নিরাপত্তায় বাংলাদেশের পদক্ষেপে যুক্তরাষ্ট্র সন্তুষ্ট। সেই সঙ্গে জুলহাজ মান্নান হত্যায় জড়িত একজনকে গ্রেপ্তারের খবর তাঁদের কিছুটা হলেও আশ্বস্ত করেছে। এরপরও ৯/১১-পরবর্তী বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের বিস্তার, লিবিয়ায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নির্মম হত্যার অভিজ্ঞতায় জুলহাজের মৃত্যু বাংলাদেশে মার্কিন কূটনীতিকদের নিরাপত্তা নিয়ে ওয়াশিংটনকে ভাবিয়ে তুলেছে।

জানতে চাইলে নিরাপত্তা বিশ্লেষক এয়ার কমোডর (অব.) ইশফাক এলাহী চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের ও বিদেশি নাগরিকদের হতাহত করতে যেসব জঙ্গিবাদী হামলা ঘটছে, তা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে বাংলাদেশের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়তে থাকবে। তাই এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধে আমাদের সাবধান হতে হবে। বিভিন্ন দেশের সহযোগিতা নেওয়ার ব্যাপারে কোনো রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব রাখা ঠিক হবে না।' তাঁর মতে, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে ভারত ও মিয়ানমারকে নিয়ে আঞ্চলিক এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোকে নিয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করা উচিত।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে সহযোগিতা নিবিড় করার ব্যাপারে দুই দেশ সম্মত হলেও এখনই নতুন করে কোনো চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক সই হচ্ছে না। ২০১৩ সালের অক্টোবরে দুই দেশের মধ্যে সই হওয়া 'বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদ সহযোগিতা উদ্যোগ' শীর্ষক সমঝোতা স্মারকের আওতায় দুই দেশ নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা আরও বাড়াবে।

ওই সমঝোতা স্মারকে সন্ত্রাসবাদ, আন্তসীমান্ত অপরাধ ও সন্ত্রাসী সংগঠনের বিস্তৃতি রোধ করতে দুই দেশ জোরালো অঙ্গীকার করেছে। এতে কার্যকরভাবে সন্ত্রাসবাদ দমনে আধুনিক কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সামর্থ্য বাড়ানো, মুদ্রা পাচার ও সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন রোধ, পারস্পরিক অনুরোধের ভিত্তিতে সমন্বিত সাইবার অপরাধ রোধে নিরাপত্তা এবং বন্দর ও সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত, নীতিমালা প্রণয়নের সমীক্ষায় সহযোগিতার পাশাপাশি সন্ত্রাসী হামলা-পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় অভিজ্ঞতা বিনিময়ের কথা বলা হয়েছে। এর পাশাপাশি পারস্পরিক সম্মতিতে ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নিয়ে আলোচনার উল্লেখ আছে ওই সমঝোতা স্মারকে।

রোয়ানুতে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক রোয়ানুর প্রভাবে প্রায় তিন দিন চট্টগ্রামে প্রচুর বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি ও জোয়ারের পানিতে চট্টগ্রাম নগরসহ পতেঙ্গা এলাকার বেশির ভাগ সড়ক ডুবে যায়। পানি নেমে যাওয়ার সময় স্রোতের তোড়ে বিমানবন্দর সড়কটির কিছু অংশ ভেঙে যায়। ২১ মে বিকেলে নেভাল এলাকা থেকে তোলা ● প্রথম আলো

মা-ছেলের 'যুদ্ধজয়'

আশরাফ উল্লাহ, চট্টগ্রাম

জন্মের প্রথম বছর ঘটা করেই হলো রাফসানের জন্মদিন। হই হুল্লোড় করে বাচ্চারা বেশ মজা করেছে। কিন্তু এত সব হুল্লোড়ের মধ্যে মায়ের মনে খটকা। ডাকলে শোনে না ছেলে। খচখচ করে মায়ের মন। বছর বাড়তে শঙ্কা চেপে বসল মনে—'তবে কী ছেলে শুনতে পায় না'। শেষ পর্যন্ত শঙ্কাই সত্য হলো। চিকিৎসকের জানালেন, রাফসান কানে শোনে না, গলার স্বর ঠিক থাকলেও কথা বলতে পারছে না কানের সমস্যার কারণে। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে মায়ের।

ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়ানোর সংকল্প করেন মা। ছেলে শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী হয়েছে তাতে কী! অনেক কিছুই করার আছে তার—এভাবে শুরু মায়ের যুদ্ধ, যার প্রমাণ হাতে হাতে দিয়েছে রাফসান। এবারের এসএসসি পরীক্ষায় সে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে জিপিএ-৪ পেয়েছে। গত সোমবার রাফসানুল হককে নিয়ে প্রথম আলো চট্টগ্রাম কার্যালয়ে আসেন মা রুবিনা পারভীন হক। শোনান তাঁর যুদ্ধজয়ের গল্প।

শুরুতেই ফিরে যান সেই দিনগুলোতে। বললেন, 'রাফসান আমার একমাত্র সন্তান। জন্মের পর সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল। সব উলটপালট করে দেয় চার মাস বয়সে হওয়া টাইফয়েড। প্রচণ্ড জ্বর হয় রাফসানের। এরপর ভালোও হয়েছে। কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে। এক বছর বয়স থেকে বিষয়টা আমার চোখে ধরা পড়ে। তারপরও মনে হয়েছে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আর ঠিক হয়নি।' এইটুকু বলে থামেন পারভীন। চোখে পানি তখন টলমল। মায়ের চোখের পানি দেখে পাশের বসা রাফসান হাসিমুখে মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। আশ্বস্ত করে ইশারায়। পারভীন চোখের পানি মুছে স্বাভাবিক হন।

শ্রবণ ও বাকপ্রতিবন্ধী রাফসানুল হক এবারের এসএসসি পরীক্ষায় পেয়েছে জিপিএ-৪। ছেলেকে এগিয়ে নিতে মা রুবিনা পারভীন হকের চেষ্টা নিরন্তর ● প্রথম আলো

আবার শুরু করেন। বললেন, যখন জানলাম ছেলে শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী, তখন থেকেই জীবনধারা পাল্টে ফেললাম। স্বল্প আয়ের সংসারেও ছেলের জন্য আলাদা সবকিছু করতে লাগলাম। ঘরেই শুরু করলাম তাঁর পড়াশোনা। পাঁচ বছর বয়সে ভর্তি করালাম মুরাদপুর মূক ও বধির স্কুলে। সেখান থেকে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় পাস করলে ভর্তি করাই মুরাদপুরের রহমানিয়া উচ্চবিদ্যালয়ে। সেখান থেকেই জেএসসি ও এসএসসি পাস করেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সর্বাত্মক সাহায্য করেছেন।'

রহমানিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক এ কে এম আলমগীর কবির বলেন, 'রাফসান ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই আমার কাছে পড়েছে। ইশারায় তাকে বুঝিয়ে দিতাম। সে দ্রুত সবকিছু আয়ত্ত করতে পারত। পড়ার প্রতি ভীষণ আগ্রহ তার। অবশ্য রাফসানের এই সাফল্যের পুরোটাই মায়ের কৃতিত্ব। ঘরে তার মা পড়াগুলো তাকে ইশারায় আরও ভালোভাবে বুঝিয়ে দিত। আমি অন্য মায়েদের বলব, সন্তান প্রতিবন্ধী হলেই বোঝা নয়। রাফসান তার প্রমাণ।'

রাফসানদের সংসারে একমাত্র উপার্জনক্ষম বাবা মোজাম্মেল হক। তিনি নগরের একটি বিপণিকেন্দ্রের দোকানের বিক্রয়কর্মী। মুরাদপুরের একটি পাঁচতলা ভবনের চিলেকোঠায় দুই কামরার ঘরে তাদের বসবাস। আয়ের অর্ধেকই ব্যয় হয়ে যায় রাফসানের পেছনে। বাকিটা দিয়ে টেনেটুনে চলে সংসার। অবশ্য রাফসান পড়ার জন্য পেয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট বৃত্তি। এ ছাড়া এ কে খান ফাউন্ডেশনও সব সময় বৃত্তি দিয়ে যাচ্ছে তাকে।

এ কে খান ফাউন্ডেশনের বিভাগীয় সমন্বয়কারী আবুল বাসার বলেন, 'রাফসান যত দিন পড়বে আমরা তাকে বৃত্তি দিয়ে যাব। তার মতো প্রতিভাবানদের খুঁজে বের করা আমাদের দায়িত্ব।'

শুধুই যে পড়ায় থাকে রাফসান তা নয়, ভালো ছবিও আঁকে সে। তার আগ্রহের বিষয় প্রাকৃতি আর মানুষের মুখ। ইতিমধ্যে শিল্পকলা একাডেমিতে তার একটি প্রদর্শনীও হয়েছে। এ ছাড়া কম্পিউটার গ্রাফিকসের কাজও শিখছে এখন। পারভীন বলেন, 'ঘর ভর্তি তার ছবিতে। পড়ার বাইরে যা সময় থাকে তাতে শুধু ছবিই আঁকে।'

মায়ের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে এক টুকরো কাগজে লিখে রাফসানের কাছে জানতে চাই, বড় হয়ে কী হবে? উত্তরে রাফসান লেখে, 'গ্রাফিকস ডিজাইনার হব। আর বিবিএ পড়ব।'

রাফসানকে নিয়ে মায়েরও অনেক স্বপ্ন। তিনি বলেন, 'আমি হারার পাত্র নই। ছেলেকে পড়াশোনা করে অনেক বড় করব। এই আশা নিয়ে বেঁচে আছি।'

পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিং

বাংলাদেশে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন চায় যুক্তরাষ্ট্র

প্রথম আলো ডেস্ক

বাংলাদেশ নিয়ে উদ্বেগ আছে জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, তারা এখনো বাংলাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেখতে চায়। এ ছাড়া মত প্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা দেখতে আগ্রহী।

১৮ মে ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে যুক্তরাষ্ট্রের এই অবস্থানের কথা তুলে ধরেন দপ্তরের মুখপাত্র জন কারবি।

সংবাদ ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মূলত দুটি প্রশ্ন করা হয় মুখপাত্র কারবিকে। এর একটি মার্কিন সাহায্য সংস্থা ইউএসএআইডির কর্মকর্তা নিহত জুলহাজ মান্নানের ঘটনা এবং অপরটি বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন নিয়ে।

জুলহাজ মান্নানকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় বাংলাদেশ সরকারের তরফে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং এ হত্যাকাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কী হালনাগাদ তথ্য আছে—জানতে চাওয়া হলে জন কারবি বলেন, এ নিয়ে তাঁর কাছে হালনাগাদ তথ্য নেই।

দ্বিতীয় প্রশ্নে এক সাংবাদিক উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত একতরফা নির্বাচনের পর দুই বছর পার করে দিয়েছে সরকার। দেশে নেই মত প্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা। চলছে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড। নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্র সবাইকে নিয়ে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের আহ্বান জানিয়েছিল। এখন এসব ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান কী?

> চাই, মানবাধিকার রক্ষা, মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা
>
> **জন কারবি**
> মুখপাত্র
> মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

জবাবে জন কারবি বলেন, '...অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আমরা এখনো চাই, বাংলাদেশের জনগণ যেন একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নিজেদের অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। চাই, মানবাধিকার রক্ষা, মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা। যেমনটা আমরা চাই বিশ্বের অন্য স্থানেও। তাই, এ বিষয়গুলোতে আমাদের এখনো প্রকৃত উদ্বেগ রয়েছে এবং এর পরিবর্তন হয়নি।'

পুলিশ পরিচয়ে প্রবাসীকে অপহরণ মুক্তিপণ আদায়

নিজস্ব প্রতিবেদক

পুলিশ পরিচয় দিয়ে চার ব্যক্তি রিপন শিকদার (৩৫) নামের এক মালয়েশিয়াপ্রবাসীকে রাজধানী থেকে অপহরণ করে মুন্সিগঞ্জে আটকে রেখে তাঁর স্বজনদের কাছ থেকে বিকাশের মাধ্যমে মুক্তিপণ নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অপহরণকারীদের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে ওই প্রবাসী রিপন ১৯ মে রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অপহৃত রিপন শিকদার *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি মালয়েশিয়াপ্রবাসী। সেখান থেকে ২৪ এপ্রিল দেশে ফেরেন। ১৭ মে তাঁর ছোট ভাই শিমুলের মালয়েশিয়ায় যাওয়ার কথা ছিল। এ কারণে তিনি শিমুলকে নিয়ে ১৭ মে ফকিরাপুলে আল আমিন আবাসিক হোটেলের একটি কক্ষে ওঠেন। পর দিন ১৮ মে বিকেল চারটার দিকে সাদা পোশাকে চার ব্যক্তি এসে নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে তাঁদের সঙ্গে যেতে বলেন। এ সময় হোটেলের কক্ষে শিমুল ছিলেন না।

রিপন শিকদার বলেন, পুলিশ পরিচয়দানকারীরা প্রথমে তাঁকে যাত্রাবাড়ীতে নিয়ে যান। সেখান থেকে ১৮ মে সন্ধ্যার পর তাঁকে মুন্সিগঞ্জের পুরাতন আদালতপাড়ার কাছে একটি বাসায় আটকে রেখে মারধর করেন। এ সময় পুলিশ পরিচয়দানকারীরা তাঁর কাছে থাকা ৩০ হাজার টাকা ও ১০০ মার্কিন ডলার ছিনিয়ে নেন। পরে রিপন শিকদারকে দিয়ে তাঁর স্বজনদের ফোন করিয়ে বিকাশের মাধ্যমে তাঁদের কাছ থেকে ৭০ হাজার টাকা নেন।

সংক্ষেপ

বাড়িতে গাছ লাগালে কর রেয়াত

বাড়ির ছাদ ও আঙিনায় গাছ লাগিয়ে অক্সিজেনের ব্যবস্থা করলে ১০ শতাংশ হোল্ডিং ট্যাক্স রেয়াত পাবেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বাসিন্দারা। মেয়র সাঈদ খোকন ১৯ মে সকালে লালবাগের শহীদ নগরের আদা গলিতে এক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন। দায়িত্ব গ্রহণের এক বছর পূর্তি এবং আদা গলিতে একটি পানির পাম্পের উদ্বোধন উপলক্ষে এই আলোচনা সভার আয়োজন করে ডিএসসিসির ২৪ নম্বর ওয়ার্ড। আলোচনা সভায় নাগরিকদের কাছ থেকে নানা সমস্যার কথা শোনেন মেয়র। পরে তিনি বলেন, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের চারটি খেলার মাঠ সংস্কারে ইতিমধ্যে ২ কোটি ৫৭ লাখ টাকা ব্যয় ধরে প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব তা সমাধান করা হবে। তিনি বলেন, নিজের ঘরের মতো শহরটাকে সবাই মিলে পরিষ্কার রাখতে হবে। ময়লা নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ফেলতে হবে।

● নিজস্ব প্রতিবেদক

রমজানে ব্যাংকে নতুন সময়সূচি

আসন্ন রমজান মাসের জন্য ব্যাংকের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। নতুন সময় অনুযায়ী রমজানে প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত লেনদেন হবে। এর মধ্যে বেলা ১টা ১৫ মিনিট থেকে দেড়টা পর্যন্ত নামাজের বিরতি থাকবে। বাংলাদেশ ব্যাংক ১৯ মে এ-সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে ব্যাংকগুলোতে পাঠিয়েছে। সাধারণ সময়ে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ব্যাংকে লেনদেন হয়। আর ব্যাংকারদের অফিস সময় থাকে সকাল ১০টা থেকে ৬টা পর্যন্ত। প্রতিবছরই রমজান মাসে অফিস ও লেনদেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সাধারণ সময়ের মতো পবিত্র রমজান মাসেও শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকবে। আর রোববার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ব্যাংক খোলা থাকবে। তবে লেনদেন হবে আড়াইটা পর্যন্ত।

● নিজস্ব প্রতিবেদক

বাল্যবিবাহের দায়ে কারাদণ্ড

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে বাল্যবিবাহের দায়ে এক যুবককে ১৯ মে এক মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ওই ব্যক্তিকে সহযোগিতা করায় অপর এক ব্যক্তিকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। কারাদণ্ডপ্রাপ্ত মো. ইরফান রাসেলের (২৩) বাড়ি উপজেলার ভূজপুরের নিশ্চিন্তা গ্রামে। তাঁর সহযোগী মোহাম্মদ এনামুল হকের (২২) বাড়ি একই এলাকার দাঁতমারা গ্রামে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানায়, ইরফান সম্প্রতি নানা প্রলোভন দেখিয়ে দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে বিয়ে করেন। বিয়েতে ওই ছাত্রীর পরিবারের সায় ছিল না। বিয়েতে ইরফানকে সহযোগিতা করেন এনামুল হক। পরে ওই ছাত্রীর মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই দুই ব্যক্তিকে আটক করে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হয়। এরপর ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁদের দণ্ড দেন।

● ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

৩ মাস বেতন নেই ৯৫৮ শিক্ষকের

কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার ১৫১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯৫৮ জন শিক্ষক মার্চ থেকে বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার গাফিলতির কারণে শিক্ষকেরা এ সমস্যায় পড়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাঁরা আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ভুক্তভোগী শিক্ষকেরা জানান, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হারুনুর রশিদ ২০১৪ সালের টাইম স্কেল ও বকেয়া বেতন-ভাতার নথিপত্র ঠিক করেননি। এ কারণে দুই মাস ধরে তাঁদের বেতন বন্ধ রয়েছে। বাংলা নববর্ষের উৎসব ভাতাও তাঁরা পাননি। চলতি মাসের ১৫ দিন পেরিয়ে গেছে, এখনো গত দুই মাসের বেতন ও বকেয়া বিলের খবর নেই। শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে গেলেও তিনি সদুত্তর দিতে পারেন না। এ অবস্থায় পরিবার ও স্বজনদের নিয়ে তাঁরা বেকায়দায় পড়েছেন। বেতনের দাবিতে যেকোনো সময় আন্দোলনে যাবেন তাঁরা। উপজেলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবদুল হক বলেন, মার্চ থেকে তাঁরা বেতন পাচ্ছেন না। শিগগিরই বেতন-ভাতার ব্যবস্থা না করা হলে তাঁরা কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করবেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা

‘ক্রস’ এখন ‘এ’ প্লাস

এবার এসএসসি পরীক্ষায় রসায়ন বিষয়ে ক্রস চিহ্ন পাওয়া ১৫ জন পরীক্ষার্থী ফলাফল সংশোধনীর পর ‘এ’ প্লাস পেয়েছে। ১৮ মে রাতে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড ফলাফল পরীক্ষা করে ওই পরীক্ষার্থীদের সংশোধনী ফলাফল অনলাইনে প্রকাশ করেছে। বগুড়ার দুপচাঁচিয়া মর্তুজাপুর উচ্চবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের এই ১৫ শিক্ষার্থীর ফলাফল বিভ্রাট ঘটেছিল। এর আগে পরীক্ষার ফলাফলে এসব শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর দেওয়া ছিল না। কেন্দ্রসচিব ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর অনলাইনে পাঠাতে গিয়ে অসতর্কতাবশত ওই শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক বিষয়ের পরীক্ষার নম্বরের ঘর ফাঁকা থাকায় ফলাফলে রসায়ন বিষয়ে ‘ক্রস’ চিহ্ন আসে। ১১ মে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলে এ অবস্থা দেখা যায়। পরে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ওই সব শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরীক্ষণের জন্য ১৫ মে শিক্ষা বোর্ডে আবেদন করেন।

● দুপচাঁচিয়া (বগুড়া) প্রতিনিধি

উঠানে মাছ শিকার

২১ মে দুপুরের দিকে চট্টগ্রাম উপকূলে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু। ওই দিন রোয়ানুর প্রভাবে বৃষ্টি ও জোয়ারের কারণে চট্টগ্রাম নগরের অনেক আবাসিক এলাকায়ও পানি উঠে যায়। এ সময় এক ব্যক্তি জাল নিয়ে বাড়ির উঠানে মাছ ধরতে নেমে পড়েন। ওই দিন বিকেলে নগরের মোহরা এলাকা থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

১৫ জেলায় ১ লাখ ১০ হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর আঘাতে উপকূলীয় ১৫টি জেলায় ১ লাখ ১০ হাজার ৬৮৪টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আংশিক ও পুরোপুরি মিলিয়ে প্রায় ৮০ হাজার ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মারা গেছে অন্তত ২৪ জন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের করা ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক হিসাব থেকে পাওয়া গেছে এসব তথ্য।

সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে চট্টগ্রামের বাঁশখালী, ভোলার তজুমদ্দিন এবং কক্সবাজারের উপকূলীয় এলাকা। এসব জায়গায় অসংখ্য মানুষ খোলা আকাশের নিচে বাস করছে। তিন দিন পরও ক্ষতিগ্রস্ত অনেক এলাকায় ত্রাণ পৌঁছায়নি। আহত ব্যক্তিরা পাচ্ছে না চিকিৎসাসেবা।

এ ছাড়া বিভিন্ন জেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেড়িবাঁধ ভেঙে কিংবা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে প্লাবিত হয়েছে অনেক গ্রাম।

রোয়ানুর আঘাত

ইউনাইটেড নেশনস অফিস ফর দ্য কো-অর্ডিনেশন অব হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাফেয়ার্সের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, রোয়ানুর আঘাতে মোট ১০ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৮০ হাজার বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) নির্মিত উপকূলীয় বেড়িবাঁধগুলোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তবে বেড়িবাঁধের মোট ক্ষতির কোনো হিসাব এখনো সরকারিভাবে তৈরি হয়নি। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকেও ফসলের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব তৈরি করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

১১ জেলা থেকে পাওয়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, রোয়ানুতে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২২ হাজার ১৫২টি বাড়িঘর এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩৬ হাজার ২৭৮টি।

ঘূর্ণিঝড়ে ভোলার তজুমদ্দিন উপজেলা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অসংখ্য মানুষ খোলা আকাশের নিচে বাস করছে। তিন দিন পরও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ত্রাণ পৌঁছায়নি। আহত ব্যক্তিরা পাচ্ছে না চিকিৎসাসেবা।

সরেজমিনে দেখা যায়, তজুমদ্দিন উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের এলাকা এখন শুধুই ধ্বংসস্তূপ। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা ঝড়ে উড়ে যাওয়া মালামাল, আসবাব, ঘরের চাল, খুঁটি ও টিন খুঁজতে নেমেছে। বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে খুঁটিগুলো ভেঙে পড়ে রয়েছে। খেতের ফসল ও পুকুর ডুবে রয়েছে।

চট্টগ্রামের বাঁশখালীর খানখানাবাদ ইউনিয়নে বেড়িবাঁধ না থাকায় প্রায় সব ঘরবাড়ি ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে ও জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে গেছে। ইউনিয়নের সাড়ে ছয় হাজার ঘরের প্রায় সব কটিতে পানি ঢুকেছে। দুই থেকে আড়াই হাজার ঘর ঝোড়ো হাওয়া ও জলোচ্ছ্বাসে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

চা ক রি র খোঁ জ

কাতারে কাজের খবর

এসি টেকনিশিয়ান/ইলেকট্রিশিয়ান/অন্যান্য
এসি টেকনিশিয়ান (এসি + ডাক্ট মেইনটেন্যান্স ও সার্ভিসিং), প্লাম্বার, পেইন্টার ও ইলেকট্রিশিয়ান আবশ্যক। অভিজ্ঞতা ও স্পনসরশিপ বদল আবশ্যক। ফোন করুন : ৩৩৮৩৫৬০৩। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

কর্মী
কিচেন কেবিনেট ও ক্লোজেট তৈরির কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কিছু কর্মী আবশ্যক। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন : ৫৫৮০৬৮৩৩ জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : faesal-haidar@hotmail.com, সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

পরিচ্ছন্নতাকর্মী
কয়েকজন সাধারণ পরিচ্ছন্নতাকর্মী আবশ্যক। স্পনসরশিপ বদল করতে হবে। ফোন করুন : ৫০০১০৯৯৯, হোয়াটসঅ্যাপ : ৫০১৬৬১৬৬। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

ইলেকট্রিশিয়ান/প্লাম্বার/অন্যান্য
একটি কন্ট্রাকটিং কোম্পানির জন্য কয়েকজন ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার, ডাক্ট ফিটার ও পাইপ ফিটার আবশ্যক। ই-মেইল করুন : Qatarrecruitment16@gmail.com, ফোন : ৩১২৮২৬৯০, সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

ইঞ্জিনিয়ার/ফোরম্যান
প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, জেনারেল ফোরম্যান ও ফোরম্যান আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা ও স্পনসরশিপ বদল আবশ্যক। ফোন করুন : ৫০০৫৪০৫৫। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

সুইমিংপুল টেকনিশিয়ান
একটি শীর্ষস্থানীয় হোল্ডিং কোম্পানির জন্য অভিজ্ঞ সুইমিংপুল টেকনিশিয়ান আবশ্যক। যোগ্যতা : যেকোনো টেকনিক্যাল ট্রেড কোর্সে গ্র্যাজুয়েট; একই ক্ষেত্রে ন্যূনতম পাঁচ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : hr@fbaholding.com.qa, সূত্র : গালফ টাইমস।

এসি টেকনিশিয়ান/পরিচ্ছন্নতাকর্মী/অন্যান্য
একটি শীর্ষস্থানীয় ফ্যাসিলিটি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে এসি মেইনটেন্যান্স টেকনিশিয়ান (২০ জন মুসলিম), এইচ/কে সাধারণ পরিচ্ছন্নতাকর্মী (২০ জন; ১০ জন মুসলিম), জেনারেল ওয়েল্ডার (২০ জন) ও ম্যাসন মেইনটেন্যান্স (২০ জন) আবশ্যক। ই-মেইল করুন : rsinfojobs@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

টেকনিশিয়ান/ইলেকট্রিশিয়ান
ভবন নির্মাণ সামগ্রীর একটি শীর্ষস্থানীয় কোম্পানির জন্য ডিজেল টেকনিশিয়ান ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিন ইলেকট্রিশিয়ান আবশ্যক। যোগ্যতা : ডিপ্লোমা বা তার চেয়ে উচ্চতর ডিগ্রি; দোভাষী হলে অগ্রাধিকার; ভিসা বদল আবশ্যক। পদে নাম উল্লেখ করে জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : Al.career2016@gmail.com সূত্র : গালফ টাইমস।

টেকনিশিয়ান/ইলেকট্রিশিয়ান
একটি প্রগতিশীল সংস্থার জন্য এইচভিএসি টেকনিশিয়ান (১০ জন) ও ইলেকট্রিশিয়ান (১০ জন) আবশ্যক। যোগ্যতা : সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তিন-পাঁচ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা; স্থানান্তরযোগ্য বৈধ ভিসা। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। আগ্রহীরা জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : info@qtecqatar.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

পরিবহন সমন্বয়কারী
একটি স্বনামধন্য ভারতীয় স্কুলের জন্য পরিবহন সমন্বয়কারী আবশ্যক। কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স, স্থানান্তরযোগ্য ভিসা ও এনওসি থাকতে হবে। ই-মেইল করুন : jobs.indianschool@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

রেস্তোরাঁ ব্যবস্থাপক/গাড়িচালক
একটি স্বনামধন্য রেস্তোরাঁ গ্রুপের জন্য কয়েকজন রেস্তোরাঁ ব্যবস্থাপক (নারী/পুরুষ) ও হোম ডেলিভারি বাইক ড্রাইভার (কাতারি লাইসেন্সধারী) আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : career@almubader.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
মুনতাজাহ এলাকার একটি শীর্ষস্থানীয় রেস্তোরাঁ জন্য মোটরবাইক ড্রাইভার আবশ্যক। কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। ই-মেইল করুন : hralsayedgroup@gmail.com, ফোন : ৫৫৭৭৮৪১৫, ৬৬৯৭১১৪৫। সূত্র : গালফ টাইমস।

কার্পেন্টার/পেইন্টার/অন্যান্য
একটি শীর্ষস্থানীয় ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন কোম্পানির জন্য কয়েকজন করে ফিনিশিং কার্পেন্টার, পেইন্টার, সিরামিক ম্যাসন, জিপসাম ইনস্টলার ও লেবার আবশ্যক। যোগ্যতা : সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা; এনওসি/স্থানান্তরযোগ্য ভিসা। ই-মেইল করুন : yamatelier@gmail.com/atelier92@qatar.net.qa ফোন : ৬৬৫০৩৪৪৩, ৪৪৪১০৬৬৪, সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয়কর্মী
আমাকো ট্রেডিং অ্যান্ড ক্লিনিং কোম্পানির তুর্কি চা ও কফি বিপণনের জন্য বিক্রয়কর্মী আবশ্যক। ফোন করুন :৩৩৩৩২৬৪১, সূত্র : গালফ টাইমস।

ফোরম্যান
জরুরি ভিত্তিতে সিভিল ফোরম্যান আবশ্যক। প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞ ও ন্যূনতম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমাধারী হতে হবে। ই-মেইল করুন : hr@wbqatar.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক/বিপণন নির্বাহী
জনশক্তি ও ফ্যাসিলিটি সেবা বিভাগের জন্য হালকা ও ভারী যানের কয়েকজন চালক এবং বিপণন নির্বাহী আবশ্যক। বৈধ কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী হতে হবে। ই-মেইল করুন : anil@fitoutwll. com ফোন করুন : ৭০০৫২৬২৫, সূত্র : গালফ টাইমস।

কুক/কসাই/অন্যান্য
নতুন একটি রেস্তোরাঁ জন্য জরুরি ভিত্তিতে কয়েকজন করে কুক, কসাই, হিসাবরক্ষক, পরোটা প্রস্তুতকারক ও ওয়েটার আবশ্যক। ই-মেইল করুন : ijaulansari2@gmail.com, ফোন : ৫৫২৩৬৩৪৬, সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয়কর্মী
একটি বিল্ডিং সার্ভিসেস কোম্পানির জন্য বিক্রয়কর্মী আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা ও ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : damof821@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

মেশিন অপারেটর
ডিজিটাল প্রিন্টিং কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে মেশিন অপারেটর আবশ্যক। প্রার্থীদের স্থানান্তরযোগ্য ভিসা ও এনওসিধারী হতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hrmedia3536@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

স্টোরকিপার/হিসাবরক্ষক/সুপারভাইজর
কয়েকজন হিসাবরক্ষক, স্টোরকিপার ও সুপারভাইজর আবশ্যক। প্রার্থীদের ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা ও বৈধ কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : oasisqatar2@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

মার্চেন্ডাইজার/বিক্রয়কর্মী
একটি শীর্ষস্থানীয় লাক্সারি আবায়া কোম্পানির জন্য অ্যাপারেল মার্চেন্ডাইজার, অনলাইন বিক্রয় নির্বাহী ও সেলস লেডি আবশ্যক। ই-মেইল করুন : njobsqatar@gmail.com ফোন করুন : ৫৫৫১০৪৩০, সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
কোম্পানির জন্য গাড়িচালক আবশ্যক। এনওসি বা সেকেন্ডমেন্ট থাকতে হবে। ফোন করুন :৬৬১০২০০৪, সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয় প্রতিনিধি
কাতারে একটি শীর্ষস্থানীয় কন্ট্রাক্টরের জন্য বিক্রয় প্রতিনিধি (পুরুষ) আবশ্যক। ইলেকট্রিক্যাল ও লাইটিং ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : info@elecgroup.net, ফোন : ৩০৯৪৩০৩৯, সূত্র : গালফ টাইমস।

টেকনিশিয়ান/ফোরম্যান
টেকনিশিয়ান অ্যালুমিনিয়াম ও ফোরম্যান আবশ্যক। অভিজ্ঞতা : তিন-পাঁচ বছর। যোগাযোগ করুন :৬৬৯৫৯২২৩, ই-মেইল করুন : sa700ha700@qatar.net.qa, সূত্র : গালফ টাইমস।

ম্যাসন/কার্পেন্টার/অন্যান্য
নির্মাণ খাতের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানির জন্য ম্যাসন, কার্পেন্টার, স্টিল ফিক্সার, টাইল ফিক্সার ইত্যাদি পদে লোক আবশ্যক। যোগাযোগ করুন : ৬৬৭৩৬৪৪৩, ৩৩১২৮৪৫১, ৫০৪৫৯৬৭০, সূত্র : গালফ টাইমস।

ইলেকট্রিশিয়ান/পেইন্টার/অন্যান্য
একটি শীর্ষস্থানীয় অটোমোটিভ ডিলারের জন্য জ্যেষ্ঠ ইলেকট্রিশিয়ান/ইলেকট্রিশিয়ান, বডিশপ ডেন্টার অ্যান্ড পেইন্টার, অ্যাডমিন ফর মেটাল ওয়ার্কস, হেলপার ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও এনওসি আনতে সক্ষম প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : donna@alattiyamotors.com yazanyousef@alattiyamotors.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

সুপারভাইজর
একটি শীর্ষস্থানীয় ফ্যাসিলিটি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির জন্য ফ্যাসিলিটি মেইনটেন্যান্স সুপারভাইজর আবশ্যক। যোগ্যতা : ডিপ্লোমা সনদ ও পাঁচ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। স্থানান্তরযোগ্য ভিসা অথবা এনওসি আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : fmq.recruitment@gmail.com, ফ্যাক্স করুন : ৪৪১৩০৫৬৭, সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয় ব্যবস্থাপক
একটি ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং কোম্পানির জন্য উপসাগর অঞ্চলে কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিক্রয় ব্যবস্থাপক আবশ্যক। ই-মেইলে যোগাযোগ করুন : kurup.jijay@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

ইঞ্জিনিয়ার/টেকনিশিয়ান/অন্যান্য
সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার, সিকিউরিটি টেকনিশিয়ান, ফায়ার অ্যালার্ম ইঞ্জিনিয়ার, ফায়ার অ্যালার্ম টেকনিশিয়ান, বিএমএস ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার, বিএমএস ইঞ্জিনিয়ার, পিএলসি ইঞ্জিনিয়ার ও অটোক্যাড ড্রাফটসম্যান আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : recruitment@earthsmart-qatar.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

অপারেটর/লোডার/অন্যান্য
দোহার একটি শীর্ষস্থানীয় কনস্ট্রাকশন কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে কয়েকজন করে এক্সকাভেটর, হুইল লোডার, ব্যাকহোয়ে লোডার, ট্রেঞ্চার ও ফর্কলিফট অপারেটর আবশ্যক। স্থানান্তরযোগ্য ভিসা ও বৈধ কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী হতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : shgem08@yahoo.com, ফ্যাক্স : ৪৪৬৮৩২০৫, সূত্র : গালফ টাইমস।

সিসিটিভি ইঞ্জিনিয়ার/সুপারভাইজর
একটি কোম্পানির জন্য সিসিটিভি ইঞ্জিনিয়ার ও ইএলভি/সিসিটিভি সুপারভাইজর আবশ্যক। অভিজ্ঞতা : পাঁচ-আট বছর। বিষয়ের স্থানে পদের নাম উল্লেখ করে ইমেইল করুন : info@citifour.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

এসি টেকনিশিয়ান
এশীয় এসি টেকনিশিয়ান আবশ্যক। স্প্লিট ও উইন্ডো এসির কাজে অভিজ্ঞতা ও কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। ফোন করুন : ৫৫৩৩২৭৪৮, সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
জরুরি ভিত্তিতে গাড়িচালক আবশ্যক। যোগাযোগ করুন :৩০২৬৬৫৮১, সূত্র : গালফ টাইমস।

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার
ইলেকট্রিক্যাল/ইলেকট্রনিস ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। ফায়ার অ্যালার্ম সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ হতে হবে। যোগাযোগ করুন : ৬৬১৬৭৬৯০, ৪৪০৭৩০১৪, ই-মেইল : careers@almananetworks.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক/সার্ভিস কো-অর্ডিনেটর
হালকা যানের চালক ও সার্ভিস কো-অর্ডিনেটর আবশ্যক। ই-মেইল করুন : parts@alhamadtrading.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক/বিক্রয়কর্মী
একটি কোম্পানির জন্য কয়েকজন গাড়িচালক (কোস্টার) ও ক্যাশ ভ্যান সেলসম্যান আবশ্যক। ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞতা ও কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী হতে হবে। এনওসি বা ছাড়পত্রধারী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : apply2us@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

ইঞ্জিনিয়ার/টেকনিশিয়ান
ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিকস, যোগাযোগ বা কম্পিউটার বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার এবং ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিকস বা যোগাযোগ বিষয়ে ডিপ্লোমাধারী টেকনিশিয়ান আবশ্যক। সত্যায়িত সনদ ও এনওসিধারী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : qcserve@qatar.net.qa, সূত্র : গালফ টাইমস।

ইঞ্জিনিয়ার/স্টোরকিপার/অন্যান্য
আল হাত্তাব গ্রুপের জন্য ইন্টেরিয়র ডিজাইনার, হিসাবরক্ষক, অটোক্যাড ড্রাফটসম্যান, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, স্টোরকিপার, লজিস্টিক অফিসার, বিক্রয় প্রতিনিধি ও কিউএ কিউসি ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। অভিজ্ঞতা : ন্যূনতম পাঁচ বছর। বিষয়ের স্থানে পদের নাম উল্লেখ করে জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : recruitment@al-hattabgroup.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

হেলপার/ম্যাসন/অন্যান্য
একটি শীর্ষস্থানীয় ফ্যাসিলিটি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির জন্য জেনারেল হেলপার, জেনারেল ম্যাসন, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, এসি টেকনিশিয়ান ও পেইন্টার আবশ্যক। মুসলিমদের অগ্রাধিকার; দুই-চার বছরের অভিজ্ঞতা; এনওসি ও স্থানান্তরযোগ্য ভিসাধারী। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : rsinfojobs@gmail.com, ফোন : ৫০৬৫৫২২৯। সূত্র : গালফ টাইমস।

ক্যাম্প বস/মেসকুক
একটি শীর্ষস্থানীয় ফ্যাসিলিটি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে ক্যাম্প বস ও মেস কুক আবশ্যক। যোগ্যতা : ন্যূনতম তিন বছর কাজের অভিজ্ঞতা; এনওসিধারী। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : callcenter@assiyana.com, ফ্যাক্স : ৪৪৩২২০২৫, সূত্র : গালফ টাইমস।

বাহরাইনে কাজের খবর

রেস্তোরাঁ ব্যবস্থাপক/ওয়েটার/অন্যান্য
রিম আল বাদাবি রেস্তোরাঁ জন্য রেস্তোরাঁ ব্যবস্থাপক, সহকারী রেস্তোরাঁ ব্যবস্থাপক, রেস্তোরাঁ সুপারভাইজর, ক্যাপটেন, ওয়েটার/ওয়েট্রেস, শিশা অ্যাটেনডেন্ট, ক্যাশিয়ার, হোস্টেজ, রানার, হেড শেফ, সস শেফ, বেকার, কসাই, বারিস্তা, স্টোরকিপার ও বিক্রয় ব্যবস্থাপকসহ বিভিন্ন পদে লোক আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : careers@ramadamanama-citycentre.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

রেস্তোরাঁ ব্যবস্থাপক
সেভেনলিজার গ্রুপ-কোরাল বে-এর জন্য রেস্তোরাঁ ব্যবস্থাপক আবশ্যক। হোটেল-রেস্তোরাঁয় কাজের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ইংরেজি ও আরবিতে অনর্গল কথা বলার দক্ষতা বাড়তি যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : Myra@sevenleisure.net। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ওয়েটার/গাড়িচালক
আদালিয়ার একটি রেস্তোরাঁর জন্য ওয়েটার ও মোটরসাইকেল ড্রাইভার আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : k.hassan56@gmail.com, ফোন : ৩২৩২৩৬৩৬, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

টেইলর
একজন টেইলর আবশ্যক। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন : ৩৯৮৩৩৯৩৩, ৩৪০৪৯৯১৩। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয় নির্বাহী
একটি বিজ্ঞাপন-বিষয়ক সংস্থার জন্য অভিজ্ঞ বিক্রয় নির্বাহী আবশ্যক। নিজস্ব গাড়ি থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : kaabi.advertising@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

অফিস অ্যাডমিন
একটি বিপণন-বিষয়ক সংস্থার জন্য অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (পূর্ণকালীন) আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : hr.ecsbahrain@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয়কর্মী
সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে বিক্রয় কার্যক্রম চালানোর জন্য একজন বিক্রয়কর্মী আবশ্যক। আরবি বলতে পারা আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : sadiqaltajer@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয় নির্বাহী
আল সাদুন গ্রুপের জন্য পলিথিন বর্জ্য থেকে তৈরি ব্যাগ বিক্রয়ে অভিজ্ঞ বিক্রয় নির্বাহী আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : kamal@alsaadoongroup.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ইঞ্জিনিয়ার/হিসাবরক্ষক/অন্যান্য
নির্মাণ খাতের একটি শীর্ষস্থানীয় কোম্পানির জন্য প্লানিং ইঞ্জিনিয়ার (অভিজ্ঞতা : ১০-১৫ বছর), হিসাবরক্ষক (অভিজ্ঞতা : দুই বছর), অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (অভিজ্ঞতা : দুই বছর), টাওয়ার ক্রেন অপারেটর, জেসিবি অপারেটর (লাইসেন্সধারী), চার্জারহ্যান্ড ও প্লাম্বার আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : offinfo93@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

চিকিৎসক/নার্স
একটি মেডিকেল সেন্টারের জন্য কয়েকজন পূর্ণকালীন/খণ্ডকালীন ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ও এনএইচআরএ লাইসেন্সধারী নার্স আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : recruitmentmedc@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ফার্মাসিস্ট
ওয়েস্ট রিফার একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য ফার্মাসিস্ট আবশ্যক। বাহরাইনি ফার্মাসিস্ট লাইসেন্সধারীদের অগ্রাধিকার। ই-মেইল করুন : clockroundaboutpharmacy@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

টেকনিশিয়ান/বিক্রয় সহকারী
জরুরি ভিত্তিতে জুনিয়র এয়ারকন্ডিশনিং টেকনিশিয়ান, রেফ্রিজারেশন টেকনিশিয়ান ও বিক্রয় সহকারী আবশ্যক। প্রথম দুটি পদের জন্য co-ordinator2@coil-tech.com এবং পরের পদটির জন্য sales1@coil-tech.com এই ঠিকানায় জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ক্রয় সহকারী
ক্রয় সহকারী আবশ্যক। যোগ্যতা : বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট; দুই বছরের কাজের অভিজ্ঞতা; কম্পিউটারে দক্ষ; অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার ও এক্সেলে দক্ষ। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : east.aluminium.wll@gmail.com, ফোন : ৩৯৯৯২২৮৫। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয় নির্বাহী
ওয়েব/মোবাইল অ্যাপ/আইটি কোম্পানির জন্য কয়েকজন আউটডোর বিক্রয় নির্বাহী (পূর্ণ/খণ্ডকালীন) আবশ্যক। ভিসা ও আকর্ষণীয় বেতন হবে। ড্রাইভিং লাইসেন্স ও নিজস্ব গাড়ি থাকলে অগ্রাধিকার। ই-মেইল করুন : itbahrainco.2016@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ওয়েব ডেভেলপার/ডিজাইনার
ই-কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওয়েব ডেভেলপার ও ডিজাইনার আবশ্যক। প্রত্যাশিত বেতন উল্লেখ করে জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : maryams0515@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ফোরম্যান/সুপারভাইজর
নির্মাণ খাতের একটি কোম্পানির জন্য সিভিল ফোরম্যান/সুপারভাইজর আবশ্যক। ই-মেইল করুন : dukhanbahrain@gmail.com ফোন : ৩৬৬০৬৮২৩, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

কুক
রিফার একটি পরিবারের জন্য হাউস কুক (নারী/পুরুষ) আবশ্যক। ফোন করুন :৩৯৮২০০৮১, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গৃহকর্মী
তুবলির একটি ভালো পরিবারের জন্য গৃহকর্মী আবশ্যক। ভিসা, খাবার, আবাসন দেওয়া হবে। হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করুন : +৯৭৩ ৩৯৩৪৯২০২, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয় নির্বাহী
একটি স্বনামধন্য প্রিন্টিং প্রেসের জন্য বিক্রয় নির্বাহী আবশ্যক। ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী হতে হবে। ই-মেইল করুন : presales2016@gmail.com, ফোন : ৩৯১৬০৯৪২, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

টেকনিশিয়ান/গাড়িচালক
পেস্ট কন্ট্রোল টেকনিশিয়ান/হেলপার ও গাড়িচালক আবশ্যক। ইংরেজি জানতে হবে। ফোন : ৩৯৫১৬৭২১, ই-মেইল : presales2016@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ফোরম্যান
অটো মেকানিক ফোরম্যান আবশ্যক। অটোমোবাইলে ডিপ্লোমাধারীদের অগ্রাধিকার; ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : garage.garage2016@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গাড়িচালক/ফোরম্যান
ডিওয়াটারিং ও স্টিল পাইলিংয়ের জন্য ফোরম্যান এবং গাড়িচালক আবশ্যক। ফোন করুন : ৩৯০৫৯৬৬৬ , সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ব্যবস্থাপক
নির্মাণ খাতের সুপ্রতিষ্ঠিত একটি কোম্পানির জন্য জেনারেল ম্যানেজার আবশ্যক। একই পদে ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা। ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর আবেদন করুন। ঠিকানা : পি ও বক্স-২৬৮০৮, মানামা, বাহরাইন। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

সেলস ইঞ্জিনিয়ার
ডেলটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাপ্লাইস কোম্পানির জন্য এইচভিএসি সেলস ইঞ্জিনিয়ার, ফায়ার অ্যান্ড সেফটি সেলস ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। ন্যূনতম দুই বছরের অভিজ্ঞতা। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : kooheji@deltabahrain.com; prajeesh@deltabahrain.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ক্রেন অপারেটর
ক্রেন অপারেটর আবশ্যক। ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ, করিম মানসুরি, হাসান মানসুরি, মিনা সালমান ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ১৭৭২৮১৪৪, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গাড়িচালক
হালকা ও ভারী যানের চালক আবশ্যক। ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ, করিম মানসুরি, হাসান মানসুরি, মিনা সালমান ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ১৭৭২৮১৪৪, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

টেইলার চালক
টেইলার চালক আবশ্যক। ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ, করিম মানসুরি, হাসান মানসুরি, মিনা সালমান ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ১৭৭২৮১৪৪, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ওয়েল্ডার/ফেব্রিকেটর
ওয়েল্ডার ও ফেব্রিকেটর আবশ্যক। ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ, করিম মানসুরি, হাসান মানসুরি, মিনা সালমান ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ১৭৭২৮১৪৪, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ার
নির্মাণখাতের একটি কোম্পানির জন্য একজন পূর্ণকালীন কিউএ/কিউসি কাম সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট পদে ন্যূনতম তিন-চার বছর কাজের অভিজ্ঞতা। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : construction.hrd2016@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বাঞ্ছারামপুর ডিগ্রি কলেজ

কলেজের শ্রেণিকক্ষে অধ্যক্ষের বসবাস!

বাঞ্ছারামপুর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি ●

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলা সদরের বাঞ্ছারামপুর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে কলেজের একাডেমিক ভবনে একটি কক্ষে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বসবাস করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। পাঁচ বছর ধরে তিনি কক্ষটি দখলে রেখেছেন। অথচ কলেজটিতে শ্রেণিকক্ষ-সংকটের কারণে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নূর-ই-খাজা আলামীন বলেন, 'একাডেমিক ভবনে বাসভবন করার কথা আগে শুনিনি। বাঞ্ছারামপুর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষের একাডেমিক ভবনে বাস করার বিষয়টি নিয়ে কলেজটির পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করব।'

কলেজ সূত্র জানায়, ১৯৭৩ সালে মাওলাগঞ্জ বাজারের পাশে প্রতিষ্ঠিত কলেজটিতে বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে আড়াই হাজার শিক্ষার্থী রয়েছেন। কলেজের তিনটি ভবনে ২১টি কক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, করণিক, শিক্ষক মিলনায়তন, গবেষণাগার ও ছাত্রছাত্রী মিলনায়তনের জন্য ১১টি কক্ষ ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০১০ সালের আগস্টে কলেজটিতে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন আবদুর রহিম। এমপিওভুক্ত হওয়ার পর বাসাভাড়া হিসেবে তিনি মাসে কলেজ থেকে ৫০০ করে টাকা নিচ্ছেন। পাশাপাশি কলেজের প্রশাসনিক ভবনের পশ্চিম পাশে একাডেমিক ভবনের একটি কক্ষে অবৈধভাবে বাস করছেন। সেখানে গত বছর আবাসিক গ্যাস-সংযোগও নেওয়া হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক শিক্ষক বলেন, শ্রেণিকক্ষের সংকটের কারণে নিয়মিত ক্লাস করা যাচ্ছে না। অনেক সময় ক্লাস না নিয়েই ছুটি দিতে হয়। আবার একাধিক শ্রেণির ক্লাস একসঙ্গেই নিতে হয়।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু তৌহিদ বলেন, একাডেমিক ভবনে বাস করার কোনো বিধান নেই। তা ছাড়া একাডেমিক ভবনে আবাসিক বাসভবন করা অনৈতিক।

কলেজটির অধ্যক্ষ আবদুর রহিম বলেন, 'কলেজে বর্তমানে অন্তত ১০টি শ্রেণিকক্ষের সংকট রয়েছে। নতুন ভবন পেতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনও করা হয়েছে। কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একাডেমিক ভবনের একটি কক্ষে স্ত্রী-সন্তানসহ আমি বাস করছি।'

এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য কলেজটির পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি সিরাজুল ইসলামের মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলেও তিনি সংযোগ কেটে দেন।

সুমাইয়া বাক্ ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী। নিজের কথা মাকে কাগজে লিখে দিয়েছে সে ● প্রথম আলো

এক জোড়া চোখই যখন ভরসা

আনোয়ার পারভেজ, বগুড়া ●

হাস্যময় মুখ। কোনো বিষণ্নতা তাকে স্পর্শ করেনি। চোখভরা স্বপ্ন। নির্মল চেহারার ঝকঝকে মেয়ে। কিন্তু সে কথা বলতে পারে না, কানেও শোনে না। ভরসা শুধু এক জোড়া চোখ। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকেরা যখন পড়াতেন, তখন শুধু চেয়ে থাকত। কাগজের টুকরো এগিয়ে দিত সহপাঠীর দিকে। পাঠের বিষয় ও বাড়ির কাজ লিখে দিত সহপাঠীরা। বাড়িতে এসে বইখাতা খুলে পড়ার টেবিলে আপন মনে পড়ত। প্রতিবারই পরীক্ষা শেষে ফলাফলে চমকে দিত সবাইকে।

নাম তার সুমাইয়া রহমান ওরফে রিয়া। বগুড়ার আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে সব বিষয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে। শ্রবণ ও বাক্প্রতিবন্ধী এই অসামান্য মেয়ের সাফল্যে বাবা-মা তো বটেই, শিক্ষক-সহপাঠীরাও আনন্দিত, আপ্লুত।

সুমাইয়া বগুড়া শহরের ফুলবাড়ী এলাকার জাহেদুর রহমান ও মাসুমা রহমানের মেয়ে। শহরের তালুকদার মার্কেটে স্টেশনারির ব্যবসা করেন বাবা। মা গৃহিণী। দুই বোন, এক ভাইয়ের মধ্যে সবার ছোট সে।

বাবা জাহেদুর রহমান বলেন, শুধু পড়াশোনা নয়, খুব ভালো ছবি আঁকে রিয়া। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ৮০টির মতো পুরস্কার পেয়েছে। ওর ঘরভর্তি ক্রেস্ট, পদক ও সনদ।

শ্রেণিকক্ষে পড়া না শুনেও কীভাবে এমন ফলাফল করা সম্ভব হলো, তার ভবিষ্যতের স্বপ্ন কী—এসব বিষয় লিখে জানতে চাই সুমাইয়ার কাছে। লিখিত উত্তরে সে জানায়, 'কথা বলতে পারি না। কানেও শুনি না। তবে ইশারায় বুঝে নিই। ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখছি, পড়াশোনা করে বড় কিছু হব। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাই। সবাই বলে বোবাদের ভরসা চারুকলা। কিন্তু আমি চারুকলায় পড়তে চাই না। উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে ব্যাংকে চাকরি করতে চাই। আমি ভালোভাবে কম্পিউটার চালাতে পারি। কম্পিউটার চালাতে মুখের ভাষার প্রয়োজন হয় না। কানেও শুনতে হয় না। কী কাজ করতে হবে, কেউ লিখে দিলেই আমি তা কম্পিউটারে করতে পারব। তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কেও ভালো ধারণা আছে আমার।'

সুমাইয়া আরও লেখে 'বাধা পেরিয়ে শুধু ইচ্ছে শক্তির জোরেই এ ফল করেছি। তবে মা-বাবা এবং শিক্ষক ও সহপাঠীরা ইশারায় আমাকে পড়া বুঝতে সাহায্য করেছে। ভবিষ্যতে প্রতিকূলতার পাহাড় ডিঙিয়ে স্বপ্ন ছুঁতে চাই।'

মা মাসুমা বললেন, 'স্বাভাবিক জন্ম হয়েছিল মেয়েটার। দুই বছর বয়স পর্যন্ত বুঝতে পারিনি, মেয়ে আমার বাক্ ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী। বড় হতে থাকে, মুখে কথা ফোটে না। তখন বুঝতে পারি ও জন্মপ্রতিবন্ধী।'

বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তিন বছর বয়সে শহরের একমাত্র মূক ও বধির স্কুলে সুমাইয়াকে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু ওখানে কিছুই শিখতে পারে না। ছয় মাস পর ভর্তি করা হয় ফুলবাড়ী এলাকার একটি কিন্ডারগার্টেনে। প্রেমা নামের একজন নারী শিক্ষক বাড়িতে এসে তাকে বর্ণমালা শেখান। পড়ালেখার প্রতি তার ব্যাপক আগ্রহ দেখে নার্সারিতে ভর্তি করে দেওয়া হয় শহরের আর্মড পুলিশ স্কুল অ্যান্ড কলেজে।

প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ তোফাজ্জল হোসেন বলেন, মেয়েটা বাক্ ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী হলেও অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তুখোড় মেধাবী। সহপাঠী ও শিক্ষকেরা লিখে ওকে পড়া বোঝাতেন। তাতেই স্বাভাবিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সে প্রতিযোগিতা করেছে। প্রাথমিক সমাপনী ও জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ ও ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। এসএসসিতেও চমকে দিয়েছে।

সৌদির ব্যাংকের টাকা ঢাকায় উত্তোলন!

কার্ড ক্লোন করে এটিএম বুথে টাকা তুলতে গিয়ে চীনা নাগরিক আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সৌদি আরবের ব্যাংক অব রিয়াদের গ্রাহকের তথ্য চুরি করে তৈরি জাল (ক্লোন) কার্ড দিয়ে প্রাইম ব্যাংকের এটিএম বুথ থেকে চীনা নাগরিক জু জিয়ানহুই (৩৮) টাকা তুলেছেন বলে জানিয়েছে র‍্যাব। র‍্যাব বলেছে, এই জালিয়াত চক্রে আরও দুই চীনা নাগরিক রয়েছেন। এ তিনজন জাল এটিএম কার্ড দিয়ে টাকা তুলতে ১৫ মে ঢাকায় এসেছেন।

১৯ মে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে র‍্যাব-২-এর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার মুফতি মাহমুদ খান।

র‍্যাব-২ এবং ব্যাংক সূত্র বলেছে, ১৮ মে রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডের বাটা সিগন্যালে প্রাইম ব্যাংকের এটিএম বুথ থেকে জাল কার্ড দিয়ে ৬৬ হাজার টাকা তোলার পর জিয়ানহুইকে আটক করে র‍্যাব। ১৮ মে সকাল ৬টা ১৭ মিনিট থেকে ৬টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত ২৩ মিনিটে ওই বুথসহ প্রাইম ব্যাংকের ফার্মগেট ও পান্থপথের বুথ থেকে টাকা তোলা হয়েছে। ফার্মগেট ও পান্থপথের বুথ থেকে তোলা হয়েছে পাঁচ লক্ষাধিক টাকা।

ওই ঘটনায় আটক চীনা নাগরিকের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা দুই চীনা নাগরিকের বিরুদ্ধে ১৯ মে সকালে নিউমার্কেট থানায় মামলা হয়েছে। র‍্যাব-২-এর এক কর্মকর্তা এ মামলা করেন। মামলা হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে নিউমার্কেট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইয়াসির আরাফাত *প্রথম আলোকে* বলেন, গ্রেপ্তার চীনা নাগরিক জিয়ানহুইকে এক দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন আদালত।

র‍্যাবের সংবাদ সম্মেলনে জিয়ানহুইকে জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের বরাত দিয়ে বলা হয়, জিয়ানহুইসহ তিন চীনা নাগরিক এক মাসের ভ্রমণ ভিসায় ১৫ মে মালয়েশিয়ান এয়ারলাইনসে ঢাকায় আসেন। তাঁদের ভ্রমণ-সংক্রান্ত কাগজের তথ্য অনুযায়ী তাঁদের বিজয়নগরের একটি আবাসিক হোটেলে ওঠার কথা ছিল। কিন্তু তাঁরা ওঠেন উত্তরার ৭ নম্বর সেক্টরে এক চীনা নাগরিকের বাসায়। জিয়ানহুইয়ের পাসপোর্টের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে আসার আগে তিনি মিসর ও সৌদি আরবে গিয়েছিলেন। সৌদি আরবে ভ্রমণের সময় ব্যাংক অব রিয়াদের এক বা একাধিক গ্রাহকের এটিএম কার্ডের তথ্য চুরি করতে সক্ষম হন তাঁরা। সেই চুরি করা তথ্য দিয়ে তাঁরা ক্লোন কার্ড তৈরি করেন। এরপর তাঁরা বাংলাদেশে এসে সেই কার্ড দিয়ে টাকা তোলেন। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল, বুধবার সকালে টাকা তুলেই তাঁরা বাংলাদেশ ছাড়বেন। সেই অনুযায়ী সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তাঁরা চীনে ফেরার উড়োজাহাজের টিকিটও করেছিলেন। জিয়ানহুইয়ের দুই সহযোগী টাকা তুলে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সকাল সাড়ে ১০টায় ঢাকা ছাড়েন। তবে বুথে আটক হওয়ায় পালাতে পারেননি জিয়ানহুই।

এই চক্রের সঙ্গে দেশীয় কোনো ব্যক্তি বা ব্যাংক কর্মকর্তার যোগসাজশ রয়েছে কি না, জানতে চাইলে সংবাদ সম্মেলনে মুফতি মাহমুদ বলেন, শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গিয়ে ক্লোন কার্ড দিয়ে এটিএম বুথ থেকে টাকা তুলে নেওয়াই চক্রটির কাজ।

র‍্যাব-২-এর উপপরিচালক মেজর আতাউর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, গ্রেপ্তার ও পলাতক তিন চীনা নাগরিকের বিরুদ্ধে নিউমার্কেট থানায় তথ্যপ্রযুক্তি আইনে এবং চুরি ও জালিয়াতির অভিযোগে মামলা করেছে র‍্যাব।

এপ্রিলে মুঠোফোন সংযোগ বেড়েছে ১১ লাখ

ইন্টারনেট সংযোগ বেড়েছে ৮ লাখ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

চলতি বছরের প্রথম তিন মাস টানা কমার পর এপ্রিলে দেশে মুঠোফোনের সংযোগ ১১ লাখ বেড়েছে। এ মাসে মুঠোফোনের সংযোগ বেড়ে ১৩ কোটি ১৯ লাখে উন্নীত হয়েছে। আগের মাস মার্চে এই সংখ্যা ছিল ১৩ কোটি ৮ লাখ। একই সময়ে দেশে ইন্টারনেট সংযোগের সংখ্যা ৮ লাখ বেড়ে ৬ কোটি ২০ লাখ হয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) সর্বশেষ প্রকাশিত পরিসংখ্যানে মুঠোফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারের এ তথ্য উঠে এসেছে। বায়োমেট্রিক বা আঙুলের ছাপ পদ্ধতিতে সিম নিবন্ধনের প্রক্রিয়া শুরুর পর এ বছরের জানুয়ারি থেকেই সক্রিয় সিমের সংখ্যা কমতে শুরু করে।

বিটিআরসির তথ্য অনুযায়ী এপ্রিলে সবচেয়ে বেশি (৭ লাখ) সংযোগ বেড়েছে গ্রামীণফোনের। মার্চে অপারেটরটির মোট সংযোগ ছিল ৫ কোটি ৬২ লাখ, যা এপ্রিলে বেড়ে ৫ কোটি ৬৯ লাখ হয়েছে। গ্রাহকসংখ্যায় দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা বাংলালিংকের সংযোগসংখ্যা একই সময়ে ৩ কোটি ১৯ লাখ থেকে ২ লাখ বেড়ে হয়েছে ৩ কোটি ২১ লাখ। একই সময়ে রবি আজিয়াটার সংযোগ ২ লাখ বেড়ে ২ কোটি ৭৬ লাখ হয়েছে। সরকারি অপারেটর টেলিটকের গ্রাহকসংখ্যা ১ লাখ বেড়ে হয়েছে ৪৩ লাখ।

জানতে চাইলে গ্রামীণফোনের বহিঃযোগাযোগ বিভাগের প্রধান সৈয়দ তালাত কামাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আঙুলের ছাপ পদ্ধতিতে সিম নিবন্ধনের শুরুতে কিছুটা কমলেও এখন আমাদের নেটওয়ার্কে গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে।'

তবে একই সময়ে এয়ারটেলের গ্রাহকসংখ্যা ৫৮ হাজার কমে ১ কোটি ১ লাখ ৩ হাজারে নেমে এসেছে। আর দেশের সবচেয়ে পুরোনো অপারেটর সিটিসেলের সংযোগসংখ্যা ৭ লাখ ৯৯ হাজার থেকে ৩১ হাজার কমে ৭ লাখ ৬৮ হাজার হয়েছে।

ইন্টারনেট সংযোগ: এপ্রিলে ইন্টারনেট সংযোগ ৬ কোটি ১২ লাখ থেকে ৮ লাখ বেড়ে ৬ কোটি ২০ লাখ হয়েছে। এর মধ্যে মুঠোফোনভিত্তিক ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬ লাখ বেড়ে ৫ কোটি ৮৬ লাখ আর আইএসপি ও পিএসটিএন ইন্টারনেটে সংযোগ ১ লাখ বেড়ে ৩২ লাখ হয়েছে।

সক্রিয় ইন্টারনেট ব্যবহারকারী নির্ধারণে বিটিআরসির নিয়ম হলো, ৯০ দিন বা তিন মাসের মধ্যে একজন ব্যক্তি একবার ব্যবহার করলেই তিনি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী হিসেবে চিহ্নিত হবেন।

চট্টগ্রামে ২০ এলাকায় বেশি ছিনতাই

ছিনতাইয়ে নতুন ধরন!

গাজী ফিরোজ, চট্টগ্রাম ●

'পেশাদার' ছিনতাইকারীদের পাশাপাশি চট্টগ্রাম নগরে গত কয়েক মাসে ছিনতাইয়ের কয়েকটি ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসহ অভিজাত পরিবারের সন্তানেরাও। পরিবর্তন এসেছে ছিনতাইয়ের ধরনেও।

পুলিশের করা তালিকাতেই চট্টগ্রাম নগরের ছিনতাইপ্রবণ স্পট (এলাকা) ১৬০টি। পুলিশ বলছে, এর মধ্যে অন্তত ২০টি স্পটে ছিনতাইয়ের ঘটনা বেশি ঘটে। এসব এলাকায় পুলিশের নজরদারি বাড়ানোর কথা বলা হলেও থেমে নেই ছিনতাই।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ফাঁকি দিতে অভিনব কৌশলেও ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। কখনো সালাম দিয়ে, আবার কখনো-বা কোনো নারীকে উত্ত্যক্ত করার অভিযোগ এনে প্রথমে কাউকে ফাঁসানো হয়। পরে তাঁকে মারধর করে টাকাপয়সা নিয়ে পালিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা।

> কখনো সালাম দিয়ে, আবার কখনো-বা কোনো নারীকে উত্ত্যক্ত করার অভিযোগ এনে প্রথমে কাউকে ফাঁসানো হয়। পরে তাঁকে মারধর করে টাকাপয়সা নিয়ে পালিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা

ছিনতাইয়ের একটি মামলায় আট মাস সাজা খাটার পর গত এপ্রিলে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ছাড়া পান দুই যুবক। সম্প্রতি এক দিন রাতে একই অপরাধ করতে গিয়ে চট্টগ্রাম নগরের সিআরবি এলাকায় পুলিশের হাতে আবারও ধরা পড়েন তাঁরা। ১৮ মে বিকেলে চট্টগ্রাম আদালত প্রাঙ্গণে দুই যুবক মো. রুবেল ও রমজান আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, কাজ পাওয়া যায় না। ছিনতাইয়ে কম কষ্টে বেশি টাকা পাওয়া যায়। তাই মাঝেমধ্যে ছিনতাই করতেন তাঁরা। তবে এবার কারাগার থেকে বের হলে তাঁরা ভালো হওয়ার চেষ্টা করবেন।

এর আগে গত ২২ এপ্রিল নগরের অক্সিজেন এলাকা থেকে ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় আবদুল খালেক নামের এক যুবককে। কারাগার থেকে জামিনে ছাড়া পেয়ে তিনি আবারও একই অপরাধে জড়িয়ে পড়েন।

চট্টগ্রাম নগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (অপরাধ ও অভিযান) দেবদাস ভট্টাচার্য বলেন, সাজা খাটার পরও অপরাধীরা শোধরাচ্ছে না। কারাগার থেকে বের হয়ে তারা আবার ছিনতাইয়ে জড়িয়ে পড়ছে। এ জন্য জামিনে আসা ছিনতাইকারীদের ওপর নজরদারি বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁরা। সন্তানেরা কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি।

পুলিশের দেওয়া তথ্যমতে, এ বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চার মাসে নগরে ছিনতাইয়ের ঘটনায় ৪৮টি মামলা হয়েছে। তবে ছিনতাইয়ের শিকার হলেও অনেকে পুলিশি ঝামেলা এড়াতে থানায় অভিযোগ বা মামলা করেন না।

সাধারণত ভোর ও রাতে ছিনতাইয়ের ঘটনা বেশি ঘটলেও এখন দিনদুপুরেও এ ঘটনা ঘটছে। গত ২৪ এপ্রিল দুপুরে নগরের বাদুরতলা এলাকায় একটি রাইডার (যাত্রীবাহী ছোট বাস) থামিয়ে দিদার আলম নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে ১৫ লাখ টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। যেখানে ছিনতাইয়ের ঘটনাটি ঘটেছে, তার আশপাশের বিভিন্ন স্থাপনায় ক্লোজড সার্কিট (সিসি) ক্যামেরা ছিল। পরে পুলিশ ভিডিও ফুটেজ দেখে ছিনতাইয়ে জড়িত চার যুবককে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের কাছ থেকে ১০ লাখ ২০ হাজার টাকাও উদ্ধার করা হয়।

গত বছরের ১৭ আগস্ট দুপুরে জুবিলি রোডের শাহ আমানত মার্কেটের সামনে 'কর্ণফুলী এজেন্সি' নামের টাইলস বিক্রির একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীকে ছুরিকাঘাত করে ১০ লাখ ৮৫ হাজার ৫০০ টাকা ছিনিয়ে নেয় দুর্বৃত্তরা। পুলিশ জানায়, ছিনতাইকারীদের মধ্যে পাঁচজন নগরের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জসীম উদ্দিন বলেন, 'ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত কয়েকজন যুবক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। একজন ছাত্রের বাবার মাসিক বেতন চার লাখ টাকা। তাঁদের কর্মকাণ্ডে আমরা বিস্মিত হয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ ছাত্রের মধ্যে একজন ছাড়া বাকিরা পলাতক রয়েছেন।'

চট্টগ্রামের মুরাদপুরের বাসিন্দা সঞ্জয় মহাজন বলেন, ১২ মে সন্ধ্যায় রিকশাযোগে বাসায় ফেরার পথে চার-পাঁচজন যুবক তাঁকে সালাম দিয়ে কথা বলতে চান। পরে তাঁরা অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে মুঠোফোন ও টাকা নিয়ে চলে যান। বিষয়টি তিনি পুলিশকে জানান, তবে মামলা করেননি।

গত ১৯ এপ্রিল দুপুরে নেভাল অ্যাভিনিউ এলাকায় ছিনতাইয়ের শিকার হন দুই সহোদর। বড় ভাই এস মাহমুদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমার দুই ভাই মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের জুবিলি রোড শাখা থেকে টাকা নিয়ে রিকশায় করে কাজীর দেউড়ি যাওয়ার পথে কয়েকজন ছিনতাইকারী গতিরোধ করে। অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ব্যাগভর্তি পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে যায় তারা। এ ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় মামলা করা হলেও ছিনতাই হওয়া টাকা উদ্ধার হয়নি।'

গত ৭ এপ্রিল আন্দরকিল্লা থেকে টাকা নিয়ে চান্দগাঁওয়ের বাসায় ফিরছিলেন রশিদুল হাসান নামের এক ব্যক্তি। আন্দরকিল্লা এলাকায় আট-নয়জন যুবক তাঁকে ঘিরে ধরেন। ওই যুবকদের একজনের বোনকে তিনি উত্ত্যক্ত করেছেন—এমন মিথ্যা অভিযোগ তুলে তাঁকে মারধর করতে থাকেন। পরে তাঁর কাছে থাকা পাঁচ লাখ টাকার ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যান তাঁরা। পরে অভিযান চালিয়ে ৬০ হাজার টাকা উদ্ধার এবং চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বাকি টাকা এখনো উদ্ধার করা যায়নি।

১ মে সন্ধ্যায় মুরাদপুর রেলক্রসিং এলাকায় ছিনতাইয়ের শিকার হন প্রবাসী নাসিম আহমেদ। তিনি বলেন, রাত ১০টার দিকে রিকশাযোগে বাসায় যাওয়ার পথে কয়েকজন অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাঁর মুঠোফোন ও টাকা নিয়ে যান কয়েকজন যুবক। থানা-পুলিশের নানা জেরা, ঝামেলামুক্ত থাকতে তিনি মামলা করেননি।

পুলিশ জানায়, নগরের লাভ লেন, নেভাল অ্যাভিনিউ, এম এ আজিজ স্টেডিয়াম, সিআরবি, টাইগারপাস মোড়, কদমতলী, ডিসি হিল, রাইফেল ক্লাব, শহীদ মিনার এলাকা, সার্সন রোড, আসকার দিঘির পাড়, গণি বেকারি মোড়, রহমতগঞ্জ এলাকা, নিউমার্কেট, বিআরটিসি মোড়, অক্সিজেন রোড এলাকাকে ছিনতাইপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব এলাকায় নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে।

তবে নগরের নিউমার্কেট, আন্দরকিল্লা, নেভাল অ্যাভিনিউ এলাকায় প্রায়ই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে বলে স্থানীয় ব্যক্তিরা অভিযোগ করেছেন। নিউমার্কেট এলাকায় ছিনতাই হওয়া বেশির ভাগ টাকা হুন্ডির হওয়ায় ভুক্তভোগীরা মামলা করেন না বলে পুলিশ জানায়।

২০১৪ সালে ১০২ জন ছিনতাইকারীর তালিকা প্রস্তুত করে চট্টগ্রাম নগর পুলিশ। এরপর তালিকাটি আর হালনাগাদ করা হয়নি। ওই তালিকার কতজন গ্রেপ্তার হয়েছেন, কতজন জামিনে আছেন, সে তথ্য পুলিশের কাছে নেই।

জানতে চাইলে নগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (অপরাধ ও অভিযান) দেবদাস ভট্টাচার্য *প্রথম আলোকে* বলেন, সম্প্রতি নগরের ১৬ থানাকে ১৪৫টি অঞ্চল (বিটে) ভাগ করা হয়েছে। বিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যরা ওই এলাকায় কারা ছিনতাইয়ে জড়িত, তা খুঁজে বের করবেন। এরপর ছিনতাইকারীদের তালিকা হালনাগাদ করা হবে।

জুড়ীতে তোপের মুখে পাউবোর কর্মকর্তারা

জুড়ী (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি ●

মৌলভীবাজারের জুড়ী নদীর ভাঙনকবলিত প্রতিরক্ষা বাঁধ পরিদর্শনে গিয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা স্থানীয় লোকজন ও জনপ্রতিনিধিদের তোপের মুখে পড়েন। ওই কর্মকর্তাদের গাফিলতির কারণে বাঁধ ভেঙে উপজেলার ২৩টি গ্রাম প্লাবিত হওয়ায় এলাকাবাসী তাঁদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার সকাল থেকে ১৮ মে সকাল পর্যন্ত ভারী বর্ষণ ও উজান থেকে আসা পাহাড়ি ঢলে জুড়ী নদীর প্রতিরক্ষা বাঁধের জায়ফরগর ইউনিয়নের গৌরীপুর গ্রামে দুটি, পশ্চিম জুড়ী ইউনিয়নের উত্তর ভবানীপুর গ্রামে একটি, সাগরনাল ইউনিয়নের কাশিনগর গ্রামে দুটি, রানীমোড়ায় একটি ও বরইতলি গ্রামে দুটি, গোয়ালবাড়ী ইউনিয়নের পূর্ব শিলুয়া গ্রামে একটি ও পশ্চিম শিলুয়া গ্রামে একটি এবং ফুলতলা ইউনিয়নের দক্ষিণ সাগরনাল গ্রামে একটি ও বিরইনতলা গ্রামের একটি স্থানে ভাঙন দেখা দেয়। এতে পানি ঢুকে এসব ইউনিয়নের ২৩টি গ্রাম প্লাবিত হয়ে অন্তত ২০ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিরা জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে পাউবোর কয়েকজন কর্মকর্তা জায়ফরনগরের গৌরীপুর গ্রামে ভাঙনকবলিত স্থান পরিদর্শনে যান। একপর্যায়ে স্থানীয় লোকজন তাঁদের দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গুলশান আরা চৌধুরী ও জায়ফরনগর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মাছুম রেজা সেখানে ছুটে যান। এ সময় দীর্ঘদিন ধরে বাঁধগুলো মেরামত না করায় তাঁরা পাউবোর কর্মকর্তাদের দায়ী করেন।

উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান কিশোর রায় চৌধুরী বলেন, সাগরনাল, জায়ফরনগর ও গোয়ালবাড়ী ইউনিয়নের ভেঙে পড়া বাঁধগুলো দীর্ঘদিন ধরে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ছিল। এসব বাঁধ মেরামতের ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের মাসিক সমন্বয় সভায় একাধিকবার পাউবোর কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু কাজ হয়নি।

সরকারি সেবার মান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইতিমধ্যে জনসাধারণের মতামত নেওয়ার জন্য একটি ওয়েবসাইটও খোলা হয়েছে। www.mdps.gov.qa ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরতে পারেন যে কেউ। সরেজমিনে সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে কিছু নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তর জেনে নিচ্ছেন জরিপকর্মীরা। এ জরিপ কার্যক্রমে অংশ নিয়ে সরকারের সেবার মান উন্নয়নে সহযোগিতা করতে অভিবাসী ও কাতারের নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে উন্নয়ন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

শাড়িতে জরি-চুমকি

গৃহবধূ শাহানা আক্তার সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে শাড়িতে জরি-চুমকি লাগানোর কাজ করেন। একটি শাড়িতে জরি-চুমকির কাজ করতে তাঁর তিন দিন লাগে। এভাবে একটি শাড়িতে কাজ করে তিনি পান ৩০০ টাকা। সামনে পবিত্র ঈদুল ফিতরের কারণে এখন কাজ পাচ্ছেন বেশ ভালো। ১৯ মে পাবনার চাটমোহর উপজেলার ভাদড়া গ্রাম থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

কাপ্তাই হ্রদে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ

রাঙামাটি প্রতিনিধি ●

কাপ্তাই হ্রদে মাছের উৎপাদন বাড়াতে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন (বিএফডিসি) নানা উদ্যোগ নিয়েছে। বাড়তি পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যে করপোরেশন আটটি হ্যাচারি নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। এসব হ্যাচারির নির্মাণকাজ শেষ হলে এখনকার চেয়ে পাঁচগুণ পোনা ছাড়বে কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া হ্রদে মাছের উৎপাদন বাড়াতে বছরে দুই থেকে তিন মাসের মাছ ধরার যে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় সেটাও বলবৎ থাকবে।

রাঙামাটি বিএফডিসি কার্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১২ মে থেকে হ্রদে মাছ ধরা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মাছের উৎপাদিত বাড়াতেই এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কেউ যেন আইন ভঙ্গ করে মাছ শিকার করতে না পারে সে জন্য নৌ পুলিশও হ্রদে নজরদারি করছে। পোনা অবমুক্ত করা ও প্রাকৃতিক প্রজননের এ সময় মাছ শিকার বন্ধ থাকায় হ্রদে মাছ উৎপাদন বাড়ছে বলে জানান বিএফডিসির ব্যবস্থাপক মো. মইনুল ইসলাম। তিনি জানান, কাপ্তাই হ্রদে তালিকাভুক্ত ১৯ হাজারের বেশি জেলে মাছ শিকার করেন। গত মৌসুমে হ্রদ থেকে ১০ কোটি ৫৪ লাখ ৪৮ হাজার টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। মাছ আহরিত হয়েছে আট হাজার ৯৭৪ মেট্রিক টন। রাজস্ব আয় ও মাছের উৎপাদন গত কয়েক বছরের তুলনায় বেশি বলে তিনি জানান।

বিএফডিসির ব্যবস্থাপক জানান, ৭২০ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট কাপ্তাই হ্রদে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর অনেক সুযোগ রয়েছে। মাছের উৎপাদন বাড়াতে প্রতি বছর হ্রদে ২০ থেকে ২২ টন বড় প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। ভবিষ্যতে ১০০ থেকে ১৫০ টন পোনা অবমুক্ত করা হবে। এ লক্ষে পোনা উৎপাদনের জন্য আটটি হ্যাচারি নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

বিএফডিসির ব্যবস্থাপক মো. মইনুল ইসলাম আরও বলেন, কাপ্তাই হ্রদের বিভিন্ন নদীর মোহনা ভরাট হয়ে যাওয়ায় মাছের প্রাকৃতিক প্রজননে ব্যাঘাত ঘটছে। হ্রদ খননের মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি করে ওই সব প্রজননক্ষেত্রগুলো ফিরিয়ে আনা দরকার। পানি দূষণ, কচুরিপানা কাপ্তাই হ্রদে মাছ উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। তবে মাছের উৎপাদন বাড়াতে জেলা মৎস্য অধিদপ্তর হ্রদের প্রকৃত জেলেদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এতে জেলেরাও অনেক সচেতন হয়েছে। সে কারণে আগের মতো মাছের প্রজনন মৌসুমে অবৈধ মাছ শিকার হয় না বলে তিনি দাবি করেন।

জানা গেছে, ১৯৬৬ সালে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনের দায়িত্ব নেয় বিএফডিসি। মাছের উৎপাদন বাড়াতে এর আগেও কিছু কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবার হ্রদে জাগ (এক ধরনের ফাঁদ) দিয়ে মাছ শিকার বন্ধ, হ্রদের ভেতরে বিভিন্ন ঝিরি বা ঘোনায় জাল দিয়ে পৃথকভাবে মাছ উৎপাদনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। এ ধরনের ব্যবস্থায় প্রকৃত জেলেরা ক্ষতির সম্মুখীন হন। কারণ তখন হ্রদের অনেক অংশ ব্যক্তি পর্যায়ে প্রভাবশালীদের দখলে চলে যায়। তবে খাঁচায় মাছ চাষের ব্যবস্থা করা হবে। হ্রদে খাঁচায় মাছ চাষের সম্ভাবনার ব্যাপারে ইতিমধ্যে পরীক্ষা হয়েছে।

সড়কটি এক বছর ধরে অন্ধকারে

সিলেট প্রতিনিধি ●

প্রায় এক বছর ধরে সড়কবাতি বিকল। তাই রাস্তায়ও থাকে অন্ধকার। এই সুযোগে ছিনতাইকারীরাও হয়ে উঠেছে বেপরোয়া। প্রায়ই দুর্বৃত্তদের কবলে পড়তে হচ্ছে নগরবাসীকে। সড়কবাতি চালু চেয়ে এলাকাবাসী তিনবার সিটি করপোরেশনকে লিখিতভাবে জানিয়েছে। কিন্তু কোনো ফল নেই।

সিলেট নগরের গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর সড়কের চিত্র এটি। লাক্কাতোরা এলাকার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সামনে থেকে বড়শলা বাজার পর্যন্ত অন্তত তিন কিলোমিটার এলাকায় সড়কবাতিগুলো এক বছর ধরে জ্বলছে না। কারণ সেগুলো বিকল।

অথচ এ সড়ক দিয়েই সিলেট এম এ জি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সিলেট ক্যাডেট কলেজ, পর্যটন করপোরেশন, বন বিদ্যালয় এবং লাক্কাতোরা ও মালনীছড়া চা-বাগানসহ গুরুত্বপূর্ণ নানা প্রতিষ্ঠান ও স্থানে যেতে হয়।

সিলেট ক্যাডেট কলেজের বিপরীতে বিকাশ কুমার বণিকের টং দোকান অবস্থিত। তাঁর দেওয়া তথ্যমতে, বছর খানেক ধরে সেখানে সড়কবাতি জ্বলছে না। ফলে প্রায়ই হচ্ছে ছিনতাই। গত শুক্রবার রাতেও এক ভাঙারি ব্যবসায়ী ছিনতাইয়ের শিকার হন।

সম্প্রতি কথা হয় চাকরিজীবী আনোয়ার মিয়ার সঙ্গে। তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পদস্থ পদে আছেন। আনোয়ার মিয়া বলেন, 'বিমানবন্দরের কারণে এ সড়ক দিয়ে রাতেও চলাফেরা করতে হয়। অথচ সড়কটি থাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন। এতে ভয় হয়।'

বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গৌছুল হোসেন বলেন, অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ছিনতাইকারীদের তৎপরতা আগেও ছিল। ইদানীং এ সড়কে টহল বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

পণ্য খালাসে বিলম্ব বিপাকে ব্যবসায়ীরা

পণ্য পরিবহন বাড়লেও জেটি ও পণ্য রাখার চত্বর বাড়েনি

মাসুদ মিলাদ, চট্টগ্রাম ●

চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ আসার পর এখন আর আগের মতো কয়েক দিনের মধ্যে পণ্য হাতে পাচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা। কনটেইনার পণ্য নিয়ে জাহাজ আসার পর এখন বন্দরের বাইরে অপেক্ষা করতে হচ্ছে সর্বোচ্চ আট-নয় দিন। রড তৈরির কাঁচামালসহ সাধারণ পণ্যবাহী জাহাজ অপেক্ষা করছে কোনোটি এক মাসেরও বেশি সময় ধরে।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, পণ্য পরিবহন বাড়তে থাকলেও বন্দর কর্তৃপক্ষ সে অনুযায়ী জেটি ও পণ্য রাখার চত্বর নির্মাণ করেনি। গত আট বছরে এক ইঞ্চি জেটিও নির্মিত হয়নি। কাগজে-কলমে বন্দরে কনটেইনার জাহাজের ১৩টি এবং সাধারণ পণ্যবাহী জাহাজ ভেড়ানোর ৬টি জেটি রয়েছে। সংস্কারকাজ ও অপেক্ষাকৃত লম্বা জাহাজের জন্য একাধিক জেটিতে জাহাজ ভেড়ানো যাচ্ছে না। ফলে এখন পণ্য আমদানি-রপ্তানির ভরা মৌসুমে এসে বিপাকে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা।

বন্দরের জাহাজের তালিকায় দেখা যায়, বন্দর জলসীমায় আসার পর এখন প্রতিদিন গড়ে ৯ থেকে ১১টি জাহাজ জেটি বরাদ্দ পাচ্ছে না। এসব জাহাজ বন্দরের বহির্নোঙরে রাখতে হচ্ছে। অথচ একই সময়ে দুবার চট্টগ্রাম থেকে সিঙ্গাপুর বন্দরে জাহাজ আসা-যাওয়া করতে পারে।

জাহাজ আসার পরও নির্ধারিত সময়ে পণ্য হাতে না পাওয়ায় পোশাকশিল্পের মালিকেরা রপ্তানি পণ্য ক্রেতার হাতে তুলে দিতে পারবেন কি না, তা নিয়ে শঙ্কায় আছেন। যেমন ঢাকার তারাসিমা অ্যাপারেলস লিমিটেড কনটেইনারে করে ১০ লাখ গজ কাপড় আমদানি করছে। এর মধ্যে 'এমভি থরস্ট্রম' জাহাজে নয়টি

বন্দর জলসীমায় আসার পর এখন প্রতিদিন গড়ে ৯ থেকে ১১টি জাহাজ জেটি বরাদ্দ পাচ্ছে না

কনটেইনারে ৩ লাখ ৭৮ হাজার গজ কাপড় আনা হয়েছে। জাহাজটি বন্দরের বহির্নোঙরে আসার নয় দিন পর জেটি বরাদ্দ পেয়েছে।

তারাসিমা অ্যাপারেলসের উপব্যবস্থাপক (সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট) মিজানুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ক্রেতার সময়সীমা অনুযায়ী ৩০ দিনের মধ্যে পোশাক উৎপাদন করে জাহাজে তুলে দিতে হবে। অথচ জাহাজ বন্দরে আসার পর পণ্য হাতে পেতেই ১০ দিন দেরি হচ্ছে। বন্দরে জাহাজ দ্রুত ভিড়তে না পারায় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।'

কনটেইনারে আনা পণ্যের বড় অংশই পোশাকশিল্পের কাঁচামাল তুলা, কাপড় ইত্যাদি। বন্দরে কনটেইনার জাহাজের জটের কারণে সবচেয়ে ভুক্তভোগী হচ্ছেন তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকেরা। বিজিএমইএর বন্দর ও জাহাজীকরণ-বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, যেখানে কম সময়ে পণ্য হাতে পাওয়ার কথা, এখন সেখানে উল্টো দিন দিন দেরিতে পণ্য হাতে পাচ্ছেন পোশাকশিল্পের মালিকেরা। বন্দর সেবা দিতে না পারায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পোশাকশিল্প।

জাহাজ কোম্পানির কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রতিদিন বন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি বাড়ছে। গত মাসেই বন্দর দিয়ে ১ লাখ ৯৮ হাজার একক কনটেইনার ওঠানো-নামানো হয়েছে। পণ্য আমদানি বাড়ায় জাহাজ থেকে কনটেইনার ওঠানো-নামানো, খালাস—সব ক্ষেত্রেই জট লেগে গেছে।

কনটেইনার জাহাজ পরিচালনাকারী সি কনসোর্টিয়াম লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক ক্যাপ্টেন আহমেদ সাহেদ চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, চট্টগ্রামে জটের কারণে সিঙ্গাপুর ও কলম্বো বন্দরেও চট্টগ্রামমুখী কনটেইনার পড়ে আছে। এই বাড়তি কনটেইনার আনার জন্য জাহাজ কোম্পানিগুলোকে নিজেদের বহরে থাকা জাহাজের পাশাপাশি অতিরিক্ত জাহাজ ভাড়া করতে হচ্ছে।

বন্দর পর্ষদের সদস্য জাফর আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রতিবছর রোজার আগে পণ্য আমদানি বাড়ে। এবার রোজার সঙ্গে বাজেট উপলক্ষেও পণ্য আমদানি বেড়েছে। এ কারণে সমস্যা তৈরি হয়েছে। পণ্য আমদানি বাড়ায় তা ওঠানো-নামানোর জন্য বিকল্প পদ্ধতি খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।

টানা বৃষ্টিতে কুমিল্লা নগরের বিভিন্ন সড়কে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এতে নগরবাসীকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। নগরের শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ স্টেডিয়াম সড়ক থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

টানা বৃষ্টিতে কুমিল্লা নগরে জলাবদ্ধতা, দুর্ভোগে মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা ●

টানা দুই দিনের বৃষ্টিতে নাকাল কুমিল্লার নগরবাসী। অতিবৃষ্টির কারণে নগরের বিভিন্ন এলাকার মানুষ পানিবন্দী। বৃষ্টির পানি নালা উপচে পড়ে সড়কে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করেছে। এতে এসব সড়ক দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে নগরের পাঁচ লাখ বাসিন্দা।

২০ ও ২১ মে বিকেলে নগরের কয়েকটি এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, নিম্নচাপের কারণে ১৯ মে রাত থেকে ২১ মে পর্যন্ত টানা বৃষ্টিতে নগরের ভাঙাচোরা সড়কের মধ্যে পানি জমে বিতিকিচ্ছি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সড়কের কোথাও কোথাও কোমর সমান আবার কোথাও হাঁটুপানি জমে আছে। নগরের শহীদ সৌমেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়াম এলাকায় পানি ঢুকেছে টিভি, রেফ্রিজারেটর ও আসবাবের দোকানে। ওই এলাকার নালা দিয়ে পানি নামতে পারছে না। এর ফলে নালার পানি উপচে দোকানে প্রবেশ করছে। স্টেডিয়ামে তাঁত ও বস্ত্র মেলার স্টলে পানি ঢুকেছে। জেলা পুলিশ সুপারের বাসভবনের সামনের সড়ক, বাগিচাগাঁও জেলা পরিষদ ডাকবাংলো সড়ক, অশোকতলা, ছোটরা, দক্ষিণ চর্থা, রেইসকোর্স, মুরাদপুর এলাকায় বাড়িঘরে পানি ঢুকেছে।

নগরের স্টেডিয়াম এলাকার একজন ব্যবসায়ী বলেন, নগরের কান্দিরপাড় এলাকায় নালার ওপর পাইলিং করে সিটি মার্কেট নির্মাণের কারণে পানি সরতে পারছে না। এতে নিচু এলাকায় পানি জমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে।

নগরের দক্ষিণ চর্থা কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ সড়কের বিভিন্ন বাড়িতে পানি জমে আছে। এতে কয়েক হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। ওই এলাকার বাসিন্দা মো. লুৎফুর রহমান বলেন, 'টানা বৃষ্টির কারণে পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছি। ঘর থেকে বের হতে পারছি না।'

পশ্চিম বাগিচাগাঁও এলাকার বাসিন্দা কামাল হোসেন বলেন, 'ভাঙাচোরা সড়কের মধ্যে পানি জমে আছে। ভোগান্তি নিয়ে ওই এলাকা পার হতে হচ্ছে।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী শেখ নূরুল্লাহ বলেন, টানা বৃষ্টির কারণে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। যেসব সড়ক ভাঙা সেগুলো বর্ষা মৌসুমের আগেই ঠিক হয়ে যাবে। নগরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নালা ও সড়ক মেরামতের কাজ চলছে। এগুলো মেরামত হয়ে গেলে দুর্ভোগ কমে আসবে।

শুল্কমুক্ত বিপণিকেন্দ্র উদ্বোধনে আইনমন্ত্রী

আখাউড়া শিগগিরই পূর্ণাঙ্গ স্থলবন্দর হচ্ছে

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আখাউড়া প্রতিনিধি ●

আইন, বিচার ও সংসদবিষয়কমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, অচিরেই আখাউড়া স্থলবন্দর পূর্ণাঙ্গ স্থলবন্দরের ন্যায় সব পণ্য আমদানি-রপ্তানির সুযোগ পাবে। আখাউড়া স্থলবন্দরে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়, এলসি খোলাসহ ব্যবসা প্রসার ও যাত্রীদের কথা বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সুবিধা রেখে ব্যাংকের একটি শাখা খোলার ব্যবস্থা করা হবে।

১৯ মে দুপুরে আখাউড়া স্থলবন্দরে বেলাজিও নামের শুল্কমুক্ত বেসরকারি বিপণিকেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আইনমন্ত্রী এসব কথা বলেন। গ্যালাক্সি গ্রুপের চেয়ারম্যান তৌফিক উদ্দিন আহমেদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

সভায় তৌফিক উদ্দিন আহমেদ বলেন, বর্তমানে দেশের ২৩টি স্থলবন্দরের মধ্যে ১২টি দিয়ে যাত্রী আসা-যাওয়া করে। এর মধ্যে বেনাপোল, সোনামসজিদ, হিলি ও ভোমরা স্থলবন্দরে শুল্কমুক্ত বিপণিকেন্দ্র রয়েছে। আখাউড়ায়ও শুল্কমুক্ত বিপণিকেন্দ্র যাত্রা করল। এখানে প্রসাধন, টয়লেট্রিজ, চকলেট, ইলেকট্রনিকস, মোবাইল, তামাক পণ্য ও কনফেকশনারি সামগ্রী বিক্রি হবে। একজন যাত্রী ৪০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত পণ্য কিনতে পারবেন। বাংলাদেশ ও ভারতীয় যাত্রীরা বিদেশ ভ্রমণকালে এই সুবিধা পাবেন। একজন শুল্ক কর্মকর্তা এখানে পণ্য বিক্রি তদারক করবেন।

বিপণিকেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ বি তাজুল ইসলাম, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (শুল্ক, রপ্তানি, বন্ড ও আইটি) এ এফ এম শাহরিয়ার মোল্লা, জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, শুল্ক বিভাগের কুমিল্লা অঞ্চলের কমিশনার আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

এর আগে সকালে মন্ত্রী আখাউড়া পৌরসভায় 'নূর আমতুল্লা রিনা হক পৌর পাঠাগার'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। শুল্কমুক্ত বিপণি কেন্দ্র উদ্বোধন শেষ করে দুপুরের পর আখাউড়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় যোগ দেন।

কাঁঠাল স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি চলছে। ছুটির দিনে বিক্রির জন্য কাঁধে কাঁঠাল নিয়ে পাহাড়ি পথ বেয়ে বাজারে যাচ্ছে দুই শিশু। ছুটির দিনে তারা বাবাকে যেমন বিশ্রাম দিচ্ছে, তেমনি পরিবারকেও আর্থিকভাবে সহায়তার চেষ্টা করছে। সম্প্রতি খাগড়াছড়ি সদরের তৈবাকলাই এলাকা থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

ডিএনএ প্রতিবেদন নিয়ে রশি টানাটানি

তনু হত্যাকাণ্ডের দুই মাস পেরিয়ে গেছে

গাজীউল হক, কুমিল্লা ●

কুমিল্লার কলেজছাত্রী সোহাগী জাহান তনু হত্যার দুই মাস পূর্ণ হয়ে গেছে ২০ মে। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের তদন্তে কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। উল্টো ডিএনএ প্রতিবেদন পাওয়া নিয়ে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে ফরেনসিক কমিটির রশি টানাটানি চলছে। দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন আটকে গেছে এই টানাপোড়েনে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তদন্ত সহায়ক দলের প্রধান সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার আবদুল কাহার আকন্দ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'তনু হত্যার সঙ্গে যাঁদের আমরা সাসপেক্ট (সন্দেহ) করছি, তাঁদের সবার ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের সঙ্গে মেলানো হবে।' তনুর মায়ের দাবি, সার্জেন্ট জাহিদ ও সিপাহি জাহিদ এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। এঁদের ডিএনএ সংগ্রহ করা হবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে কাহার আকন্দ বলেন, 'আমরা সাসপেক্ট সবাইকেই এর আওতায় আনব।'

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও সিআইডির পুলিশ পরিদর্শক গাজী মোহাম্মদ ইব্রাহীম বলেন, ডিএনএ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলানো সময়ের ব্যাপার। এটা হুট করে করা সম্ভব নয়।

তনুর দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনের জন্য গঠিত মেডিকেল বোর্ড সিআইডির কাছে চিঠি দিয়েও ডিএনএ প্রতিবেদন সংগ্রহ করতে পারেনি। ইতিমধ্যে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গাজী মোহাম্মদ ইব্রাহীম আদালত থেকে ডিএনএ প্রতিবেদন নেওয়ার জন্য মেডিকেল বোর্ডকে পরামর্শ দিয়ে চিঠি দেন।

মেডিকেল বোর্ডের প্রধান ও কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কামদা প্রসাদ সাহা বলেন, এ পরিস্থিতিতে বোর্ডের সদস্যরা বৈঠকে বসবেন। আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করে ডিএনএ প্রতিবেদন নেওয়ার জন্য পদক্ষেপ নেবেন। কবে নাগাদ দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন দেওয়া হবে, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ডিএনএ প্রতিবেদন ছাড়া বোর্ড কিছুই করবে না।

তনুর বাবা ইয়ার হোসেন বলেন, 'প্রথম ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন কেন সঠিক দেওয়া হলো না, তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক। সিআইডির তদন্ত নিয়ে এখন পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট।'

প্রতিবছর এ সময়ে ছোট ছোট নৌকা আর জাল নিয়ে শত শত মানুষ হালদায় ডিম সংগ্রহ করতে নামেন। সম্প্রতি হাটহাজারী উপজেলার উত্তর মাদার্শা আজিমের ঘাট এলাকা থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

হালদায় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় মিলেনি মা-মাছের ডিম

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●

দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র হালদা নদীতে খুব অল্প পরিমাণে ডিম ছেড়েছে মা-মাছ। ১৮ মে রাতে নমুনা ডিম ছাড়ার পর ২০ মে ভোরের দিকে মা-মাছেরা খুব অল্প পরিমাণে ডিম ছেড়েছে বলে জানান জেলেরা। ফলে এবারও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় ডিম পাওয়ার আশা পূরণ হয়নি আহরণকারীদের।

হাটহাজারী উপজেলার গড়দুয়ারা এলাকার মাছের ডিম সংগ্রহকারী কামাল উদ্দিন সওদাগর *প্রথম আলোকে* বলেন, 'দুই দিনে তিন বালতি ডিম সংগ্রহ করতে পেরেছি। এই ডিম থেকে পোনা কতটুকু পাওয়া যাবে বোঝা যাচ্ছে না। প্রতিবছর নমুনা ডিম ছাড়ার পরই সাধারণত মা-মাছ সম্পূর্ণ ডিম ছেড়ে দেয়। কিন্তু এবার এখন পর্যন্ত আমাদের আশা পূরণ হয়নি। মনে হচ্ছে, এবার নদীতে মা-মাছ কম।'

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ও হালদা গবেষক মো. মনজুরুল কিবরীয়া বলেন, 'ডিম সংগ্রহের আশায় তিন শর মতো নৌকা হালদা নদীর হাটহাজারী ও রাউজান অংশে দুদিন ধরে বসে আছে। কিন্তু কেউই কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় ডিম পাননি। বৃহস্পতিবার রাতে মা-মাছ ডিম ছাড়বে বলে সবাই আশা করেছিলাম।'

ডিম আহরণকারীরা জানান, সাধারণত এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের মধ্যে হালদার ভাটিতে চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলার মধ্য দিয়ে বয়ে চলা অংশে মা-মাছেরা ডিম ছাড়ে। সম্পূর্ণ ডিম ছাড়ার আগে মা-মাছেরা নমুনা ডিম ছাড়ে।

চট্টগ্রাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রভাতী দে *প্রথম আলোকে* বলেন, গত দুদিনে আহরণকারীরা অল্প পরিমাণে ডিম সংগ্রহ করতে পেরেছেন। তবে সংগ্রহ করা ডিমের পরিমাণ গত এপ্রিলের তুলনায় বেশি।

ঘরে পাহাড়ি ঢলের পানি আশ্রয়ে ছুটছে মানুষ

জুড়ী (মৌলভীবাজার) **প্রতিনিধি** ●

এক দিন আগেও কুসুম বেগম পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সুখেই ছিলেন। উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে বসতঘরে পানি ঢুকে পড়ায় তাঁর জীবনে নেমে এসেছে দুর্ভোগ। তাই বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন পাশের পাকা সড়কের ওপর।

১৯ মে ভোরে মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার জুড়ী নদীর প্রতিরক্ষা বাঁধের কয়েকটি স্থান নতুন করে ভেঙে যাওয়ায় উপজেলার রানীমোড়া গ্রামের কুসুম বেগমের মতো শতাধিক পরিবারের বসতঘরে পানি ঢুকেছে। তাঁদের কারও বাড়িতে কোমর আবার কারও বাড়িতে বুকসমান পানি। ডুবে গেছে রাস্তাঘাট, বিস্তীর্ণ এলাকা। বন্যাকবলিত অনেকে বাড়ি ছেড়ে চা-বাগানের উঁচু টিলায় আশ্রয় নিয়েছে।

মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার জায়ফরনগর, সাগরনাল, গোয়ালবাড়ী ও ফুলতলা ইউনিয়নের আটটি গ্রাম প্লাবিত হয়। সরেজমিনে দেখা গেছে, উপজেলার সদর জায়ফরনগর ইউনিয়নের গৌরীপুর গ্রামে জুড়ী নদীর দুটি স্থানে ভাঙন দেখা দিয়েছে। ভাঙনকবলিত অংশ দিয়ে প্রবল বেগে পানি ঢুকছে।

পানি ঠেলে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটছিলেন গ্রামের বাসিন্দা কুটিনা বেগম। পথে দেখা হলে তিনি বললেন, 'বান্ধর (বাঁধ) কিনারেই বাড়ি। পানিতে সবই ভাসাই নিছে। অখন যাইতাম কই।'

পানিতে সাগরনাল ইউনিয়নের কাপনাপাহাড় চা-বাগানের বাংলা টিলা, খাসকিত্তা, বীরগোয়ালী, ভূঁইয়া টিলা ও পুরান লাইন এলাকা গতকাল সকালে তলিয়ে গেছে। বাগানের চা-কারখানায় আশ্রয় নিয়েছে বেশ কিছু শ্রমিক পরিবার। বাগানের ব্যবস্থাপক কামরুল হাসান বলেন, ২০০-২৫০ চা-শ্রমিক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাগানের প্রায় দুই লাখ চারাগাছ নষ্ট হয়ে গেছে।

গোয়ালবাড়ী ইউনিয়নের পশ্চিম শিলুয়া গ্রামের বাসিন্দা ও আওয়ামী লীগের উপজেলা কমিটির আহ্বায়ক আজির উদ্দিন আহমদ বলেন, গত বুধবার গভীর রাতে তাঁদের এলাকায় জুড়ী নদীর প্রতিরক্ষা বাঁধে ভাঙন দেখা দেওয়ায় পশ্চিম শিলুয়াসহ পূর্ব শিলুয়া, এড়ালিগুল ও দেবেরকোনা গ্রাম প্লাবিত হয়ে গেছে। এসব এলাকার বেশ কিছু লোক আশপাশের উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়েছে।

গত মঙ্গলবার রাতে জায়ফরনগর ইউনিয়নের মনতৈল ও গুচ্ছগ্রামে উঁচু টিলা ধসে পড়ায় স্থানীয় লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গুলশান আরা চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান কিশোর রায় চৌধুরী ও জায়ফরনগর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মাছুম রেজা বলেন, বন্যাকবলিত বিভিন্ন এলাকা তাঁরা সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। দুর্গত মানুষের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ নাছির উল্লাহ খান বলেন, গৌরীপুর ও গুচ্ছগ্রাম এলাকায় দুর্গত মানুষকে কিছু শুকনো খাবার, মোমবাতি ও দেশলাই দেওয়া হয়েছে। ইউএনও আরও বলেন, গুচ্ছগ্রাম ও মনতৈল এলাকায় টিলা ধস দেখা দেওয়ায় সেখানকার লোকজনকে দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যেতে তিনি স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানকে মাইকিং করাতে বলেছেন।

জুড়ী নদীর প্রতিরক্ষা বাঁধের কয়েকটি স্থান নতুন করে ভেঙে যাওয়ায় উপজেলার রানীমোড়া গ্রামের কুসুম বেগমের মতো শতাধিক পরিবারের বসতঘরে পানি ঢুকেছে

অনিয়মের অভিযোগ ওঠার পর কাজ বন্ধ

সড়ক সম্প্রসারণের কাজ

কসবা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) **প্রতিনিধি** ●

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার একটি সড়কে মেরামত ও সম্প্রসারণ কাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের অধীন সড়কটিতে কাজ বন্ধ করে দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ৯ দশমিক ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১২ ফুট প্রশস্ত কসবা-কুটি বাজার সড়কের মেরামত ও সম্প্রসারণ কাজের জন্য ২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয় সওজ। বাগেরহাটের মোজাহার এন্টারপ্রাইজ নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এ কাজ পায়। দরপত্র অনুযায়ী সড়কটির দুই পাশেই তিন ফুট করে ছয় ফুট গর্ত করে বালু-পাথর ফেলে তার ওপর কার্পেটিং করার কথা। কিন্তু ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি কসবা পৌরসভার শাহপুর গ্রাম এলাকায় আধা কিলোমিটার সড়কে এক পাশে কোনো কাজই করেনি।

তবে অনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মোজাহার এন্টারপ্রাইজের ব্যবস্থাপক মো. শাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেন, প্রাক্কলন অনুযায়ী ঠিকঠাকই কাজ হচ্ছে। অবশ্য 'ভুলবশত' একটা জায়গায় মাটি কাটা হয়নি।

অনিয়মের বিষয়টি প্রথমে এলাকাবাসীর নজরে আসে। এরপর শাহপুর গ্রামের বাসিন্দা মো. কামাল হোসেন, মানিক চৌধুরী ও আলমগীর ৮ মে ইউএনওর মাধ্যমে সওজের প্রধান প্রকৌশলীর কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দেন। এরপর ওই দিনই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন কসবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম।

ইউএনও বলেন, তিনি সরেজমিনে রাস্তাটি দেখেছেন। সওজের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ রাস্তাটির কাজের মান না দেখা পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এলাকাবাসীর দেওয়া অভিযোগটি সওজের প্রধান প্রকৌশলীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মো. আমির হোসেন বলেন, রাতের বেলায় কাজ করছিল ওই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। কাজে কিছু ত্রুটি ধরা পড়ায় প্রতিষ্ঠানটিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কুমিল্লা থেকে বিশেষজ্ঞ দল এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কাজের মান ঠিক করবে। তারপরই কাজ শুরু হবে।

নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ভোলাসহ দেশের উপকূলীয় এলাকায় ২১ মে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু আঘাত হানে। এ সময় চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গা এলাকার এক ব্যক্তি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছেন। ওই দিন বেলা দেড়টার দিকে পতেঙ্গার মিরা পাড়া এলাকা থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

সাংসদ ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে মনোনয়ন-বাণিজ্যের অভিযোগ

সাভারে ইউপি নির্বাচনে আ.লীগের প্রার্থী বাছাই

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার ●

আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে ঢাকার সাভার উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় সাংসদের বিরুদ্ধে মনোনয়ন-বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি সাভারে এক সভায় উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসিনা দৌলা এ অভিযোগ তোলেন।

সাংসদ এনামুর রহমানের মালিকানাধীন এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মিলনায়তনে সম্প্রতি দলীয় চেয়ারম্যান প্রার্থীদের নিয়ে ওই সভা করা হয়। সভায় হাসিনা দৌলা ছাড়াও সাংসদ এনামুর, সাভার পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল গণি, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলামসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

হাসিনা দৌলা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ওই সভায় সাংসদ এনামুর রহমানকে আমি বলেছি, দুই জায়গা থেকে ব্যবসা করার জন্য আপনি ভালো প্রার্থী রেখে অযোগ্য প্রার্থীদের বাছাই করেছিলেন। একই অভিযোগে আমি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলী হায়দারকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছি।'

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ইউপি নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক পক্ষের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সাংসদ এনামুর রহমান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলী হায়দার। অন্য পক্ষে রয়েছেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসিনা দৌলা ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল আলম রাজীব। সাংসদের ইচ্ছায় সাভারের ১২টি ইউপিতে চেয়ারম্যান পদে প্রথমে একটি তালিকা কেন্দ্রে পাঠানো হয়। এরপর হাসিনা দৌলার পক্ষ থেকে কেন্দ্রে আরেকটি তালিকা পাঠানো হয়। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্র থেকে যাঁদের মনোনয়ন দেওয়া হয়, তাঁদের মধ্যে সাংসদের পছন্দের প্রার্থী রয়েছেন চারজন। আর হাসিনা দৌলার তালিকা থেকে প্রার্থী রয়েছেন আটজন।

> সাংসদের ইচ্ছায় সাভারের ১২টি ইউপিতে চেয়ারম্যান পদে প্রথমে একটি তালিকা কেন্দ্রে পাঠানো হয়। এরপর হাসিনাদৌলার পক্ষ থেকে কেন্দ্রে আরেকটি তালিকা পাঠানো হয়

সভায় উপস্থিত থাকা দলের কয়েকজন নেতা বলেন, হাসিনা দৌলার তালিকা থেকে প্রার্থী হওয়া পাঁচজন সেখানে অভিযোগ করেছেন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতারা মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে তাঁদের নাম বাদ দিয়ে অযোগ্য প্রার্থীদের নাম কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য কেন্দ্রের হস্তক্ষেপে পরে তাঁরা মনোনয়ন পান।

জানতে চাইলে আলী হায়দার বলেন, তৃণমূলের মতামতের ভিত্তিতেই প্রার্থী বাছাই করা হয়েছিল। ওই বাছাইয়ে সাংসদ এনামুর রহমানেরও সম্মতি ছিল। তাঁর (সাংসদ) পছন্দের প্রার্থীও ছিল ওই তালিকায়। এটা দল থেকে কাউকে বহিষ্কার বা অবাঞ্ছিত ঘোষণা করার মতো কোনো কারণ হতে পারে না। তিনি বলেন, 'যাঁরা আমাদের বিরুদ্ধে বাণিজ্যের অভিযোগ করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও বাণিজ্যের অভিযোগ রয়েছে।'

সাংসদ এনামুর রহমান বলেন, 'আমি তো আর মনোনয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। তাই আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা সঠিক নয়।'

বালিয়ায় ধানের শীষ নেই কারও হাতে

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি ●

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার বালিয়া ইউনিয়ন পরিষদে (ইউপি) বিএনপির দুই মনোনয়নপ্রত্যাশীই অনড়। এ কারণে দলটি সেখানে প্রার্থী দিতে পারেনি। দলের দুই নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন। এতে দ্বিধায় পড়েছেন দলটির কর্মী-সমর্থকেরা।

দলীয় সূত্র জানায়, গত ১২ ফেব্রুয়ারি সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিএনপির প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানানো হয়। এতে উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক—এই পাঁচজনকে ইউনিয়ন থেকে একজন করে চেয়ারম্যান প্রার্থীর নাম সুপারিশ করে কেন্দ্রে পাঠাতে বলা হয়। এ নির্দেশনা মেনে ঠাকুরগাঁওয়ের পাঁচটি উপজেলার ৫৩টি ইউপিতে পর্যায়ক্রমে বিএনপি দলীয় প্রার্থী বাছাই করে। পঞ্চম ধাপে সদর উপজেলার নয়টি ইউপির আটটিতে প্রার্থী বাছাই করে কেন্দ্রে পাঠানো হয়। বিভক্তির কারণে বালিয়া ইউপিতে কারও নাম পাঠায়নি কমিটি। এ নয়টি ইউপিতে ভোট হচ্ছে ২৮ মে।

বালিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইদ্রিস আলী বলেন, বাছাই কমিটির সভায় ইউনিয়ন বিএনপির প্রতিনিধিরা চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সদস্য জুলফিকার আলী ভুট্টোর পক্ষে মত দেন। কিন্তু সদর থানা বিএনপির সহসভাপতি আফাজউদ্দিন ভূঁইয়াও মনোনয়ন চান। এ দুই মনোনয়নপ্রত্যাশীর অনড় অবস্থানকে ঘিরে উপজেলা ও জেলা বিএনপির নেতা-কর্মীরা বিভক্ত হয়ে পড়েন। পরে প্রার্থী চূড়ান্ত করতে ১৭ এপ্রিল জেলা পর্যায়ের নেতারা দুই মনোনয়নপ্রত্যাশীর সঙ্গে আলোচনায় বসেন। এরপরও কেউ ছাড় দিতে রাজি হননি। এ অবস্থায় প্রার্থী না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন নেতারা। এ সিদ্ধান্তের পর জুলফিকার আলী ভুট্টো ও আফাজউদ্দিন ভূঁইয়া দুজনই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেন।

ইদ্রিস আলীর মতে, বালিয়া ইউনিয়নে বিএনপির ভোট বেশি। একক প্রার্থী বাছাই করতে গিয়ে দলের ক্ষতি যেন না হয়, সে জন্য বিএনপির কোনো প্রার্থী দেওয়া হয়নি। এ সিদ্ধান্তের কারণে দলের কর্মী-সমর্থকেরাও নিজেদের পছন্দের প্রার্থীর পক্ষে ভাগ হয়ে প্রচারণা চালাচ্ছেন। তিনিও জুলফিকার আলী ভুট্টোর সমর্থনে কাজ করছেন। ইউনিয়নের ৮০ শতাংশ নেতা-কর্মী জুলফিকারের সঙ্গেই আছেন।

বড় বালিয়া গ্রামের আবদুল জলিল নামের বিএনপির এক সমর্থক বলেন, চেয়ারম্যান পদে একই দলের দুজন প্রার্থী থাকলে ধানের শীষের ভোটারদের ভোট ভাগ হয়ে যেতে পারে। এটা দলের প্রার্থীর জয়েও প্রভাব ফেলতে পারে। ধানের শীষ প্রতীক থাকলে বিএনপির প্রার্থীর জয়ী হতে কষ্ট হতো না।

> বিভক্তির কারণে বালিয়া ইউপিতে কারও নাম পাঠায়নি কমিটি। এ নয়টি ইউপিতে ভোট হচ্ছে ২৮ মে

মাহানপাড়া এলাকার বিএনপির কর্মী সৈয়দ উদ্দিন বলেন, 'কার পক্ষে কাজ করব বুঝে উঠতে পারছি না। পরে কী বিপদে পড়তে হয় ভেবে চুপচাপ আছি।'

স্বতন্ত্র প্রার্থী আফাজউদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, 'ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক ও কয়েকটি ওয়ার্ডের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক টাকার বিনিময়ে জুলফিকার আলীর পক্ষে কাজ করছেন। কিছু নেতা-কর্মী টাকা দিয়ে ভোট কিনে নিলেই জয়ী হওয়া যাবে না। ভোটাররা আমার সঙ্গেই আছেন। জয়ী হয়ে প্রমাণ করতে চাই, আমার হাতে ধানের শীষ তুলে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল।'

অপর প্রার্থী জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, 'গত ইউপি নির্বাচনে অল্প ভোটে পরাজিত হয়েছিলাম। ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা তাই দলের প্রার্থী হতে আমাকে চাপ দেন। তাঁদের সমর্থনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। ধানের শীষ না পাওয়ায় একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। যাঁরা আমাকে ধানের শীষে ভোট দিতেন না, তাঁরাও এখন ভোট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। দলের নেতা-কর্মীরা টাকার জন্য নয়, ভালোবেসেই আমার সমর্থনে কাজ করছেন।'

সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবদুল হামিদ বলেন, বালিয়া ইউনিয়নে ধানের শীষের প্রার্থী না থাকলেও বিএনপির দুই প্রার্থীর মধ্যেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। এ কারণটি বিবেচনা করেই সেখানে কারও হাতে ধানের শীষ তুলে দেওয়া হয়নি।

রাঙামাটিতে ভয়ে চারজন প্রার্থী হননি

ইউপি নির্বাচন বর্জনের আবার হুমকি আ. লীগের

রাঙামাটি অফিস ●

রাঙামাটির চারটি ইউনিয়ন পরিষদে (ইউপি) আওয়ামী লীগের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থীরা প্রাণনাশের হুমকি পেয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেননি। এ ছাড়া ভয়ভীতির কারণে তিনটি ইউপিতে প্রার্থী হওয়ার মতো আগ্রহী কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সন্ত্রাসীদের অব্যাহত হুমকির কারণে দলের অনেক চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী এলাকা ছেড়ে এখন রাঙামাটি শহরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে রাঙামাটিতে ইউপি নির্বাচন শেষ পর্যন্ত বর্জন করতে বাধ্য হবেন বলে হুমকি দিয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের নেতারা।

সম্প্রতি শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান রাঙামাটি জেলা আওয়ামী লীগের নেতারা। নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকায় তাঁরা অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

আগামী ৪ জুন ষষ্ঠ ধাপে রাঙামাটি জেলার ৪৯টি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১০ মে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল। ইউপি নির্বাচনের তৃতীয় ধাপে রাঙামাটিতে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তখন সন্ত্রাসীদের হুমকির কারণে আওয়ামী লীগ ১৯টি ও বিএনপি ২৭টি ইউপিতে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী দিতে পারেনি। পরে নির্বাচন কমিশন রাঙামাটির সবকটি ইউনিয়নের নির্বাচন স্থগিত করে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বাঘাইছড়ি উপজেলার বঙ্গলতলী ও সারোয়াতলী এবং জুরাছড়ি উপজেলার দুমদুম্যা ইউনিয়নে দলের কোনো নেতা-কর্মী চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হতে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। এ কারণে এই তিন ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের কোনো প্রার্থী নেই। বাকি ৪৬টি ইউপিতে চেয়ারম্যান পদে দলীয় প্রার্থী থাকলেও চরজন মনোনয়নপত্র জমা দেননি। সন্ত্রাসীদের ভয়ভীতি ও প্রাণনাশের হুমকির কারণে জুরাছড়ি উপজেলার বনযোগীছড়া, রাঙামাটি সদর উপজেলার কুতুকছড়ি, নানিয়ারচর উপজেলার ঘিলাছড়ি এবং কাউখালী উপজেলার ফটিকছড়ি ইউনিয়নে দলীয় চেয়ারম্যান প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেননি। সন্ত্রাসীদের হুমকির কারণে অনেক চেয়ারম্যান প্রার্থী এলাকা ছেড়ে রাঙামাটি শহরে অবস্থান করছেন বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান রাঙামাটি জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. মুছা মাতব্বর। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন জেলা আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য মাহাবুবুর রহমান, সহসভাপতি রুহুল আমিন ও মো. কামাল উদ্দিন। এ সময় জেলা আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মী এবং কয়েকজন ইউপি চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী উপস্থিত ছিলেন।

জানতে চাইলে নানিয়ারচর উপজেলার ঘিলাছড়ি ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী পরিতোষ চাকমা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আওয়ামী লীগ আমাকে মনোনয়ন দিয়েছে সত্য। তবে আমি মনোনয়নপত্র জমা দেইনি।' কী কারণে মনোনয়নপত্র জমা দেননি, সে বিষয়ে কোনো কথা বলতে চাননি তিনি।

বাঘাইছড়ির দুটি ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে দলের কেউ প্রার্থী হতে আগ্রহ না প্রকাশ করার বিষয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বৃষ কেতু চাকমা বলেন, 'কেউ প্রার্থী হতে না চাইলে জোর করে তো কাউকে মনোনয়ন দেওয়া সম্ভব নয়।' ভয়ভীতির কারণে এমনটি হয়েছে কি না, সে বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

এদিকে সংবাদ সম্মেলনে কারা বা কোন দল প্রার্থীদের হুমকি দিচ্ছে, এই প্রশ্নের জবাবে জেলা আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন, 'আমরা কোনো দলকে উদ্দেশ করে কিছু বলছি না। যারা এসব কাজ করে, তারা সন্ত্রাসী। আমরা সন্ত্রাসীদের কথা বলছি।'

সংবাদ সম্মেলন শেষে অন্তত তিনজন চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী নাম না প্রকাশের শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, অপরিচিত মুঠোফোন নম্বর থেকে তাঁদের প্রতিদিন হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং এলাকায় যেতে বারণ করা হচ্ছে। সে কারণে তাঁরা এখন রাঙামাটি শহরে থাকছেন। সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি না হলে তাঁদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো সম্ভব হবে না বলে তাঁরা জানান।

এ বিষয়ে রাঙামাটির জেলা প্রশাসক সামসুল আরেফিন বলেন, ইউপি নির্বাচনের কোনো প্রার্থীকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে, এ রকম কিছু তিনি শোনেননি। নির্বাচনে পরিবেশ নিয়েও কেউ তাঁর কাছে কোনো অভিযোগ করেননি।

এবারও রাঙামাটির ২৭টি ইউপিতে প্রার্থী দিতে পারেনি বিএনপি। বৈরী রাজনৈতিক পরিবেশ ও সরকারি দলের বেপরোয়া আচরণের কারণে জেলার ২৭ ইউপিতে চেয়ারম্যান পদে দলের কেউ প্রার্থী হতে চাননি বলে জানান রাঙামাটি বিএনপির সভাপতি মো. শাহ আলম।

পটিয়ায় নির্বাচন ২৮ মে ও ৪ জুন

রাতেও ভোটারদের দুয়ারে প্রার্থীরা

পটিয়া (চট্টগ্রাম) **প্রতিনিধি** ●

সকালে ঘুম ভাঙছে প্রার্থীর ডাকে। আবার বিকেলেও চায়ের আসরে প্রার্থী। রাতেও ভোটারের দরজায় কড়া নাড়ছেন প্রার্থীরা। চট্টগ্রামের পটিয়ার আনাচে-কানাচে এখন একই চিত্র। ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনের প্রচারণায় সরগরম জনপদ।

পটিয়া উপজেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা সৈয়দ আবু ছাইদ জানান, পঞ্চম ধাপে উপজেলার ২২ ইউপির মধ্যে ২১টিতে নির্বাচন হচ্ছে ২৮ মে। বাকি একটি ইউনিয়ন শোভনদণ্ডীতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ষষ্ঠ ধাপে আগামী ৪ জুন। ২১টি ইউপিতে চেয়ারম্যান পদে ৭৮ জন, সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে ১৬৫ জন ও সাধারণ সদস্য পদে ৮০৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে দক্ষিণ ভূর্ষি ইউপির আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী বিনা ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন।

উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ঘুরে দেখা গেছে, পোস্টার ও ব্যানারে ছেয়ে গেছে সড়ক ও পাড়া-মহল্লা। দুপুরের পর থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন প্রার্থী সমর্থনে সমানে চলছে মাইকিং ও গণসংযোগ। সবখানেই চলছে নির্বাচনী হিসাব-নিকাশ।

১৮ মে আশিয়া ইউনিয়নে পূর্ব পাড়া গ্রামে গণসংযোগের সময় কথা হয় বিএনপির চেয়ারম্যান প্রার্থী মোজাম্মেল হক চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি বলেন, সরকার দলীয় নেতারা ভোট কেড়ে নেবে এবং এক ভোট পেলেও তাঁরা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন বলে হুংকার দিচ্ছেন।

পশ্চিম বাথুয়া গ্রামে স্থানীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে গণসংযোগের সময় কথা হয় আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান প্রার্থী ও বর্তমান চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাসেমের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'আশিয়ায় একটি তালিকা কেন্দ্রে পাঠানো হয়। এরপর হাসিনা দৌলার পক্ষ থেকে কেন্দ্রে আরেকটি তালিকা পাঠানো হয়। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্র থেকে যাঁদের মনোনয়ন দেওয়া হয়, তাঁদের মধ্যে সাংসদের পছন্দের প্রার্থী রয়েছেন চারজন। আর হাসিনা দৌলার তালিকা থেকে প্রার্থী রয়েছেন আটজন।

> ২২ ইউপির মধ্যে ২১টিতে নির্বাচন হচ্ছে ২৮ মে। বাকি একটি ইউনিয়ন শোভনদণ্ডীতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ষষ্ঠ ধাপে আগামী ৪ জুন

সভায় উপস্থিত থাকা দলের কয়েকজন নেতা বলেন, হাসিনা দৌলার তালিকা থেকে প্রার্থী হওয়া পাঁচজন সেখানে অভিযোগ করেছেন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতারা মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে তাঁদের নাম বাদ দিয়ে অযোগ্য প্রার্থীদের নাম কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য কেন্দ্রের হস্তক্ষেপে পরে তাঁরা মনোনয়ন পান।

জানতে চাইলে আলী হায়দার বলেন, তৃণমূলের মতামতের ভিত্তিতেই প্রার্থী বাছাই করা হয়েছিল। ওই বাছাইয়ে সাংসদ এনামুর রহমানেরও সম্মতি ছিল। তাঁর (সাংসদ) পছন্দের প্রার্থীও ছিল ওই তালিকায়। এটা দল থেকে কাউকে বহিষ্কার বা অবাঞ্ছিত ঘোষণা করার মতো কোনো কারণ হতে পারে না। তিনি বলেন, 'যাঁরা আমাদের বিরুদ্ধে বাণিজ্যের অভিযোগ করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও বাণিজ্যের অভিযোগ রয়েছে।'

সাংসদ এনামুর রহমান বলেন, 'আমি তো আর মনোনয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। তাই আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা সঠিক নয়।'

কুমিল্লায় গ্রাহকের টাকা আত্মসাৎ

গ্রেপ্তারের পর কারাগারে যমুনা ব্যাংকের কর্মকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা ●

গ্রাহকের সঙ্গে প্রতারণা করে ৪০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে যমুনা ব্যাংকের কুমিল্লা শাখার সাবেক ব্যবস্থাপক মোশারফ হোসেনকে ১৮ মে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ১৯ মে দুপুরে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মোশারফ হোসেনকে গ্রেপ্তার ও কারাগারে পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সদর কোর্টের উপপরিদর্শক (এসআই) বাদল বিশ্বাস।

১৮ মে বেলা পৌনে তিনটার দিকে চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ সেতু এলাকায় একটি যাত্রীবাহী বাস থেকে মোশারফ হোসেনকে গ্রেপ্তার করে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) একটি দল। ওই অভিযানে নেতৃত্ব দেন কুমিল্লা দুদকের উপপরিচালক আবুল কালাম আজাদ।

যমুনা ব্যাংক কুমিল্লা শাখার অন্তত তিনজন কর্মকর্তা জানান, ২০১৫ সালের ২৯ জানুয়ারি যমুনা ব্যাংক কুমিল্লা শাখায় যোগদান করেন মোশারফ হোসেন। যোগদানের পর তিনি বিভিন্ন গ্রাহকের কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়ার নামে খালি চেকে সই রাখেন। এরপর সাতজন গ্রাহকের হিসাব থেকে ৪০ লাখ টাকা তুলে নিয়ে গা-ঢাকা দেন। বিষয়টি জানার পর যমুনা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাঁকে ওই কার্যালয় থেকে প্রত্যাহার করে নেয়।

এ ঘটনায় গত ২২ এপ্রিল যমুনা ব্যাংক কুমিল্লা শাখার নির্বাহী কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ ৪০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মোশারফ হোসেনের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি মডেল থানায় মামলা করেন। পরে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দুদকের সহযোগিতা কামনা করলে কমিশন এ নিয়ে তদন্তে নামে।

দুদকের উপপরিচালক আবুল কালাম আজাদ জানান, বুধবার দুপুরে হাজীগঞ্জের একটি বাসে করে মোশারফ হোসেন চাঁদপুরে যাচ্ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হাজীগঞ্জ সেতুর ওপর একটি বাসে তল্লাশি চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে টাকা আত্মসাতের বিষয়টি আংশিক স্বীকার করেছেন। গ্রেপ্তারের পর বুধবার রাতেই তাঁকে কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়। এরপর গতকাল আদালতে হাজির করা হয়। কুমিল্লার ১ নম্বর আমলি আদালতের ভারপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম মো. সাইফুল ইসলাম শুনানি শেষে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

টাকার মালা চন্দনাইশ উপজেলার দুর্গম পাহাড়ি এলাকা ধোপাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান প্রার্থী মোরশেদুল আলম ও লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) প্রার্থী আবু ইউসুফ চৌধুরী গলায় টাকার মালা পরে নির্বাচনী গণসংযোগ করেন। প্রার্থীরা দাবি করে, গণসংযোগের সময় সাধারণ ভোটার ও সমর্থকেরাই তাঁদের গলায় ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে টাকার মালা পরিয়ে দেন। এটি এই এলাকার রীতি। এই ইউপিতে ২৮ মে ভোট হচ্ছে ● প্রথম আলো

ফেনীতে ইউপি নির্বাচন

সদস্য পদে ৫৩ জনের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই

ফেনী অফিস ●

ফেনী সদর উপজেলার ৮ ইউনিয়ন এবং সোনাগাজী উপজেলার ৯ ইউনিয়নে সাধারণ সদস্য ও সংরক্ষিত নারী সদস্য পদে ৫৩ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে চলেছেন।

ষষ্ঠ ধাপের ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) নির্বাচনের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিল ১৯ মে। এই ধাপের নির্বাচন হবে ৪ জুন।

নির্বাচন কার্যালয় সূত্র জানায়, সদর উপজেলার শর্শদি ইউনিয়নে সংরক্ষিত ওয়ার্ডে ১ জন, ধর্মপুর ইউনিয়নে সাধারণ সদস্য পদে ১ জন, ফাজিলপুর ইউনিয়নে সাধারণ সদস্য পদে ৮ জন ও সংরক্ষিত ওয়ার্ডে ৩ জন, মোটবী ইউনিয়নে সাধারণ সদস্য পদে ৬ জন ও সংরক্ষিত ওয়ার্ডে ২ জন, বালিগাঁও ইউনিয়নে সাধারণ সদস্য পদে ৫ জন ও সংরক্ষিত ওয়ার্ডে ৩ জন, কালিদহ ইউনিয়নে সাধারণ সদস্য পদে ২ জন ও সংরক্ষিত ওয়ার্ডে ১ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে চলেছেন।

নির্বাচন কার্যালয় সূত্র জানায়, সোনাগাজী উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নে সাধারণ সদস্য পদে ১ জন ও সংরক্ষিত ওয়ার্ডে ১ জন, মতিগঞ্জ ইউনিয়নে সাধারণ সদস্য পদে ১ জন, নবাবপুর ইউনিয়নে সাধারণ সদস্য পদে ২ জন, সোনাগাজী সদর ইউনিয়নে সাধারণ সদস্য পদে ২ জন ও সংরক্ষিত ওয়ার্ডে ২ জন, চরচান্দিয়া ইউনিয়নে সাধারণ সদস্য পদে ৩ জন ও সংরক্ষিত ওয়ার্ডে ১ জন, চরদরবেশ ইউনিয়নে সাধারণ সদস্য পদে ২ জন, চরমজলিশপুর ইউনিয়নে সংরক্ষিত ওয়ার্ডে ১ জন, মঙ্গলকান্দি ইউনিয়নে সাধারণ সদস্য পদে ৪ জন ও সংরক্ষিত ওয়ার্ডে ১ জন প্রার্থীর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দিন সদস্য পদে ৫৩ জনের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে যাওয়ার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

প্রথম আলো

gulfedition@prothom-alo.info

পবিত্র শবে বরাত

শান্তি ও কল্যাণ আসুক সবার জীবনে

শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতটি মুসলমানদের কাছে লাইলাতুল বরাত। লাইলাতুল বরাতের অর্থ মুক্তির বা নিষ্কৃতির রজনী। এই রাতে আল্লাহ ধর্মপ্রাণ মুসলমানের সব পাপ ক্ষমা করে দেন। সারা জীবনের দোষ-ত্রুটি, পাপ ও অন্যায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার এই রাত নৈতিক চরিত্র গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করার রাতও। এ রাতেই আল্লাহ পরবর্তী বছরের জন্য মানবজাতির রিজিক ও ভাগ্য নির্ধারণ করেন। বছর ঘুরে আবার এসেছিল সমাগত এই পবিত্র রাত।

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) এই রাতে নফল ইবাদতে নিমগ্ন থাকতে মুসলমানদের নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। এভাবেই মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভ করা সম্ভব। মুসলমানদের জন্য এটি উৎসবের রাতও বটে, কারণ মহান আল্লাহ এই রাতে করুণার ভান্ডার খুলে দেন। সামর্থ্য অনুযায়ী ভালো খাবার তৈরি করা এবং প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন ও দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে তা বিতরণের মাধ্যমে এ উৎসব পালিত হয়ে থাকে। কিন্তু উৎসব লোক-দেখানো আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হলে এই পবিত্র রাতের মহিমা ক্ষুণ্ন হয়। এ রাতে গরিব-দুঃখীদের দান-খয়রাত করার মাধ্যমে তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ানো উচিত।

একসময় শবে বরাতের সন্ধ্যা ও রাতে পটকা ও আতশবাজি পোড়ানোর চল ছিল। এর ফলে এ রাতের পবিত্রতা ও ভাবগাম্ভীর্য ক্ষুণ্ন হয়, রাতব্যাপী ইবাদতে নিমগ্ন মানুষদের ইবাদতে ব্যাঘাত ঘটত, কখনো কখনো ঘটত দুর্ঘটনাও। এখন অবশ্য আতশবাজি কমেছে, কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ হয়নি।

পবিত্র লাইলাতুল বরাতে নিজের জন্য প্রার্থনার পাশাপাশি দেশ ও বিশ্বমানবতার মঙ্গলের জন্যও সর্বশক্তিমানের দয়া কামনা করা হয়। শবে বরাতে আমরা একটি সুখী, সুন্দর, শান্তিময় পৃথিবীর জন্য প্রার্থনা করি। পবিত্র এই রাতের মহিমায় শান্তি ও কল্যাণ আসুক সবার জীবনে।

বিদেশি বিনিয়োগকারীদের হয়রানি

কর প্রদানের প্রক্রিয়া আরও সহজ করুন

আগামী অর্থবছরের জাতীয় বাজেট ঘোষণার প্রস্তুতি যখন চলছে, তখন প্রাইসওয়াটার হাউস কুপারস (পিডব্লিউসি) নামের এক বহুজাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান তাদের প্রাক্-বাজেট প্রস্তাবে কিছু অভিমত ব্যক্ত করেছে, যেগুলো বিবেচনার দাবি রাখে।

পিডব্লিউসি বলছে, যেসব বিদেশি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে, তারা নানা রকমের হয়রানির শিকার হয়। তারা সরকারকে উচ্চ হারে কর দিতে অনীহ নয়, কিন্তু তারা ভয় পায় কর-বিষয়ক বিভিন্ন আইন ও নীতিমালার নানা রকমের ব্যাখ্যা এবং তা থেকে উদ্ভূত বিচিত্র সব হয়রানিমূলক প্রক্রিয়াকে। কর পরিশোধের প্রক্রিয়াকে সহজ ও হয়রানিমুক্ত করা হলে তাদের এই ভীতি দূর হবে এবং আমাদের সরকারের রাজস্ব আদায় কয়েক গুণ বাড়বে।

আমরা চাই এ দেশে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ুক, কেননা তাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটে, সরকারের রাজস্ব বাড়ে। কিন্তু বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনায় না নিলে এ দেশে বিনিয়োগ করতে তাঁদের উৎসাহিত করা কঠিন। তাঁরা এ দেশে বিনিয়োগ করতে আসেন মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে। এ দেশের সব আইনকানুন যথাযথভাবে অনুসরণ করে ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত মুনাফা তাঁরা স্বদেশে বা অন্যত্র নিয়ে যেতে চাইবেন, এটা স্বাভাবিক। আমাদের সরকারও শতভাগ মুনাফা নিয়ে যাওয়াকে আইনিভাবে অনুমোদন করেছে। কিন্তু বাস্তবে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এই ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হন। পিডব্লিউসি বলছে, বিদেশি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সহজে মুনাফার অর্থ নিয়ে যেতে পারে না, বাংলাদেশ থেকে অর্থ নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন। আইনকানুন সব থাকার পরেও যখন বিষয়টা এ রকম হয়রানিমূলক, তখন এটা একটা নেতিবাচক বার্তা হিসেবে কাজ করে। বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

বহুজাতিক বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য 'ট্রান্সফার প্রাইসিং' প্রক্রিয়া সহজ করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে পিডব্লিউসি মত দিয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পারে : সহজ করে বলতে তারা আসলে কী বোঝাতে চাইছে।

জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত সব পন্থাই অবলম্বন করতে হবে।

শিক্ষা, পরীক্ষা ও রাজনীতি

স হ জি য়া ক ড় চা

সৈয়দ আবুল মকসুদ

শিক্ষা একজন মানুষকে শুধু যোগ্য ও বিচার-বিবেচনাশীল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করে না, তাকে বিনম্র, মার্জিত ও রুচিশীলও করে। শিক্ষার মাধ্যমেই একজন সংস্কৃতিমান হয়ে ওঠেন। কোনো খুশির ব্যাপারে কিংবা কোনো সাফল্যে একজন অশিক্ষিত-অমার্জিত মানুষ যেভাবে আবেগ ও আনন্দ-উল্লাসের প্রকাশ ঘটাবে, একজন শিক্ষিত মানুষের আনন্দের প্রকাশভঙ্গি হবে অন্য রকম।

ফুটবল খেলার শেষ মুহূর্তে একটি গোল করলে বিজয়ী দলের খেলোয়াড় ও তাদের সমর্থকদের উল্লাসের ধরন এক রকম। কোনো পরীক্ষায় ফল ভালো করে কৃতকার্য হওয়াতে যে নির্মল আনন্দ, তা একেবারেই অন্য জিনিস। দুই রকম আনন্দ প্রকাশের ধরন হবে দুই রকম। ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতায় যে গোল করে সে খুশিতে লাফ দিয়ে অন্য খেলোয়াড়ের কাঁধে উঠলে তা অশোভন নয়, বরং উপভোগ্য। কিন্তু পরীক্ষার ফল ভালো হয়েছে শুনেই সহপাঠীর ঘাড়ে উঠে উৎকট ভঙ্গি করা অতি দৃষ্টিকটু। অথবা কোমর দুলিয়ে খ্যামটা নাচের মতো নৃত্য শুরু করা মোটেই শোভন নয়। বিকৃত রুচির দৃষ্টান্ত।

শুনেছি আজকাল গণমাধ্যমের রসদ জোগাতে কোন উপলক্ষে কীভাবে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করতে হবে, তার রিহার্সেলও হয়ে থাকে। দামি ঝলমলে কাপড় পরলেই একজন সংস্কৃতিমান হয় না। আমাদের সমাজে এখন লক্ষ করা যাচ্ছে, সংস্কৃতিমান হওয়ার কিছু সহজ উপায় বেরিয়েছে। কলকাতার জোড়াসাঁকোর স্বর্গত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট ছেলেটির রচিত ও সুরারোপিত কিছু গানের কলি আওড়ালেই নিজেকে সংস্কৃতিমান বলে প্রতীয়মান করা যায়। অথচ তাঁর যে রয়েছে রাশি রাশি অমূল্য সাহিত্যকর্ম, সেগুলো স্পর্শ করার প্রয়োজনও বোধ করে না।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী কতটা বিদ্যা অর্জন করতে পেরেছে, তা পরিমাপের জন্য গ্রহণ করা হয় আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা। এশিয়া-ইউরোপের সব দেশেই তা হয়ে আসছে প্রাচীনকাল থেকেই। প্রাচীন গ্রিসেও ছিল, ইরান-ইরাকেও ছিল, ভারতবর্ষেও ছিল। আমাদের দেশে শত শত বছর আগে সংস্কৃত টোল ও চতুষ্পাঠীতে পড়ানো হতো বেদ-বেদান্ত, স্মৃতিশাস্ত্র, ন্যায়-নব্য ন্যায় প্রভৃতি। কঠিন ছিল সেসবের পরীক্ষাপদ্ধতি। বৌদ্ধবিহারে হতো গভীর জ্ঞানচর্চা। মাদ্রাসায় ইসলামি ধর্মতত্ত্ব শুধু নয়, বিজ্ঞান-ইতিহাস প্রভৃতি চর্চা হতো, তা প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ স্যার যদুনাথ সরকার লিখে রেখে গেছেন। তারপর ইংরেজরা এসে যে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন, প্রধানত তাঁদের সাহায্যকারী আমলা তৈরির উদ্দেশ্যে, সেখানেও তাঁরা স্থাপন করলেন উঁচু মান। সে মান এতই উঁচু যে পরীক্ষায় পাস করতে ছাত্রের জান বেরিয়ে যেত। তাই প্রথম বছর এনট্রান্স পরীক্ষায় (এসএসসির সমপর্যায়) তেরোজনের মধ্যে পাস করেছিলেন মাত্র দুজন। ১৫ দশমিক ৫ শতাংশের কম। ওই পাসের হারে সেদিনের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষামন্ত্রী (তাঁর পদবি যা-ই হোক), বাংলার গভর্নর বা ভারতবর্ষের ভাইসরয় বা গভর্নর জেনারেল মর্ম বেদনায় ভেঙে পড়েননি, যা স্বাভাবিক তাকে স্বাভাবিক হিসেবেই তাঁরা গ্রহণ করেন। কারণ, তখন শিক্ষা ও রাজনীতি আলাদা ছিল।

আমরা আধুনিক অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা রাখার দাবি করি, কিন্তু শিক্ষাকে এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার কথা একবারও বলি না। বেশি পাস করানোর উপযোগিতা একটাই, তা রাজনৈতিক। বেশি পাসের আনন্দ সরকার জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। ছাত্রছাত্রী কী পড়াশোনা করল এবং কী পরীক্ষা দিল সেটা বড় কথা নয়, পাস করিয়ে দেওয়া হলো কি না, সেটাই প্রধান। হয়তো শিগগিরই ফেল বলে কোনো শব্দ বাংলাদেশের অভিধানে থাকবে না।

কয়েক দিন আগে মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। তারপর থেকেই আনন্দ-বিষাদ ও সুখ-দুঃখের নানা খবর কাগজে আসছে। পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলার এক ছাত্রী গত ৩০ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত গণিত পরীক্ষা দিতে পারেনি। ওই দিন 'প্রেমিকসহ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার কারণে সে গণিত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। পরের বছর শুধু গণিত বিষয়ের পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করতে পারবে, এটা ভেবে বাকি পরীক্ষায় অংশ নেয় সে।' [*সমকাল*, ১৪ মে] ভাগ্যবিধাতা ও শিক্ষা বোর্ডের রহমতে সে 'জিপিএ-৪.০৬ পয়েন্ট পেয়েছে'। মেয়েটি একা নয়, তার মতো ভাগ্যবতী ও ভাগ্যবান আজ বাংলার মাটিতে অগণিত। ধারণা করি, প্রেমের মতো অতি মহৎ জিনিস করার পরেও হৃদয়হীন পুলিশের হাতে ধরা পড়ায় শিক্ষা বোর্ডের সুযোগ্য ও নীতিমান পরীক্ষকের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হয়েছে। যে ছেলে বা মেয়ে পড়া ও প্রেম একসঙ্গে চালাতে পারে, সে পরীক্ষায় কম নম্বর পেলেও প্রেমের জন্য সর্বোচ্চ নম্বরই তার প্রাপ্য। সে যে গোল্ডেন জিপিএ ফাইভ পায়নি, এতেই অনেকে বিস্মিত। এ জন্যই গতবার এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন এক টিভি চ্যানেলের প্রশ্নের জবাবে আমি বলেছিলাম, ২০২১ নাগাদ পরীক্ষার্থীদের মা-বাবাদের অনেকে জিপিএ-৫ পাবেন।

আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দেওয়া ভালো, ক্ষুধার্তকে খেতে দেওয়া আরও ভালো, দীনের প্রতি দয়া করা খুব ভালো, অক্ষম-অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা অবশ্যই ভালো। করুণা জিনিসটি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় গুণ হিসেবেই গণ্য। কিন্তু কোনো শিক্ষার্থীকে প্রাপ্যের বেশি নম্বর দেওয়া মহৎ গুণ তো নয়ই, খুব বড় অন্যায়। এবং যে ছাত্রছাত্রী ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জন করেনি, তাকে যোগ্যতরের সনদ দেওয়া ঘোরতর অন্যায়।

পাস জিনিসটি কী এবং ফেল মানুষ কেন করে, তা সম্পর্কে সব দেশের সব যুগের মানুষের ধারণা নেই। বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলাতেই প্রথম খারাপ করেছিলেন। অর্থাৎ আমরা যাকে ফেল বলি, তা-ই করে থাকবেন। ফলে তিনি নিজেকে এমনই যোগ্য করে তোলেন, যার সঙ্গে অন্য কারও তুলনা চলে না। কুড়ি শতকের ফরাসি দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক জাঁ-পল সার্ত্রে, বিরাট মেধার অধিকারী, স্নাতক পরীক্ষায় প্রথমবার ফেল করেন। তাঁর বান্ধবী সিমন দ্য বুভয়ার ভালো নম্বর পেয়ে পাস করে যান। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু সফল ব্যক্তি পরীক্ষায় ভালো করেননি এবং কোনো না কোনো সময় ফেল পর্যন্ত করেছেন। তাতে তাঁদের কী হয়েছে? কিন্তু মনে রাখতে হবে, তাঁরা ফেলটা করেছেন অতি উঁচু মানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতির শিক্ষার্থী হিসেবে। মানহীন শিক্ষাব্যবস্থায় পাসই কী আর ফেলই কী? থার্ড ডিভিশনই কী আর গোল্ডেন জিপিএ ফাইভ কী?

যুগের প্রয়োজনে শিক্ষা কার্যক্রমে ও পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন আনতে হয়। ৫০-৬০ বছর আগে বাণিজ্য অনুষদের কোনো বিষয়ে স্নাতক মাস্টার্স করলেই কাজ চলে যেত। এখন বিবিএ, এমবিএ ছাড়া চলে না। ড. মুহম্মদ কুদরাত-ই-খুদার সময় কম্পিউটার ছিল না বলে কম্পিউটার সায়েন্স পড়ার ব্যবস্থাই ছিল না। সময়ের প্রয়োজনে নতুন বিষয় পঠিত হবে। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থায় অর্থহীন ও খামখেয়ালি পরিবর্তন আনা চরম আত্মঘাতী।

শিশুদের কাছে পরীক্ষা শব্দটিই একটি ভীতির বিষয়। কোনোরকমে পরীক্ষা এড়াতে পারলে বাচ্চারা অপার আনন্দ ভোগ করে। চারদলীয় জোটের সরকারের সময় এক সন্ধ্যায় এক বাড়িতে বসে ছিলাম। টেলিভিশনের স্ক্রলে পরের দিন হরতালের ঘোষণায় দুটি বাচ্চাকে দেখা গেল মহাখুশি। ওদের মাকে বললাম, ওরা কি ১৪ দলীয় জোটের সমর্থক? তিনি বললেন, কাল ওদের একটা পরীক্ষা আছে। স্কুলে যেতে হবে না, তাই খুশি।

শিশুদের কাছে পরীক্ষা একটি আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রেণিকক্ষে সাপ্তাহিক পরীক্ষাই ওদের কাছে বিরক্তির মতো মনে হয়। তার মধ্যে দেশসুদ্ধ ঘটা করে এক দিনে সব ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার জন্য অবতীর্ণ হওয়া অশেষ যন্ত্রণা ছাড়া কিছু নয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীকে শারীরিক নির্যাতনের চেয়ে কম কষ্টকর নয়। এই পদ্ধতির যাঁরা উদ্ভাবক, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার তাঁরা কী উপকার করেছেন, তা উপলব্ধি করার সাধ্য আমাদের মতো মানুষের নেই। এতে যন্ত্রণা শুধু শিক্ষার্থীর নয়, তাদের অভিভাবকদেরই বেশি। এ ব্যবস্থায় দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মাথায় যে শুধু হাতুড়ি পেটানো হচ্ছে তা-ই নয়, রাষ্ট্রের বিপুল অর্থের হচ্ছে অপচয়।

এ বছর ১৪ লাখ ৫২ হাজার ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষায় পাস করেছে। তাদের মধ্যে ৭ লাখ ১১ হাজার মেয়ে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। গত মার্চ-এপ্রিলে বিভিন্ন জেলায় অনেক স্কুলে আমি গিয়েছি বিভিন্ন উপলক্ষে। ২৬ মার্চ সকালে ছিলাম নওগাঁ জেলার একেবারে সীমান্তবর্তী আগ্রা-দ্বিগুণ ইউনিয়নে। আধা কিলোমিটারের মধ্যে কয়েকটি স্কুল। আগ্রা-দ্বিগুণ বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়, আগ্রা-দ্বিগুণ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, আগ্রা-দ্বিগুণ কিন্ডারগার্টেন স্কুল, আগ্রা-দ্বিগুণ সংগীত একাডেমির শিক্ষার্থীরা স্বাধীনতা দিবসের শোভাযাত্রা বের করে। শত শত মেয়ে। ১০০ বছর আগে বেগম রোকেয়া যতটা স্বপ্ন দেখেছিলেন, ওদের অর্জন তার চেয়ে বহু গুণ বেশি। বহুদিন আগে আমাদের কবির বাংলার স্নেহময়ী নারীদের দেখে 'মা বলিতে প্রাণ আনচান' করে তাঁর 'চোখে জল এসেছিল ভরে'। একালের আমাদের মা-দের দেখে আমারও চোখে পানি আসার উপক্রম। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেয়েদের অগ্রযাত্রার দৃশ্য বাংলার যে জনপদে গেছি সবখানেই দেখেছি। কিন্তু আমরা কি তাদের মানসম্মত শিক্ষায় গড়ে তুলতে পারছি? তা না পারলে শিক্ষার হার বাড়বে, পিছিয়ে থাকব বিশ্ব থেকে।

প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে বই-উৎসব, খাতা-উৎসব, পরীক্ষা-পার্বণ প্রভৃতির কোনো সম্পর্ক নেই। খাদ্য মানেই পুষ্টিকর সুখাদ্য, শিক্ষাও তাই, মানসম্মত সুশিক্ষা। নিম্নমানের শিক্ষায় ড. খুদার মতো বিজ্ঞানী হবে না, আখতার হামিদ খানের মতো প্রশাসক হবে না, ডাক্তার ইব্রাহিমের মতো চিকিৎসক হবে না, বরং মোটামুটি ভালো প্রকৌশলী, স্থপতি, কৃষিবিদ—টেকসই উন্নয়নের জন্য যাঁদের খুবই প্রয়োজন—তাও হবে না। এমনকি যে কাজে সবচেয়ে কম বিদ্যা লাগে, সেই পাঠযোগ্য কলামের লেখকও পাওয়া দুষ্কর হবে। আর কোনো কিছুই না হোক, চিন্তাশীল মানুষ এবং মানবিক গুণসম্পন্ন চরিত্রবান মানুষও যে হবে না, তাতে সন্দেহ কী? উন্নত শিল্প-সংস্কৃতিও হবে না। এই শিক্ষা থেকেই একুশের বইমেলায় কবি তাঁর ১৮তম কাব্যগ্রন্থে লেখেন, 'আকাশে ঘাসের নদী ঘেউ ঘেউ করে'। এর অর্থ কী জানতে চাইলে সম্ভাব্য জবাব : আকাশ কী, ঘাস কী, নদী কী, ঘেউ ঘেউ করা সারমেয় কী, তাদের সঙ্গে কী সম্পর্ক, তা বুঝে নাও হে বাংলার বে-আক্কেল মানুষ।

সুতরাং আক্কেলমন্দ—উন্নত জাতি গঠনে মানসম্মত শিক্ষার বিকল্প নেই।

● **সৈয়দ আবুল মকসুদ : লেখক ও গবেষক।**

মহিমাময় রজনী শবে বরাত

ধ র্ম

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

হিজরি চান্দ্রবর্ষের অষ্টম মাস হলো 'শাবান'। এই মাসটি বিশেষ মর্যাদা ও ফজিলতপূর্ণ। হিজরতের প্রায় দেড় বছর পর এ মাসেই কিবলা পরিবর্তন হয়; অর্থাৎ পূর্ব কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কাবা শরিফ কিবলা হিসেবে ঘোষিত ও নির্ধারিত হয়। প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরুদ পাঠের নির্দেশনা-সংবলিত অসাধারণ আয়াতটি (সুরা-৩৩ আহজাব, আয়াত : ৫৬) এই মাসেই অবতীর্ণ হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) এই মাসে সবচেয়ে বেশি নফল ইবাদত, নফল রোজা পালন ও নফল নামাজ আদায় করতেন।

এই শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত ১৫ তারিখের রাতকে 'শবে বরাত' বলা হয়। শবে বরাত কথাটি ফারসি থেকে এসেছে। শব মানে রাত বা রজনী আর বরাত মানে মুক্তি। সুতরাং শবে বরাত অর্থ হলো মুক্তির রাত। 'শবে বরাত'-এর আরবি হলো 'লাইলাতুল বারাত', তথা মুক্তির রজনী। হাদিস শরিফে যাকে 'নিসফ শাবান' বা শাবান মাসের মধ্য দিবসের রজনী বলা হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশ, ইরানসহ পৃথিবীর অনেক দেশের ফারসি, উর্দু, বাংলা, হিন্দিসহ নানা ভাষাভাষী মানুষের কাছে এটি 'শবে বরাত' নামেই সমধিক পরিচিত।

এ প্রসঙ্গে কোরআনে এসেছে—উজ্জ্বল কিতাবের শপথ! নিশ্চয় আমি তা নাজিল করেছি এক বরকতময় রাতে; নিশ্চয় আমি ছিলাম সতর্ককারী, যাতে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়। এ নির্দেশ আমার তরফ থেকে, নিশ্চয় আমিই দূত পাঠিয়ে থাকি। এ হলো আপনার প্রভুর দয়া, নিশ্চয় তিনি সব শোনেন এবং সব জানেন। তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং উভয়ের মাঝে যা আছে, সেসবের রব। যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাস করো তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন, তিনিই তোমাদের পরওয়ারদিগার আর তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও। তবু তারা সংশয়ে রঙ্গ করে। তবে অপেক্ষা করো সেদিনের, যেদিন আকাশ সুস্পষ্টভাবে ধোঁয়াচ্ছন্ন হবে। (সুরা-৪৪ দুখান, আয়াত : ২-১০)। মুফাসসিরিনগণ বলেন, এখানে 'লাইলাতুল মুবারাকা' বা বরকতময় রজনী বলে শাবান মাসের পূর্ণিমা রাতকেই বোঝানো হয়েছে। (তাফসিরে মাজহারি, রুহুল মাআনি ও রুহুল বায়ান)।

প্রখ্যাত মুফাসসিরে কোরআন মুফতি মুহাম্মাদ শফী (রহ.) বলেন, হজরত ইকরিমাহ (রহ.) প্রমুখ কয়েকজন তফসিরবিদ থেকে বর্ণিত আছে, সুরা দুখানের দ্বিতীয় আয়াতে বরকতের রাত্রি বলে শবে বরাত অর্থাৎ শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত্রিকে বোঝানো হয়েছে। (তাফসিরে মাআরিফুল কোরআন)।

শবে বরাতের ফজিলত

শবে বরাত সম্পর্কে হাদিস শরিফে আছে, হজরত মুআজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা অর্ধ শাবানের রাতে মাখলুকাতের দিকে রহমতের দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ছাড়া আর সবাইকে ক্ষমা করে দেন। (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস : ৫৬৬৫)। ইবনে খুজাইমা হজরত আবু বকর (রা.), হজরত আওফ ইবনে মালেক (রা.) এবং আবু মুসা আশআরী (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৩৯০, রাজিনন, হাদিস : ২০৪৮; সহিহ ইবনে খুজাইমা, কিতাবুত তাওহিদ, পৃষ্ঠা : ১৩৬)। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা এ রাতে বিদ্বেষ পোষণকারী ও নিরপরাধ মানুষকে হত্যাকারী ছাড়া বাকি সব বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। (মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৭৬)। হজরত আবু সালাবা (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন অর্ধ শাবানের রাত আসে, তখন আল্লাহ তাআলা মাখলুকাতের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান; মুমিনদের ক্ষমা করে দেন, কাফিরদের ফিরে আসার সুযোগ দেন এবং হিংসুকদের হিংসা পরিত্যাগ ছাড়া ক্ষমা করেন না। (কিতাবুস সুন্নাহ, শুআবুল ইমান, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৮২)। হজরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) নামাজে দাঁড়ালেন এবং এত দীর্ঘ সিজদা করলেন যে আমার ধারণা হলো তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন; আমি তখন উঠে তাঁর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়া দিলাম, তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়ল; তিনি সিজদা থেকে উঠলেন এবং নামাজ শেষ করে আমার উদ্দেশে বললেন, হে আয়িশা! তোমার কী আশঙ্কা হয়েছে? আমি উত্তরে বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.)! আপনার দীর্ঘ সিজদা থেকে আমার আশঙ্কা হয়েছিল আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন কি না? নবীজি বললেন, তুমি কি জানো এটা কোন রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলই ভালো জানেন। তখন নবীজি (সা.) ইরশাদ করলেন, এটা হলো অর্ধ শাবানের রাত; এ রাতে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি মনোযোগ দেন; ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করে দেন, অনুগ্রহপ্রার্থীদের অনুগ্রহ করেন। আর বিদ্বেষ পোষণকারীদের তাদের অবস্থাতেই ছেড়ে দেন। (শুআবুল ইমান, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৮২)।

হাদিস শরিফে বর্ণিত শবে বরাতের বিখ্যাত আরও একটি ঘটনা বিভিন্ন কিতাবে বহু সূত্রে হজরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : নবীজি (সা.) এ রাতে জান্নাতুল বাকিতে এসে মৃত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া ও ইস্তিগফার করতেন। হজরত আয়িশা (রা.) থেকে আরও বর্ণিত, নবীজি (সা.) তাঁকে বলেছেন, এ রাতে বনি কালবের ভেড়া-বকরির পশমের (সংখ্যার পরিমাণের) চেয়েও বেশিসংখ্যক গোনাহগারকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। (তিরমিজি শরিফ, হাদিস : ৭৩৯)।

শবে বরাতের করণীয় আমল সম্পর্কে হাদিস শরিফে আছে, হজরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) বলেছেন, ১৪ শাবান দিবাগত রাত যখন আসে, তখন তোমরা এ রাতটি ইবাদত-বন্দেগিতে কাটাও এবং দিনের বেলায় রোজা রাখো। কেননা, এ দিন সূর্যাস্তের পর আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং আহ্বান করেন : কোনো ক্ষমাপ্রার্থী আছো কি? আমি ক্ষমা করব; কোনো রিজিকপ্রার্থী আছো কি? আমি রিজিক দেব; আছো কি কোনো বিপদগ্রস্ত? আমি উদ্ধার করব। এভাবে ভোর পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে আহ্বান করতে থাকেন। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৩৮৪)। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ফকিহ হাফিজ ইবনে রজব (র.) বলেন, এ দিনের রোজা আইয়ামে বিজ অর্থাৎ চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোজার অন্তর্ভুক্ত। (লাতায়িফুল মাআরিফ, পৃষ্ঠা : ১৫১)।

শবে বরাতে করণীয় আমলসমূহ

(১) নফল রোজা রাখা; (২) নফল নামাজ [ক] আউওয়াবিন [খ] তাহাজ্জুদ [গ] সালাতুত তাসবিহ [ঘ] অন্যান্য নফল ও (ঙ) তাওবার নামাজ ইত্যাদি পড়া; (৩) কোরআন শরিফ [ক] সুরা দুখান ও [খ] অন্যান্য ফজিলতের সুরাসমূহ তিলাওয়াত করা; (৪) দরুদ শরিফ বেশি বেশি পড়া; (৫) ইস্তিগফার বেশি পরিমাণে করা; (৬) দোয়া-কালাম, তাসবিহ-তাহলিল, জিকির-আজকার ইত্যাদি করা; (৭) কবর জিয়ারত করা; (৮) নিজের জন্য, পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও সব মুমিন মুসলমানের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করা।

শবে বরাতে বর্জনীয় বিষয়সমূহ

(১) আতশবাজি, পটকা ফোটানো, (২) ইবাদত-বন্দেগি বাদ দিয়ে খামোখা ঘোরাঘুরি করা, (৩) অযাচিত আনন্দ-উল্লাস করা, (৪) বেহুদা কথাবার্তা ও বেপরোয়া আচরণ করা, (৫) অন্য কারও ইবাদতের বা ঘুমের বিঘ্ন ঘটানো, (৭) হালুয়া, রুটি বা খানাদানার পেছনে বেশি সময় নষ্ট করে ইবাদত থেকে বিরত থাকা।

● **মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী : যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি, সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম।**
smusmangonee@gmail.com

শিক্ষকের মর্যাদা

স ম য় চি ত্র

আসিফ নজরুল

শিক্ষক লাঞ্ছনার প্রতিবাদে শিক্ষকদের মানববন্ধন ● ছবি : প্রথম আলো

আমার শৈশবের প্রথম স্কুল ছিল সাভারে, আরিচা রোড পার হয়ে বহুদূর হেঁটে যেতে হতো সেখানে। সেই স্কুলের নাম এখন আর মনে নেই। শুধু মনে আছে স্কুলে রিলিফের ছাতু দেওয়ার কথা। আমরা দুই হাত ভরে সেই ছাতু খেয়ে পানির জন্য এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করতাম। ক্লাসের সময় সারি সারি বেঞ্চের পেছন থেকে একজন মানুষকে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে কী সব বোঝাতে দেখতাম। কিছু বুঝতাম না, শুধু বুঝতাম তিনি স্যার, শিক্ষক। তাঁকে সালাম দিতে হয়, অনেক সম্মান করতে হয়, তিনি তাকালে বাঁদরামো করাও থামিয়ে দিতে হয়।

দেশ মাত্র স্বাধীন হয়েছে তখন। আরিচা রোডে তেমন একটা গাড়িঘোড়া থাকত না। তবু সাভারে আমাদের রেডিও কলোনির সরকারি কর্মকর্তারা ভয় পেতেন তাঁদের সন্তানদের জন্য। আরিচা রোডের টেনশন থেকে বাঁচার জন্য তাঁরা কলোনির ভেতরেই টিন দিয়ে একটি স্কুল নির্মাণ করলেন। সেখানকার শিক্ষকদের অধিকাংশ ছিলেন পাশের ক্যান্টনমেন্টের। ছোট স্কুল, এক ক্লাসে মাত্র সাত-আটজন ছাত্রছাত্রী। ফাঁকি দেওয়ার উপায় ছিল না, উপায় ছিল না দুষ্টুমি করার। করলে কঠোর শাস্তি দিতেন তাঁরা। মজিদ স্যার হাতে বেত মারতেন, ফিরোজ স্যার আঙুল মুচড়ে ধরতেন। আরেকজন স্যারের নাম মনে নেই, শুধু মনে আছে রেগে গেলে তিনি হাতের ডাস্টার ছুড়ে মারতেন। সেই ডাস্টার লক্ষ্যভেদ হয়ে মাথায় লাগল একদিন। ব্যথা পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় এসেছি। বাসায় ঢোকার আগে কান্না মুছে ফেলেছি। আমরা কোনো দিন কল্পনা করতে পারিনি শিক্ষকের নামে অভিযোগ করা যায় বাবা-মা বা অন্য কারও কাছে। ভাবিনি শিক্ষকের শাসনে কোনো দোষ থাকতে পারে। আমাদের কাছে শিক্ষকেরা ছিলেন শুধু পড়ানোর জন্য না, শাসনের জন্যও। শিক্ষকেরা ছিলেনও তেমনি আদর্শবান।

সেই সময় বদলে গেছে। আমরা আধুনিক ও প্রগতিশীল হয়েছি। কখনো তা পাশ্চাত্য মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির বিকৃত অনুকরণে, কখনো তা খুবই খণ্ডিতভাবে। আমরা এমন এক সমাজ নির্মাণ করেছি, যেখানে পুলিশের লাথির চেয়েও নিন্দনীয় হয়েছে যেকোনো শিক্ষকের বেত। গত কয়েক বছরে নানা কাজে দেশের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে অনেকের সঙ্গে সঙ্গে কিছুসংখ্যক স্কুলের শিক্ষকের সঙ্গেও কথা হয়েছে আমার। তাঁরা বলেছেন, বেত মারা দূরের কথা, কঠোরভাবে মৌখিক শাসন করার সাহসই তাঁদের আর এখন নেই। প্রতিটি ক্লাসে দুষ্টু, ইঁচড়ে-পাকা, বেয়াদব কিছু ছাত্র থাকে। তারা আর পাত্তা দেয় না শিক্ষকদের, সালাম দেয় না, ক্লাসেও আসে না। *প্রথম আলো*র এক কর্মসূচিতে কুমিল্লা গিয়ে এক শিক্ষকের কাছে শুনলাম, তিনি কড়া শিক্ষক ছিলেন বলে তাঁকে দেখে শিস দেওয়ার অশালীনতাও দেখায় কোনো কোনো ছাত্র।

এই সমাজে বহু মানুষের মর্যাদা কমেছে কালোটাকা, অবৈধ ক্ষমতা আর বিকৃত মূল্যবোধের দাপটের কাছে। সবচেয়ে কমেছে সম্ভবত শিক্ষকদের মর্যাদা। একটি ঘটনার কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না আমি। ২০১২ সালের ১৫ মে বেতন-ভাতা বাড়ানোর দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিতে গিয়ে শাহবাগে পুলিশের বেধড়ক পিটুনিতে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছিলেন বহু শিক্ষক। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে মারা গিয়েছিলেন লাঞ্ছিত একজন শিক্ষক, যিনি একাত্তরে এ দেশকেই স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধ করেছেন। আমি এ ঘটনায় প্রচণ্ড দুঃখ পেয়ে *প্রথম আলো*য় লিখেছিলাম। তাঁর মৃত্যুতে কোনো মন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করেননি, বুদ্ধিজীবীরা বিবৃতি দেননি, কেউ আদালতে রুল চাইতে যাননি! এমনকি ফেসবুকেও তেমন প্রতিবাদের ঝড় ওঠেনি।

শিক্ষকেরা এরপর আরও বহুভাবে অপদস্থ হয়েছেন। গৌরীপুরে একজন শিক্ষককে দিগম্বর করে ফেলা হয়েছিল, সিলেটে কয়েকজন স্বনামধন্য শিক্ষকের গায়ে হাত তোলা হয়েছিল, বরিশাল বিএম কলেজে দায়িত্ব নিতে আসা একজন বর্ষীয়ান শিক্ষককে কিল-ঘুষি-লাথি মেরে বের করে দেওয়া হয়েছিল। অধিকাংশ ঘটনায় জড়িত ছিল ক্ষমতাসীন মহল বা তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা। শেষোক্ত ঘটনার অনেক ছবি এখনো ফেসবুক খুঁজলে পাওয়া যাবে। এসব ঘটনায় কারও কোনো বিচার হয়েছে কি না, আমরা জানি না। এমনকি সামাজিকভাবেই এর যথেষ্ট প্রতিবাদ আমরা করতে পারিনি।

প্রতিবাদ তেমনভাবে কোনো ঘটনাতেই হয়নি। তবে এখন হচ্ছে। নারায়ণগঞ্জে একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে, শ্যামল কান্তি ভক্তকে, শত শত লোকের সামনে কান ধরে ওঠবস করানো হয়েছিল স্থানীয় সাংসদ সেলিম ওসমানের অঙ্গুলি হেলনে। শ্যামল কান্তির অবমাননার এ ঘটনা সারা দেশের বহু মানুষকে স্পর্শ করেছে। তাঁর প্রতি সহমর্মিতা থেকে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে 'সরি স্যার' হ্যাশ ট্যাগ নিয়ে বহু মানুষ নিজেদের কান ধরা ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন। এই সংবাদ এখন চলে গেছে বিবিসির মতো গণমাধ্যমের ওয়েব পাতায়ও।

এই প্রতিবাদের প্রয়োজন ছিল। অনেকে প্রশ্ন করেছেন, শিক্ষক লাঞ্ছনার তেমন কোনো প্রতিবাদ হয়নি আগে, এখন কেন? কেউ কেউ কান ধরে প্রতিবাদ নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন, অল্প কয়েকজন শ্যামল কান্তির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

আমার কথা হচ্ছে, প্রতিবাদ আগে হয়নি বলে এখন হওয়া কোনোভাবেই অনুচিত নয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন ঘটনায় প্রতিবাদের ব্যাকরণ নিয়ে আমারও প্রশ্ন আছে। কোন ঘটনার অপরাধী বা ভিকটিম কে, তাদের রাজনৈতিক পরিচয় আছে কি না, তাদের এমনকি ধর্মীয় পরিচয় কী—এসব বিষয় বিবেচনা করে এ সমাজে বহু মানুষ কোনো ঘটনার প্রতিবাদ করা হবে কি না সেই সিদ্ধান্ত নেন। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক সুচিন্তিতভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন বা নীরব থাকেন। এই সমাজে সুবিধাভোগী মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা রয়েছে। এটি অবশ্যই হতাশাজনক। তবে প্রতিবাদ যে কারণেই করা হোক, তা যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে হয় তাহলে তাকে অবশ্যই আমাদের সমর্থন করা উচিত।

শ্যামল কান্তির প্রতি অন্যায়ই করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ছাত্র প্রহার এবং ধর্ম নিয়ে অবমাননাকর উক্তির অভিযোগ করা হয়েছে, যদিও সরকারের প্রাথমিক তদন্তে ওই অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগই থাক না কেন, আইনসম্মত তদন্ত না করে তাঁকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার কারও নেই। তাঁকে যে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তা বাংলাদেশের সংবিধানে নিষিদ্ধ এবং পেনাল কোড অনুসারে ফৌজদারি অপরাধ। তাঁর বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগণকে উত্তেজিত করার জন্য যেভাবে মসজিদের মাইক ব্যবহার করা হয়েছে, তা শুধু নৈতিকভাবে নিন্দনীয় নয়, প্ররোচনা হিসেবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আমাদের জন্য সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এই অপরাধগুলো সংঘটনে অন্যতম ভূমিকা রেখেছেন আর কেউ নন, একজন সাংসদ!

ওই সাংসদ সেলিম ওসমান সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেছেন, তিনি স্থানীয় জনগণের রোষ থেকে বাঁচাতে গিয়ে শ্যামল কান্তিকে কান ধরে ওঠবস করিয়েছেন। এটি যদি সত্যিও হয়, তাঁর বরং দায়িত্ব ছিল স্থানীয় জনগণকে, যারা উত্তেজিত করেছে, তাদের প্রতিরোধ করার। নারায়ণগঞ্জে তাঁদের পরিবার এতই প্রভাবশালী যে এটি করা তাঁর জন্য দুরূহ ছিল না। সেলিম ওসমান উল্টো আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে প্রধান শিক্ষককে চড় মেরেছেন বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। তদন্ত সাপেক্ষে এখন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব অবশ্যই সরকারকে পালন করতে হবে।

আরেকটা কথা বলা প্রয়োজন এখানে। শ্যামল কান্তি ভক্তের অবমাননার ঘটনার প্রতিবাদ আমাদের কিছুটা হলেও আশাবাদী করেছে। তবে আমাদের ভেবে দেখতে হবে, আমরা কি শুধু তাঁর অবমাননার প্রতিবাদ করব? নাকি শিক্ষক তথা সমাজের যেকোনো মানুষ অন্যায়ের শিকার হলে তারও সমভাবে প্রতিবাদ করব? যদি একটি ঘটনার প্রতিবাদেই আমরা থেমে যাই, তাহলে হয়তো শুধু শ্যামল কান্তি ভক্ত নামের একজন শিক্ষক ন্যায়বিচার পাবেন। কিন্তু এই সমাজে ক্ষমতাবান ও অপপ্রচারকারী মহলের কাছে দুর্বল মানুষের প্রতিনিয়ত অপমানিত হওয়ার সংস্কৃতি তাতে মোটেও দুর্বল হয়ে পড়বে না। শিক্ষকের মর্যাদাও আপন মহিমায় ফিরে আসবে না।

● **আসিফ নজরুল : অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।**

সম্পাদক : মতিউর রহমান; ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ; মুদ্রণ ও পরিবেশনা : দার আল শারক (ফরেন পাবলিকেশন্স), পোস্ট বক্স : ৩৪৮৮, ডি রিং রোড (লুলু হাইপারমার্কেটের পাশে), দোহা, কাতার
Editor: Matiur Rahman; Printed & Distributed by: Dar Al Sharq (Foreign Publications), P O Box: 3488, D Ring Road (Next to Lulu Hypermarket), Doha, Qatar, Phone: +974 44650 600, Fax: +974 44657198, Email: editorfp@daralsharq.net

মুস্তাফিজ, দ্য ফিজ!

খেলার রাতে মুস্তাফিজের বাড়িতে

রাজীব হাসান
কালীগঞ্জ (সাতক্ষীরা) থেকে

টেলিভিশনে আইপিএলে মুস্তাফিজের খেলা দেখছেন তাঁর বাবা-মা ও ভাই। সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার তেঁতুলিয়া গ্রামে মুস্তাফিজের বাড়ি থেকে গত শুক্রবার তোলা ছবি ● **সাহাদাত পারভেজ**

সন্ধ্যা হতে না-হতেই অস্থির পায়চারি করেন মাহমুদা খাতুন। আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকান। আগে সময় বুঝতে দিনের আলো দেখেই কাজ চলত। এখন নতুন অনেক কিছুই শিখে নিচ্ছেন। ঘড়ি দেখাটাও। ঠিক ছয়টা বাজলে যে ফোন আসে। অনেক দূর থেকে ভেসে আসে সেই কণ্ঠস্বর, 'মা, কেমন আছ?'

গত পরশু শুক্রবার। ছয়টা পেরিয়ে আরও মিনিট ১০। তখনো আসেনি ফোন। সাগরে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সাতক্ষীরায় ঝপঝপিয়ে বৃষ্টি নেমেছে। বাড়ির সেজো ছেলে মোখলেছুর রহমান তখন সদ্য বানানো দোতলা বাড়ির ছাদে। ছাদে গেলেই কেবল ভালো নেটওয়ার্ক মেলে। কপাল ভালো থাকলে ভিডিও কলও করা যায়। বৃষ্টির ছাটে ভিজে যাওয়া রেলিংবিহীন সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন মাহমুদা খাতুন। সেজো ছেলের কাছে জানতে চাইলেন, 'ফোন আসিছে?'

এল! ভারতের ছত্তিশগড় থেকে ফোন করে মায়ের কাছে দোয়া চাইলেন মুস্তাফিজুর রহমান। কিছুক্ষণ পরে মাঠে যাবেন। তাঁর দল হায়দরাবাদ সানরাইজার্সের গুরুত্বপূর্ণ খেলা দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের সঙ্গে। ম্যাচ থাকলে রুটিন কিছু কাজ সব খেলোয়াড়কেই করতে হয়। মুস্তাফিজের রুটিনের মধ্যে অবশ্যকর্তব্য হিসেবে আছে মা ও বাবাকে ফোন করে দোয়া নেওয়া। ব্যাকুল মায়ের কণ্ঠস্বরটা ঠিক বোঝা যায়, 'বাবা, ঠিকমতো খাচ্ছ তো? একদম তো শুকায় গেছ বাবা!'

জবাবে মুস্তাফিজ কী বলেন শোনার সুযোগ হয় না আমাদের। এতটুকু বুঝি, মাকে ফেলে দূর থেকে পড়ে থাকতে তাঁরও অনেক কষ্ট! ছয় সন্তানের মধ্যে বাড়ির সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে আদরের ছেলেটা যে কখনোই এত দিন বাড়ি ছেড়ে থাকেনি। তবু এই কষ্ট মেনে নিয়েছেন মা।

বুঝে গেছেন, তাঁর কোলের ছেলেটা, এই সেদিন মুখে ভাত তুলে খাইয়ে না দিলে মুখ ফুলিয়ে বসে থাকা ছেলেটা এখন শুধু তাঁর একার নয়। এই ছেলেটার ওপর এখন সারা বাংলাদেশের অধিকার। এ ছেলেটার জন্য শুধু তিনি নামাজ শেষে মোনাজাতে বিশেষ প্রার্থনা করেন না; করে বাংলাদেশের মানুষ। আইপিএল, হোক না সেটা শুধুই ভারতের ঘরোয়া এক টুর্নামেন্ট; সেখানেও মুস্তাফিজের ভালো বোলিংকে বাংলাদেশের ক্রিকেটপাগল মানুষ নিজেদের গর্ব হিসেবেই দেখে। মুস্তাফিজ নামটা এবারের আইপিএলে সবচেয়ে বেশিবার উচ্চারিত। আর তাঁর নামের সঙ্গে সঙ্গে যে উচ্চারিত হয় বাংলাদেশের নামটাও!

মাত্র এক বছরের একটু বেশি সময় হলো আবির্ভাবের। তাতেই কী করে যেন এই ছেলেটা বাংলাদেশের সবার মন জিতে এবার হেলায় জয় করতে চলেছেন ক্রিকেট-বিশ্ব! না হলে হায়দরাবাদ, যে শহরের ভাষাও বড্ড অচেনা, খাবার কিংবা সংস্কৃতি; সেখানেও কেন মুস্তাফিজকে নিয়েই সবচেয়ে বেশি ব্যানার-ফেস্টুন উড়বে গ্যালারিতে? মুস্তাফিজ বিশেষ ডাকনামে পরিচিত হবেন—দ্য ফিজ! মুস্তাফিজ বোলিংয়ে এলেই বা কেন গ্যালারির দৈত্যপর্দায় ভেসে উঠবে, 'আনলিশ দ্য ফিজ!' যে কথায় লুকিয়ে তাঁর বোলিং দেখার জন্য সবার সে কী ব্যাকুলতা!

মুস্তাফিজের সেই ৪ ওভার, ধাঁধার চেয়েও জটিলতর সেই চারটি ওভার! ব্যাটসম্যানদের প্রবল দাপটের খেলা এই টি-টোয়েন্টিতে, চার-ছক্কা হই হইয়ের খেলা যে একটা বোলারের প্রতিটি বলও এমন উপভোগ্য হতে পারে, মুস্তাফিজই তো নতুন করে জানালেন।

সারা বাংলাদেশ সেই চারটি ওভার দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে টিভি পর্দার সামনে। তাহলে মুস্তাফিজের বাড়িতে কী হয়?

সেটা দেখার জন্যই ঢাকা থেকে অনেক দূরে, সাতক্ষীরা থেকেও প্রায় এক ঘণ্টার গাড়িপথ পেরিয়ে কালীগঞ্জের তেঁতুলিয়া গ্রামে আমাদের আসা। টানা কয়েক দিনের প্রবল দাবদাহের মধ্যে স্বস্তির বৃষ্টিই স্বাগত জানিয়েছে আমাদের, মুস্তাফিজ যেমন একপশলা চোখজুড়ানো বৃষ্টি হয়েই এসেছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটে। কালীগঞ্জ উপজেলা থেকে সরু পথ বেয়ে আশাশুনি উপজেলার পথ ধরে এগোলে তবেই তেঁতুলিয়া গ্রামটা। আশাশুনি? মুস্তাফিজের বোলিংয়েই তো আমরা এখন নতুন আশার গান শুনি!

চারদিকে চোখজুড়ানো সবুজ। সেই প্রচ্ছদপটে প্রকৃতি যেন আয়না বানিয়ে রেখেছে বিস্তীর্ণ চিংড়িঘের। এখানকার সবচেয়ে অবস্থাপন্ন চিংড়িঘেরের মালিকদের একজন আবুল কাশেম গাজী। খুব করে চেয়েছিলেন বাড়ির ছোট ছেলেটা যেন ডাক্তার হয়। পড়াশোনায় মন বাড়াতে একজনের বদলে দুজন গৃহশিক্ষকও রেখেছিলেন। কিন্তু পারেননি! ভাগ্যিস পারেননি, বাঁ হাতে মায়াবী কাটারের বদলে মুস্তাফিজ রোগীর বুকে স্টেথো চেপে ধরছেন—এই দৃশ্যটা এখন ভাবতেও বেমানান লাগে!

ছোটবেলায় মাকে যেমন করে জড়িয়ে ধরতেন, মুস্তাফিজ নাকি তেমন করে ছোট্ট বলটা জড়িয়ে ধরে ঘুমাতেন। বলের প্রতি এমনই ছিল তাঁর ভালোবাসা। এই গল্প শোনালেন সেজো ভাই মোখলেছুর, যে ভাইয়ের পুরোনো মোটরসাইকেলে চেপে ক্রিকেট খেলতে এসে সাতক্ষীরা টু খুলনা টু ঢাকা হয়ে ক্রিকেট-সাম্রাজ্যেই মুস্তাফিজ কী করে তাঁর গৌরবপতাকা ওড়ালেন, সেই গল্পও তো এখন ক্রিকেটীয় রূপকথা।

তাঁর কাছেই জানা গেল, এলাকাবাসীর চাওয়া পূরণ করতে বাজারে বড় পর্দায় খেলা দেখাতে হয়েছে। হায়দরাবাদের ম্যাচ থাকলে যেন সেটা হয়ে উঠত ছোট্ট একটা গ্যালারি। বাড়িতে আগে টিভি ছিল না। পরিবারের কর্তা, একই সঙ্গে ভীষণ রাশভারী আর অতিথিপরায়ণ মৃদুভাষী আবুল কাশেম পরে সেই অলিখিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে নিজেই কিনে দিয়েছেন ২১ ইঞ্চি একটা টিভি। সেই টিভিতে পরিবারের সবাই মিলে খেলা দেখা হয়। আশপাশের প্রতিবেশীরাও ভিড় করেন। আমরাও মিশে যেতে যাই সেই দর্শকের ভিড়ে। ম্যাচ শুরুর আগে সবার অবশ্য একটাই টেনশন—কারেন্ট থাকবে তো! খুব বিদ্যুৎ-বিভ্রাট চলছে। লোডশেডিংয়ের কারণে মুস্তাফিজের পুরো ৪ ওভার বোলিং দেখার সৌভাগ্য খুব কম সময়ই মিলেছে তাঁর পরিবারের, তাঁর মায়ের।

যে মা শুধু ছেলের বোলিং দেখার জন্য টিভির দিকে ব্যাকুল নয়নে তাকিয়ে থাকেন না; দেখেন, ছেলেটা ভালো আছে তো! যে মা কখনো প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনাই শেখেননি, তিনিও খেলা দেখতে বসলে আঁক কষেন—কত হলো প্রতিপক্ষের রান, বাকি আছে কত। ছেলে কি পারবে এই রানের চাকা থামাতে?

নিচতলায় ছোট্ট একটা শোবারঘরেই টিভি। চারদিকে ছড়িয়ে আছে এরই মধ্যে জমে যাওয়া অজস্র স্মারক; ট্রফি, ডামি চেক, ম্যাচসেরা হওয়া ম্যাচের সেই বলগুলোও। আমরা বসে আছি নতুন বানানো দোতলার ঘরে। মুস্তাফিজের নতুন খাটটা পড়ে আছে, যে খাটে এখন খুব কমই শোয়া হয় তাঁর। ফাইভ স্টার হোটেলে হোটেলে কাটে জীবন। যে জীবনে একধরনের আনন্দ অবশ্যই আছে। তা তিনি উপভোগও করেন। কিন্তু কাঁটাচামচ দিয়ে খুব কেতা করে খাওয়ার চেয়ে তাঁর বেশি ভালো লাগে গরু আর মুরগির মাংসের ভুনা। সেটাও দেশি মুরগি হতে হবে অবশ্যই। বাড়ি ফিরলে তাঁর এই দুটি পদ রান্না করা বাধ্যতামূলক। টেবিলে আবার সাজিয়ে রাখতে হবে সেই রান্না। মুস্তাফিজ খাবেন কম, দেখবেনই বেশি। ভিনদেশি খাবার খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে যাওয়া চোখকেও যেন তৃপ্তি দিতে চান। সবচেয়ে বড় কথা, মায়ের হাতের রান্নার চেয়ে সুস্বাদু খাবার পৃথিবীতে আর আছে নাকি!

এই গল্প যখন শুনছিলাম মোখলেছুরের কাছে, সেই সময়ই তাঁর মুঠোফোনে কী একটা মেসেজ এল। 'দেখিছেন', বলে আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন ফোন। মুস্তাফিজ সন্ধ্যার খাবারের একটা ছবি পাঠিয়েছেন মাত্রই—কী সব শাকসবজি! এসব খেয়ে মন ভরে!

তবু মুস্তাফিজ সেই জীবনের সঙ্গে অবিশ্বাস্যভাবে মানিয়ে নিয়েছেন। বাবা নিজে হিসাব করে বলেন দেন, 'ছেলেডার আর বয়স কত হবিনে? ২০ বছর ৫ মাস! কত কিছু নিজেরে নিজেরে করতি হয়।' আর কী কী বদলেছে এ সময়টায়? চার শ মণ ধানের গোলা আর মহিষের বাথান সরিয়ে ফেলার ইতিবৃত্ত শোনাতে শোনাতেই আবুল কাশেম বলেন, 'সে কী যে মাইনষের ভিড়! কী কব!'

দূরদূরান্ত থেকে, প্রত্যন্ত গ্রামে, যেখানে এখনো সাহেব-সুবোদের ২২ গজি খেলাটার চেয়ে 'গেদন' (দাঁড়িয়াবান্ধা) এখনো বেশি জনপ্রিয়; সেখানকার মানুষও ছুটে আসে। মুস্তাফিজের দেখা তো পরিবারের লোকেরাই এখন পান কপালগুণে, দর্শনার্থীদের যেন এই বাড়ির ইট-চুন-সুরকি দেখেও আনন্দ! 'ও যেবার ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ খেইলে ফেরল, দুই দিনে তো মনে হয় কেবল পাঁচ হাজার টাকার মিষ্টিই খাইয়েছি বাড়িতে আসা মেহমানদের'—আবুল কাশেমের কণ্ঠে গর্ব খেলা করে।

আপনি নাকি পোস্ট অফিসে গিয়ে নিষেধ করে এসেছেন, বাড়িতে যেন চিঠি না আসে! বিশেষ করে মেয়ে ভক্তদের? মুস্তাফিজের বাবার মুখে হাসি। এত বিধিনিষেধের দরকার আছে বলে মনে করেন না। এও মনে করেন, কোটি টাকার আইপিএলে, নাচুনে কন্যা আর বলিউডি গ্ল্যামারের আইপিএলে গেলেও পথ হারাবে না তাঁর ছেলে। ক্রিকেটের প্রতি সৎ ভালোবাসা আর টাকার প্রতি নির্মোহ থাকার পারিবারিক শিক্ষাই পথ হারাতে দেবে না তাঁকে।

ছেলে একটা গাড়ি কিনেছে। সেটাও ঘরবন্দীই থাকে। এখনো বাড়ির লোকেরা মোটরসাইকেলেই স্বচ্ছন্দ। মুস্তাফিজের যাওয়া-আসার সুবিধা হয় ভেবেই রাখা। ছেলেটা যে ঢাকায় থাকতেই চায় না। ইট-কাঠ-কংক্রিটে হাঁপিয়ে উঠলে এক দিনের ছুটি পেলেও ছুটে আসে সেই চেনা গ্রামে। এখানে পুকুরে ঝাঁপ দেওয়া যায়, কাকশিয়ালী নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া যায়। মাছ ধরা মুস্তাফিজের ভীষণই নেশা। এখন অবশ্য মাছ ধরার চেয়ে ব্যাটসম্যানদের শিকার করতেই বেশি আনন্দ তাঁর। তবে বাড়ি এলে বড়শি নিয়ে ছুটে যান। সেখানেও নাকি তাঁর অবিশ্বাস্য সাফল্য!

কেউ একজন খবর দিল, টসে জিতে ব্যাটিং নিয়েছে হায়দরাবাদ। সবাই যেন একটু খুশিই। বিদ্যুৎ চলে গিয়ে আবার ম্যাচের শেষের দিকে এলেও মুস্তাফিজের বোলিং দেখা যাবে। একটু লো ভোল্টেজ বুকটা কাঁপিয়ে দিল। এত পথ মাড়িয়ে এসে কি আসল উদ্দেশ্যটাই বৃথা যাবে? আমরা যে দেখতে চাই মুস্তাফিজ একটা উইকেট পেলে কী করেন তাঁর মা!

দুটি রানআউটে পথ হারিয়ে হায়দরাবাদের সংগ্রহটা হলো মোটে ১৫৮। বোলিংয়ের শুরুটা হলো আরও পথ হারানো—একটা বৈধ বল হওয়ার আগেই ছয়টি অতিরিক্ত রান দিয়ে বসলেন ভুবনেশ্বর কুমার। আশিস নেহরাও নেই। ওদিকে আছেন দিল্লির ঋষভ পন্ত, মুস্তাফিজের বোলিং যে দু-তিনজন খেলতে পেরেছে ভালোমতো, তাঁদের একজন। মাহমুদা খাতুন নাকি ভিনদেশি খেলোয়াড়দেরও এখন চিনে গেছেন বেশ! মুস্তাফিজ বোলিংয়ে এলেন খানিকটা আগেভাগে। প্রথম বলটাই মায়ের চোখে আনন্দের ঝিলিক এনে দিল। বাবার চোখে গর্ব। একটুর জন্য ব্যাটের কানা লাগল না বলে বাকি সবার অস্ফুট 'ইশ'।

পন্ত একটা চারও মেরে দিলেন! ঘোমটার আড়ালে থাকা মায়ের চোখে তখন যেন অভিমান! মুস্তাফিজও মাথা নাড়তে নাড়তে বোলিং মার্কে। তিনি কি জানেন, কতটা ব্যাকুলতা নিয়ে খেলা দেখেন মা! নিশ্চয়ই জানেন। রক্তের সম্পর্কের অলৌকিক টেলিপ্যাথি ব্যাখ্যা করার সাধ্য কী!

দ্বিতীয় ওভারটাতেও উইকেট মিলল না। বোলিং কিন্তু করছেন সেই ঠাসবুনুনির। তৃতীয় ওভারটায় একটা ক্যাচ উঠল। কী সহজ ক্যাচটা ফেলে দিল ফিল্ডার! বিদ্যুৎ থাকে কি না সেই টেনশন ততক্ষণে উধাও। এ যে অন্য উত্তেজনা! ম্যাচটা বের করে নিচ্ছে দিল্লি। ১২ বলে দরকার মাত্র ১৬। শেষের আগের ওভারটা করতে এলেন মুস্তাফিজ। এইবার সেই জাদু!

মাত্র ৫ রান দিলেন, সঙ্গে একটা উইকেটও। অচেনা অতিথিদের কারণে আটপৌরে লাজুক মা তখনো খোলসে। তবু গর্বিত মায়েদের হৃৎস্পন্দন যেন ঠিকই টের পাওয়া যায়। প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া ম্যাচটায় নতুন আশার সলতে উসকে দিলেন মুস্তাফিজই। ভীষণ নাটকীয়তায় শেষ পর্যন্ত ১ বলে ২ রানের সমীকরণ মিলিয়ে জিতে গেল দিল্লি। তাতে এখনো শীর্ষে থাকা হায়দরাবাদের খুব বেশি ক্ষতি হলো না, তবু সবার মন খারাপ! ছেলের সঙ্গে সঙ্গে অচেনা এই দলটা, এই দলের ওয়ার্নার-মরগানদেরও যেন আপন সন্তান করে নিয়েছেন মা মাহমুদা, বাবা আবুল কাশেম।

মুস্তাফিজের বাড়িতে না গেলে, তাঁর বাবা-মায়ের হৃদয়ের এই বিশালতা না দেখলে; চারদিকের ছড়ানো প্রকৃতির ঔদার্য না দেখলে মুস্তাফিজকে বোঝা হয়তো সম্ভব নয়। বিশাল এই প্রকৃতিই যে মুস্তাফিজকে অনেক বড় স্বপ্ন দেখার একটা মানুষ বানিয়ে দিয়েছে; যাঁর কাছে আপাতত অসম্ভব বলে কিছুই নেই।

আর হয়তো এ কারণেই, গভীর রাতে, দুর্গম এক গ্রামে অচেনা একটা পরিবারকে ছেড়ে আসার সময়ও মন খচখচ করছিল আমাদের। মুস্তাফিজের মাকে যে ততক্ষণে আমরাও মা বলেই ডেকেছি। মুস্তাফিজের বাবার পা ছুঁয়ে সালাম করার সময় আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া প্রৌঢ় আঙুলগুলোয় ছিল আপন বাবারই স্নেহ!

বিলেতি শহরে বাঙালি মেয়র

তবারুকুল ইসলাম, লন্ডন

লন্ডনের ক্যামডেন কাউন্সিলের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন নাদিয়া শাহ। ছবি : সংগৃহীত

নিজের সন্তানকে পরিচয় করাতে চান বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে

ব্রিটিশ বেকিং কন্যা নাদিয়া হোসেনের সাফল্য উদ্‌যাপনের রেশ কাটতে না-কাটতেই আরেক নাদিয়ার আবির্ভাব। রান্নাবান্নার নয়, তিনি রাজনীতির নাদিয়া। পুরো নাম নাদিয়া শাহ। যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশিদের সাফল্যের গল্পে যুক্ত করেছেন নতুন উপাখ্যান। লন্ডন শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ক্যামডেন কাউন্সিলের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। ১১ মে কাউন্সিল মিলনায়তনে এক আড়ম্বর আয়োজনে শপথ গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেন লেবার দলীয় কাউন্সিলর নাদিয়া।

যুক্তরাজ্যের সংসদে যেখানে বর্তমানে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তিনজন এমপি রয়েছেন, সেখানে কাউন্সিলের মেয়র হওয়া নিয়ে এত হইচই কেন? কারণ, নাদিয়া কাউন্সিলের যে সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, সেই পদটিতে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কোনো নারী এর আগে বসেননি। তাই নাদিয়ার মেয়র নির্বাচিত হওয়াটা ইতিহাসের সেই শূন্যতা পূরণ করেছে। সেই সঙ্গে তিনি যুক্তরাজ্যের প্রথম কোনো মুসলিম নারী মেয়র।

তাক লাগানো ব্যাপার হলো নাদিয়ার উঠে আসা। ২০১৪ সালে কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়ে রাজনীতির সূচনা। শুরুতেই স্থান পেলেন কাউন্সিলের কেবিনেটে (কাউন্সিলের মন্ত্রিসভা)। পরের বছর দায়িত্ব পেলেন ডেপুটি মেয়র হিসেবে। আর এবার ২০১৬-১৭ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে গেলেন মেয়র।

প্রসঙ্গত, যুক্তরাজ্যে কাউন্সিলের সর্বোচ্চ পদ হলো মেয়র। কিছু কাউন্সিলে জনগণের সরাসরি ভোটে চার বছরের জন্য মেয়র নির্বাচিত হন। এই মেয়ররা নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। আর বেশির ভাগ কাউন্সিলে নির্বাচিত কাউন্সিলররা ভোটাভুটির মাধ্যমে প্রতিবছর একেক জনকে মেয়র হিসেবে দায়িত্ব দেন। নির্বাচিত মেয়র নিজের মতো কেবিনেট গঠন করে সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কাউন্সিল পরিচালনা করেন। ক্যামডেন কাউন্সিলের ৫৪ জন কাউন্সিলর রয়েছেন। তাঁদের ভোটাভুটিতেই নাদিয়া মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রথম নারী মেয়র হওয়ার গৌরব অর্জন করে উচ্ছ্বসিত নাদিয়া। তাঁর সঙ্গে ই-মেইল আর মোবাইল ফোনের খুদে বার্তায় চলল কথোপকথন। নাদিয়ার জন্ম ক্যামডেনেই। বাবা নজরুল ইসলাম ১৯৬০-এর দশকে সিলেটের এমসি কলেজ থেকে স্নাতক করে বিলেতে পাড়ি জমান। আর মা আম্বিয়া ইসলাম বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কিছু পরেই মাত্র ১২ বছর বয়সে যুক্তরাজ্যে আসেন। নাদিয়ার পৈতৃক বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়ায়।

রাজনীতিতে এলেন যেভাবে

বাবা ছিলেন ব্যাংকার। তাই নাদিয়ার ঝোঁক ছিল সেদিকেই। গ্রিনউইচ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে ন্যাটওয়েস্ট ব্যাংকে বিনিয়োগ পরামর্শক হিসেবে চাকরি শুরু করেন। ব্যাংকিং পেশায় ভালো করলেও তা ছেড়ে দিয়ে স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কাজের অভিজ্ঞতা নেন। পাশাপাশি চালিয়ে যান সামাজিক কার্যক্রম। বিশেষ করে লেবার দলের পক্ষে প্রচার আর বাংলাদেশি নারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করতে কাজ করতেন তিনি। নির্বাচন করার কথা ভাবেননি। কিন্তু ২০১৪ সালে স্থানীয় রিজেন্ট পার্ক আসনে কাউন্সিলর পদ খালি হলে পরিচিতজনদের চাপাচাপিতেই প্রার্থী হন নাদিয়া। তারপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। নাদিয়া বলেন, 'বিশেষ করে স্থানীয় নারীরা ভেবেছেন, আমি রাজনীতি করলে তাঁর জন্য আরও ভালো কিছু করতে পারব।'

প্রসঙ্গত, নাদিয়ার আসনে আগে কাউন্সিলর ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক। টিউলিপ এমপি পদে প্রার্থী হলে ওই আসনটি খালি হয়। ২০১৫ সালের নির্বাচনে লেবার দলীয় এমপি হিসেবে নির্বাচিত হন টিউলিপ।

ওয়েস্টমিনস্টারের কথা কী ভাবছেন?

নাদিয়া বেশ মজা করেই পাল্টা প্রশ্ন ছুড়লেন, 'ওয়েস্টমিনস্টার পার্লামেন্টে বর্তমানে আমাদের তিনজন নারী এমপি আছেন, কিন্তু আমাদের বাংলাদেশি পুরুষরা কোথায়?' তারপর বললেন, 'রাজনীতিতে এক সপ্তাহও অনেক লম্বা সময়। যেকোনো সময় যেকোনো কিছু ঘটতে পারে। দেখি আমার যাত্রা কোথায় গিয়ে থামে।'

সংসারের চাবিও নিজের হাতে

নাদিয়ার স্বামী জলিল শাহ ক্যামডেন কাউন্সিলেই প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেন। এই দম্পতির তিন সন্তান রয়েছে। পুরোদস্তুর রাজনীতিবিদ হলেও সংসারের চাবি কিন্তু নাদিয়ার হাতেই। নাদিয়া বলেন, সন্তান-পরিবার এসব অবশ্যই অন্য সবকিছুর আগে। তবে পেশাটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই পরিবার ও রাজনৈতিক কর্মের মধ্যে ভারসাম্য করেই চলতে হয়। এ ক্ষেত্রে স্বামীই তাঁর অন্যতম সহযোগী। তা ছাড়া বাবা-মায়ের পাশাপাশি বসবাস করেন বলে তাঁদের কাছ থেকেও প্রয়োজনীয় সহায়তা পেয়ে থাকেন। নাদিয়ার এই অর্জন হতে পারে বাঙালি নারীদের জন্য বিশেষ অনুপ্রেরণা।

নিজেকে বাঙালিই ভাবেন

যুক্তরাজ্যে জন্ম হলেও ছোটবেলা থেকে বাবা-মা তাঁদের চার ভাইবোনকে বাঙালি মূল্যবোধ আর বাঙালি সংস্কৃতির শিক্ষা দিয়েছেন—নাদিয়া জানালেন। নাদিয়া নিজে বাংলা গান জানেন, নাচ শিখেছেন। বাবা-মা তাঁকে বাংলা ভাষা শিখিয়েছেন, সেই সঙ্গে দিয়েছেন ধর্মীয় শিক্ষা। এই ভিন দেশে তাঁদের বাঙালি পরিবারের মতো নিবিড় বসবাস। নিজেকে একজন বাঙালি নারী হিসেবে পরিচয় দিয়ে নাদিয়া বলেন, তাঁর এই অর্জন যুক্তরাজ্যে বাঙালি নারীদের সাফল্যের প্রতীক হিসেবে বেঁচে থাকবে। নিজেকে বাংলাদেশের একজন বার্তাবাহক বলে মনে করেন তিনি।

মাতৃভূমির বন্ধন এখনো অটুট

নিজের আত্মপরিচয় আর শিকড়ের সঙ্গে বন্ধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাদিয়া শাহ বলেন, 'আমরা পারিবারিকভাবেই বাংলাদেশে নিয়মিত বেড়াতে যাই। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি।' নিজের সন্তানদেরও বাঙালি মূল্যবোধ আর বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। বাংলাদেশের সঙ্গে শিকড়ের যুক্ততায় তিনি দারুণভাবে গৌরবান্বিত। গত বছরও দেশ থেকে ঘুরে গেছেন নাদিয়া।

গুণীজন কহেন

সময় আমাদের ওপর দিয়ে উড়ে যায়, কিন্তু তার ছায়া রেখে যায়
নাথানিয়েল হথর্ন (মার্কিন ঔপন্যাসিক)

নীরস সিনেমা নিয়ে আমার খুব বেশি সমস্যা নেই, সমস্যা হলো যারা এই নীরস সিনেমাগুলো দেখে। তাদের এড়িয়ে যাওয়া অনেক কঠিন কাজ।
রজার জোসেফ এবার্ট (১৯৪২-২০১৩)
মার্কিন লেখক

হারিয়ে যাওয়া সময় কখনোই আর ফিরে পাওয়া যায় না
বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন (মার্কিন রাজনীতিক)

ব্যয় করার মতো মানুষের হাতে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু হচ্ছে সময়
থিওফ্রেটাস (গ্রিক দার্শনিক)

শব্দভেদ

১	২		৩		৪	৫	
৬			৭				
		৮					৯
১০	১১		১২	১৩		১৪	
	১৫	১৬		১৭			
১৮						১৯	২০
			২১		২২		
২৩					২৪		

বাঁ থেকে ডানে
১. মরুভূমিতে সূর্যের আলোয় জল-ভ্রান্তি। ৪. হর্ষ। ৬. বুদ্ধি। ৭. শুভ্র জ্যোতির্ময় আকাশপথ। ৮. ময়ূরের ডাক। ১০. ভূমি। ১২. যে বস্তু দ্বারা শিশি বা বোতলের মুখ বন্ধ করা হয়। ১৪. প্রথম। ১৫. তুষার। ১৭. নক্ষত্র। ১৮. এক প্রকার টক-মিষ্টি ফল। ১৯. শব্দ। ২১. প্রবহমান। ২৩. এক শ ভাগের এক ভাগ। ২৪. বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

ওপর থেকে নিচে
১. যাঁর স্মরণে তাজমহল নির্মিত হয়েছে। ২. পদ্ধতি। ৩. নিকটবর্তী। ৪. বিপদ। ৫. নাকের অলংকারবিশেষ। ৯. নরম আসন বা বিছানা। ১১. সূর্য। ১৩. পিতার পিতা। ১৪. আকৃতি। ১৬. বাঁশ, কাঠ প্রভৃতি দ্বারা তৈরি সিঁড়ি। ১৮. পুরুষানুক্রম। ২০. পরিবর্তন। ২১. আয়ত্ত। ২২. এক প্রকার ধাতু।

তৈরি করেছেন : **মেসবাহ খান,** রাজপাট, মাগুরা।

গত সংখ্যার সমাধান

বী	রা	ঙ্গ	না		মা	কা	ল
ভ	য়		খো	ক	ন		জ্ঞ
ৎ		বাঁ	শ		চি	ক	ন
স	ন	দ		পা	ত্র		
	বী	র		ই		পা	স্থ
হী	ন		অ	ক	প	ট	
র		দা	না			কে	শ
ক	ব	র	স্থা	ন		ল	ব

বেসিক আলী
শাহরিয়ার

আপনার রাশি
কাজী এস হোসেন

যাঁরা এই সাত দিনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের জন্য বিশেষ শুভ সংখ্যা—১ ও ৮। শুভরত্ন—শ্বেত পোখরাজ ও গোমেদ। শুভ রং—নীল, ধূসর ও মেরুন। এবার জেনে নেওয়া যাক বারোটি রাশিতে এ সপ্তাহের পূর্বাভাস :

মেষ (২১ মার্চ-২০ এপ্রিল)
সপ্তাহের শুরুতেই আর্থিক বিষয়ে কোনো সুখবর পেতে পারেন। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এখন সুসময় বিরাজ করছে। সৃজনশীল কাজের জন্য বিদেশেও সুনাম অর্জনে সক্ষম হবেন। আর্থিক লেনদেন শুভ।

বৃষ (২১ এপ্রিল-২১ মে)
ব্যবসায়িক যোগাযোগ শুভ। আপনি একজন চিত্রশিল্পী হয়ে থাকলে আপনার আঁকা ছবি কোনো প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হতে পারে। এ সপ্তাহে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সহজেই সাফল্যের দেখা পাবেন। দূরের যাত্রা শুভ।

মিথুন (২২ মে-২১ জুন)
বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সুযোগ ফিরে আসতে পারে। পারিবারিক সমস্যার সমাধানে আপনার উদ্যোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এখন সুসময় বিরাজ করছে।

কর্কট (২২ জুন-২২ জুলাই)
ব্যবসায়ে আগের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। প্রেমের ব্যাপারে এ সপ্তাহে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। কোনো আইনি সমস্যার সমাধান হতে পারে। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ।

সিংহ (২৩ জুলাই-২৩ আগস্ট)
এ সপ্তাহে সার্বিকভাবে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। যেকোনো চুক্তি সম্পাদনের জন্য সপ্তাহের শেষ দুই দিন বিশেষ শুভ। প্রেমের ঝোড়ো হাওয়া কারও কারও মনকে নাড়া দিতে পারে। দূরের যাত্রা শুভ।

কন্যা (২৪ আগস্ট-২৩ সেপ্টেম্বর)
ব্যবসায়িক ভ্রমণ ফলপ্রসূ হতে পারে। এ সপ্তাহে আকস্মিকভাবে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। প্রেমের ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া পাবেন। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি পাবেন।

তুলা (২৪ সেপ্টেম্বর-২৩ অক্টোবর)
মামলা-মোকদ্দমায় জড়ানো উচিত হবে না। পাওনা আদায়ের জন্য সপ্তাহের শুরু থেকেই উদ্যোগ নিন। পারিবারিক সমস্যার সমাধানে আপনার উদ্যোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ।

বৃশ্চিক (২৪ অক্টোবর-২২ নভেম্বর)
ব্যবসায়িক লেনদেনে আপনার স্বার্থ অক্ষুণ2 থাকবে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এখন সুসময় বিরাজ করছে। আপনি একজন সংগীতশিল্পী হয়ে থাকলে বিদেশ থেকে সম্মাননা পেতে পারেন। দূরের যাত্রায় সতর্ক থাকুন।

ধনু (২৩ নভেম্বর-২১ ডিসেম্বর)
ব্যবসায়িক ভ্রমণ ফলপ্রসূ হতে পারে। আপনি একজন চিত্রশিল্পী হয়ে থাকলে এ ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে সম্মাননা পেতে পারেন। পারিবারিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। এ সপ্তাহে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে।

মকর (২২ ডিসেম্বর-২০ জানুয়ারি)
কর্মস্থলে আপনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে। ফাটকা ব্যবসায়ে কপাল ফিরতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য সপ্তাহজুড়েই সুসময় বিরাজ করবে। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি পাবেন। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ।

কুম্ভ (২১ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি)
পেশাজীবীদের কারও কারও পসার বৃদ্ধি পেতে পারে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। আপনি একজন সংগীতশিল্পী হয়ে থাকলে এ সপ্তাহে বিদেশ থেকে সম্মাননা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তীর্থ ভ্রমণ শুভ।

মীন (১৯ ফেব্রুয়ারি-২০ মার্চ)
ব্যবসায়িক লেনদেন শুভ। আপনি একজন অভিনয়শিল্পী হয়ে থাকলে এ সপ্তাহে একাধিক অভিনয়ের প্রস্তাব পেতে পারেন। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি পাবেন। মামলা-মোকদ্দমার রায় আপনার পক্ষে যেতে পারে।

জোছনা ও জননীর গল্প

কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) জয় করেছিলেন লাখো পাঠকের মন। প্রবাসী পাঠকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছে তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয় একটি উপন্যাস

পর্ব : ১২

বড় ভাইজান লিখেছেন—
প্রিয় শাহেদ, আসমানী ও রুনি,
(তিজননের নামে একটি চিঠি। এই অদ্ভুত মানুষ শাহেদের বিয়ের পর কখনো শাহেদকে আলাদা চিঠি লিখেননি। রুনির জন্মের পর সব চিঠিতেই তারা দুইজন ছাড়াও রুনির নাম আছে।)
তোমাদের জন্যে অতীব দুশ্চিন্তায় আছি। সুদূর পল্লীগ্রামে আছি। শহরের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছি না। লোকমুখে নানান খবরাদি পাই। কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা তা আলাদা করিতে পারি না। দুশ্চিন্তায় কালক্ষেপণ করি। প্রতি রাতেই আলাদা করিয়া তোমাদের তিনজনের জন্যে আল্লাহপাকের নিকট দোয়া করি। তাহাতেও মন শান্ত হয় না। মন যে শান্ত হয় না তাহার প্রমাণ প্রায় প্রতি রাতেই তোমাদের নিয়া আজেবাজে স্বপ্ন দেখি। একটি স্বপ্নে দেখিলাম তুমি মা রুনিকে কোলে নিয়া দৌড়াইতেছ। তোমার পাশে রুনির স্নেহময়ী মা আসমানী। তোমাদের পিছনে ভীষণ-দর্শন একজন বলশালী পুরুষ বল্লম হাতে তোমাদের তাড়া করিতেছে। যেকোনো মুহূর্তে সে বল্লম নিক্ষেপ করিবে এমন অবস্থা।
যদিও জানি স্বপ্ন মানবমনের দুশ্চিন্তার ফসল ছাড়া আর কিছুই না। তারপরেও চিন্তায় অস্থির হইয়াছি। এমন নজির আছে যে মহান আল্লাহপাক স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদের সাবধান করিতেছেন। ঘটনা যাহাই হউক, পত্রপ্রাপ্তির দিনদিনের মাথায় তুমি অতি অবশ্যই সবাইকে নিয়া চলিয়া আসিবা। ইহা তোমার প্রতি আমার আদেশ।
আল্লাহপাক তোমাদের সর্ব বিপদ হইতে মুক্ত রাখুন। আমিন।
ইতি
ইরতাজউদ্দিন
বড় ভাইয়ের কাছে লেখা শাহেদের চিঠি খুবই সংক্ষিপ্ত। সে শুধু লিখেছে—
ভাইজান, আমরা আসছি। এক সপ্তাহের মধ্যেই আসছি।
আসমানী বলল, এই, কোথায় যাচ্ছ?
শাহেদ জবাব দিল না। এরকম ভাব করল যেন সে আসমানীর কথা শুনতে পায়নি। আসমানী আবারো বলল,
ভরদুপুরে তুমি যাচ্ছ কোথায়?
শাহেদ এবারো জবাব দিল না। গত দুদিন ধরে সে আসমানীর সঙ্গে কতা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। শাহেদ নিঃশব্দে ঝগড়া করার চেষ্টা করছে। সমস্যা হচ্ছে, সে কথা না বলে দীর্ঘ সময় থাকতে পারে না। আসমানী পারে। একনাগাড়ে আঠারো দিন কথা না বলার রেকর্ড আসমানীর আছে। গিনিজ বুক অফ রেকর্ড স্বামী-স্ত্রীর কথা বলা না বলা জাতীয় বাঙালি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। মাথা ঘামালে স্বামী-স্ত্রীর একনাগাড়ে দীর্ঘ সময় কথা না বলার রেকর্ড ধরে রাখার ব্যবস্থা করত। এবং শাহেদের ধারণা সেখানে অবশ্যই আসমানী নাম থাকত।
কথা না-বলে দিনের পর দিন পাশাপাশি বাস করা আসমানীর কাছে কিছুই না। কথা বলতে না পারলেই সে যেন ভালো থাকে। সমস্যা হয় শুধু শাহেদের।
আসমানীর সঙ্গে কথা বলতে না পারলে তার পেট ফুলতে থাকে। সাত-আট ঘণ্টা পার হওয়ার পর দমবন্ধ দমবন্ধ ভাব হয়, তারপর এক সময় খুব অসহায় লাগতে থাকে। মনে হয় তার ভয়ঙ্কর কোনো অসুখ করেছে। নিঃশ্বাসের কষ্ট হওয়ার অসুখ।
আটচল্লিশ ঘণ্টা হলো শাহেদ কথা না বলে আছে। দমবন্ধ স্টেজ পার করে সে এখন আছে অসহায় স্টেজে। তারপরেও ঠিক করেছে, আসমানী ক্ষমা প্রার্থনা না করা পর্যন্ত সে কথা শুরু করবে না।
আসমানীর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, সে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত। চক্ষুলজ্জার জন্য পারছে না।
আসমানী এখন নিজ থেকে আগ বাড়িয়ে অনেক প্রয়োজনীয় কথা বলছে।
আশেপাশে ঘুরঘুর করছে।
দুদিন আগের ঝগড়ার দায়দায়িত্ব বেশিরভাগই আসমানীর। শাহেদ রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে বলেছে, আসমানী, তুমি এক কাজ করো। নীলগঞ্জে ভাইজানের কাছে চলে যাও।
আসমানী বলল, কেন?
ঢাকার অবস্থা ভালো না। লক্ষণ খুব খারাপ। কখন কী হয়! কী দরকার রিস্ক নিয়ে?
তুমি ঢাকায় থাকবে?
হ্যাঁ।
তুমি ঢাকায় থাকবে আর আমি চলে যাব? ঢাকার অবস্থা আমার জন্য খারাপ আর তোমার জন্য রসগোল্লা?
এরকম করে কথা বলছ কেন?
কী রকম করে কথা বলছি?
খুবই অশালীন ভঙ্গিতে কথা বলছ। যে মেয়ে ইংরেজিতে ফাস্টার্স করেছে, তার কথাবার্তা কি আরো শালীন হবে না?
অশালীন কতা কোনটা বললাম?
রসগোল্লা শব্দটা অশালীন? তাহলে শালীন শব্দ কোনটা? পান্তুয়া? নাকি রসমালাই?
প্লিজ, চুপ করো।
না, আমি চুপ করব না। তুমি আমাকে ব্যাখ্যা করবে কেন ঢাকা আমার জন্যে খারাপ আর তোমার জন্যে পান্তুয়া।
শাহেদ বিরক্ত হয়ে বলেছে, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি থাকো। তোমাকে কোথাও যেতে হবে না।
আসমানী গম্ভীর গলায় বলেছে, ঠিক করে বলো তো, কোনো কারণে কি আমাকে তোমার অসহ্য বোধ হচ্ছে?
কথায় কথায় নীলগঞ্জ চলে যাও। যেন আমি নীলগঞ্জ চলে গেলে তুমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচ। আমি একা নীলগঞ্জ গিয়ে কী করব? তোমার মাওলানা ভাইয়ের সঙ্গে হাদিস-কোরান নিয়ে গল্প করব?
বললাম তো যেতে হবে না।
আর আমাকে যদি যেতেই হয় আমি নীলগঞ্জ যাব কেন? আমার কি যাওয়ার জায়গার অভাব আছে?
সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি বাড়াবাড়ি করছ আসমানী।
শুধু আমি সামান্য ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করি? তুমি করো না? তুমি কি সবসময় অসামান্য ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করো? ঐ দিন চায়ে চিনি বেশি হয়েছিল বলে তুমি কি কাপসুদ্ধ চা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দাওনি?
ব্যাপারটা এখানেই শেষ হতে পারতত।

অলংকরণ : মাসুক হেলাল

শেষ হলো না। আসমানী বালিশ নিয়ে উঠে গেল। শাহেদ বলল, কোথায় যাচ্ছ?
আসমানী বলল, তা দিয়ে তোমার দরকার কী? তুমি তোমার ঘুম ঘুমাও। আমি পাশে নেই, কাজেই রাতে ভালো ঘুম হওয়ার কথা। কে জানে হয়তো সুন্দর সুন্দর স্বপ্নও দেখবে।
আসমানী ঘুমুতে গেল বসার ঘরের সোফায়। শাহেদ এই সোফার নাম দিয়েছে 'রাগ-সোফা'। স্বামী-স্ত্রীর ভেতর ঝগড়া হলে একজন কেউ সেই সোফায় গিয়ে শোয়। সেই একজনটা বেশিরভাগ সময়ই আসমানী। আসমানী সোফায় ঘুমুতে গেছে। শাহেদ আছে বিছানায়। রুনি তার সঙ্গে। আসমানী রাগরাগি যাই করুক রুনিকে সঙ্গে নিয়ে মশার কামড় খাওয়ায় না। শাহেদ মশারির ভেতর বসে আছেভ। তার কাছে মনে হচ্ছে, এমন কিছু ঘটেনি যে রাতে আলাদা ঘুমুতে হবে। ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি তো বটেই। আসমানী বেশ কিছুদিন থেকে বাড়াবাড়ি করছে। দেশের অনিশ্চিত অবস্থা মনের উপর চাপ ফেলে, সবাই কিছুটা হলেও অস্বাভাবিক আচরণ করে। সেই যুক্তিতে আসমানীকে ক্ষমা করা যায়। পরক্ষণেই মনে হলো, প্রতিবার আগ বাড়িয়ে এত ক্ষমার দরকার কী? সে হবে ক্ষমার সাগর আর আসমানী হবে চৌবাচ্চা। কেন? দেখি না কথা না-বলে কত দিন থাকা যায়।
শাহেদ প্যান্ট পরতে পরতে ভাবল, কথা বলা শুরু করা যাক। এমনিতেও নিজের কোমর সরু হয়ে গেছে কিংবা প্যান্টের কোমর কোনো এক স্বাভাবিক কারণে বড় হয়ে গেছে। বেল্ট ছাড়া পরা যাবে না। বেল্ট খুঁজে বের করা যাবে না।
আসমানীকে বললে সে নিমেষে বের করে দেবে। জিনিস খুঁজে বের করার অলৌকিক ক্ষমতা আসমানীর আছে।
শাহেদ বলল? (আসমানীর দিকে না তাকিয়ে) বেল্টটা কোথায় দেখ তো।
আসমানী বলল? দেখছি, তুমি যাচ্ছ কোথায় বলো।
কাজ আছে, কাজে যাচ্ছি।
কোনো কাজে যাওয়া-যাওয়ি নেই। রুনিকে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে। চার দিন ধরে জ্বর চলছে। তুমি তো কপালে হাত দিয়ে মেয়ের জ্বরটা পর্যন্ত দেখনি।
সন্ধ্যাবেলা নিয়ে যাব।
সন্ধ্যাবেলা না, এখনি নিয়ে যাবে।
এখন ডাক্তার পাব কোথায়?
তাহলে অপেক্ষা করো, যখন ডাক্তার পাবে তখন নিয়ে যাবে। এর আগে বেরুতে পারবে না।
আসমানী, তোমার কি মনে হয় না তুমি বাড়াবাড়ি করছ?
বাড়াবাড়ি করলে করছি, তুমি বেরুতে পারবে না। আমি তোমাকে যেতে দেব না।
শাহেদ শান্তমুখে জুতার ফিতা লাগাচ্ছে। জুতার ফিতা লাগানোর সহজ কাজটা সে কখনো ঠিকমতো করতে পারে না। কীভাবে কীভাবে প্যাঁচ লেগে আন্ধা গিট্টু হয়ে যয়। এবারো বোধহয় হয়ে গেল।
আসমানী শীতল গলায় বলল, তুমি তাহলে বেরুচ্ছ?
হুঁ।
বেশ, যাও, বাসায় ফিরে এসে কিন্তু আমাকে দেখবে না।
তুমি যাবে কোথায়?
যেখানে ইচ্ছা যাব, তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।
বেল্ট খুঁজে দিতে বলছি, খুঁজে দাও।
বেল্টটা খুঁজে বের করতে পারব না।
তুমি খুঁজে নাও। তুমি অন্ধ না, তোমার চোখ আছে।
শাহেদ ঘর থেকে বের হলো মন খারাপ করে। আসমানী অবুঝের মতো আচরণ করছে। এরকম সে কখনো ছিল না।
তার হয়েছেটা কী? না-কি সমস্যা তার? সে এমন কিছু করছে যে আসমানী রেগে যাচ্ছে? দুজনের কেউ কাউকে বুঝতে পারছে না।
বাসায় ফিরতে ফিরতে শাহেদের সন্ধ্যা হয়ে যাবে এবং সে নিশ্চিত বাসায় ফিরে দেখবে দরজায় তালা ঝুলছে। আসামানী রুনিকে নিয়ে চলে গেছে। তখন আবার বের হতে হবে তাদের খোঁজে। ঢাকায় মা-বাবা ছাড়াও আসমানীর বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন আছে। সে এমন একজনের বাড়িতে উঠবে যার ঠিকানা শাহেদ জানে না। দেশের পরিস্থিতি ভয়াবহ।
যেকোনো সময় শহরে মিলিটারি নেমে যাবে। অতি যে মূর্খ সেও এই সত্যটা খুব ভালো করেই জানে। জানে না শুধু আসমানী। সে ফট করে রিকশা নিয়ে বের হয়ে পড়বে। এই সময়ে আর যাই করা যাক ছেলেমানুষি করা যায় না।
আসমানী বেছে বেছে ছেলেমানুষি করার জন্য এই সময়টাই বেছে নিয়েছে।
আশ্চর্য এক মেয়ে!
রাস্তায় পা দিয়েই শাহেদের মন ভালো হয়ে গেল। ব্যাপারটা সে আগেও লক্ষ করেছে— ইদানীং উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতে তার ভালো লাগে।
এর কারণ কী হতে পারে? নগরী কোনো বিশেষ ঘটনার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। সেই প্রস্তুতি কাছ থেকে দেখার আনন্দ? নগরীর উত্তেজনার সাক্ষী হবার আনন্দ? নগরীর মানুষরা অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে, সেই কাছাকাছি আসার আনন্দ?
বড় বড় উৎসবের আগে আগে এই ঘটনাগুলি ঘটে। কোরবানির ঈদে গরু কিনে পথে হাঁটার সময় অপরিচিতজনরা আনন্দের সঙ্গে কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, কত দিয়ে কিনলেন? দাম শোনার পর খুশি খুশি গলায় বলে, ভাই আপনি জিতেছেন। গরু মাশাল্লাহ ভালো হয়েছে।
ঠিক এইরকম ব্যাপার এখন ঘটছে। যে দোকানে চাল-ডাল কিনতে যাচ্ছে তাকে নিতান্ত অপরিচিত মানুষ অন্যদের সঙ্গে উপদেশ দিচ্ছে— কেরোসিন বেশি করে কিনে রাখেন। কেরোসিনের শর্টেজ হবে। কেরোসিন, দেয়াশলাই আর মোমবাতি।
চায়ের দোকানে চা খেতে গেলে পাশ থেকে কেউ একজন অবধারিতভাবে জিজ্ঞেস করবে, ভাইসাহেব, দেশের অবস্থা কী বুঝেন? দেশ কি স্বাধীন হবে— আপনার কী ধারণা? দেশ স্বাধীন হবে কি হবে না এই নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে দীর্ঘ আলোচনা চলে। আশপাশের লোকজনও তাতে অংশ নেয়। এক সময় আলোচনা ঐকমত্যে শেষ হয়। দেশ যে স্বাধীন হবে— এই বিষয়ে সবাই একশ ভাগ নিশ্চিত হয়। এই উপলক্ষে আরেক দফা চা খাওয়া হয়।
নগরী স্বাধীনতার জন্যে অপেক্ষা করছে। এই অপেক্ষা খুব কাছ থেকে দেখা এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা। শাহেদ মনের আনন্দে দুপুর একটা পর্যন্ত পথে পথে ঘুরল।
রোদ উঠেছে কড়া। ঘামে শরীর ভিজে গেছে। বাসায় গিয়ে সাবান ডলে গোসলটা আরামদায়ক হবে কিন্তু শাহেদের বাসায় যেতে ইচ্ছা করছে না। আসমানীর কাছে রাগ দেখাতে ইচ্ছা করছে। সে যদি রাত বারোটা পর্যন্ত বাইরে থাকে তাহলে রাগ দেখানোটা জমবে।
শাহেদ রিকশা নিয়ে নিল। সে যাবে আগামসি লেনে। সেখানে দুটা রুম ভাড়া করে তার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু নাইমুল থাকে। তার সঙ্গে অনেক দিন যোগাযোগ নেই। নাইমুলের সমস্যা হলো, সে নিজ থেকে কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করবে না। অন্যদের তার কাছে যেতে হবে।
প্রচণ্ড বেগে মধ্যবয়স্ক রিকশাওয়ালা ঝড়ের মতো রিকশা টানছে। শাহেদ বলল, কোনো তাড়াহুড়া নাইরে ভাই, রিকশা আস্তে চালাও। রিকশার গতি তাতে কমল না। রিকশাওয়ালা দাঁত বের করে বলল, টাইট দিয়া বসেন, উড়াল দিয়অ নিয়া যাব।
শাহেদ বলল, উড়াল দেয়ার দরকার নাই। এক্সিডেন্ট করবে। জানে মরব। এখন মরে গেলে স্বাধীন দেশ দেখে যেতে পারব না।
স্বাধীন তাইলে আইতেছে কী কন স্যার?
আসছে তো বটেই।
আইজ শেখ সাব স্বাধীন ডিক্লার দিব।
কে বলেছে?
এইটা সবেই জানে।
রিকশাওয়ালা রিকশার গতি কমাল। সম্ভবত স্বাধীনতা নিয়ে যাত্রীর সঙ্গে কথা বলতে তার ভালো লাগছে।
স্বাধীন হইলে আমরার মতো গরিবের দুঃখ-কষ্ট কিছু থাকব না, কী কন স্যার?
থাকার তো কথা না।
খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড় সব দিব ইসটেট। ঠিক না স্যার? সবই ফিরি।
শাহেদ চুপ করে রইল। স্বাধীনতার এই চিত্রটা নিয়ে আলোচনায় না যাওয়াই ভালো।
শেখ সাব একটা বাঘের বাচ্চা। কী কন স্যার?
অবশ্যই বাঘের বাচ্চা।
খাঁটি মায়ের খাঁটি দুধ খাইয়া বড় হইছে।
কী কন স্যার?
অবশ্যই।
জীবনে একটা শখ ছিল শেখ সাবরে একদিন আমার রিকশায় তুলব। বিষ্যুদবার হাইকোর্টের মাজারে গিয়া দোয়াও করছি। জানি না দোয়া কবুল হইব কি না।
শাহেদ বলল, সৎ দোয়া সৎ ইচ্ছা সব সময় কবুল হয়।
আগামসি লেনে নেমে শাহেদ ভাড়া দিতে গেল। রিকশাওয়ালা ভাড়া নিবে না।
শাহেদ বলল, ভাড়া নিবে না কেন?
রিকশাওয়ালা বলল, স্বাধীন হইলে তো সবই ফিরি হইব। ধরেন দেশ স্বাধীন হইছে।
শাহেদ রিকশাওয়ালার দিকে তাকিয়ে আছে। এর চেহারা মনে রাখা দরকার। দেশ যদি সত্যি সত্যি স্বাধীন হয়, তখন একে খুঁজে বের করতে হবে।
ভোঁতা পাথরের মতো মুখ। মাথার চুল খাবলা-খাবলাভাবে উঠে গেছে। কোনো একজন বিখ্যাত লোকের চেহারার সঙ্গে রিকশাওয়ালার চেহারার মিল আছে। সেই লোকটাকে মনে পড়ছে না।
রিকশাওয়ালা হাসিমুখে বলল, এমন নজর কইরা কী দেখেন?

ক্রমশ

জনৈক আবহাওয়াবিদের সাক্ষাৎকার

'গ্রীষ্মে এক-আধটু গরম থাকবেই, টেক ইট ইজি!'

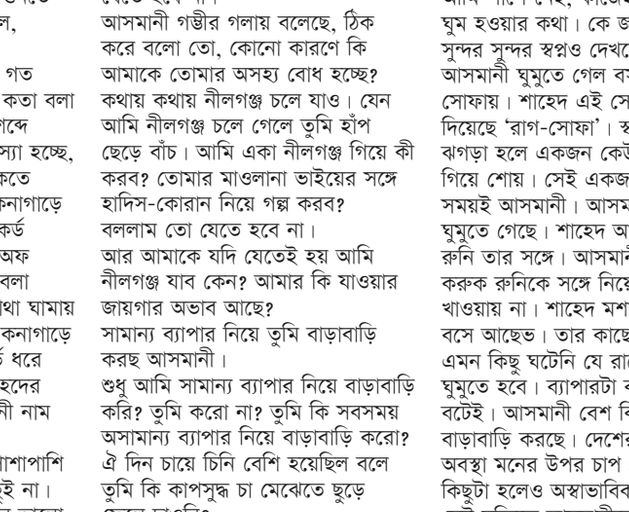

ভুয়া জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী মিলে যায় অনেক সময়, আবহাওয়াবিদদের কথা মেলে না! কেন মেলে না? কিংবা সেই কোটি টাকার প্রশ্ন—কবে হবে বৃষ্টি? এমন কিছু প্রশ্ন নিয়ে রস+আলো গিয়েছিল জনৈক আবহাওয়াবিদের কাছে। পড়ুন বিস্তারিত।
লেখা : **মাসউদ ফোরকান**
আঁকা : **রাকিব**

রস+আলো : এত গরম কেন?
আবহাওয়াবিদ : কী আর বলব! কদিন ধরে এসিটা নষ্ট! এই গরমে থাকা যায়, বলুন?
র.আ. : না না, জিজ্ঞেস করেছি, দেশে এত গরম কেন?
আ. : ও, আচ্ছা! এটার উত্তর আমরা দেওয়ার কে? আপনারা শীতকালে জিজ্ঞেস করেন, 'এত শীত কেন?' গ্রীষ্মকালে জিজ্ঞেস করেন, 'এত গরম কেন?' গ্রীষ্মে এক-আধটু গরম থাকবেই! টেক ইট ইজি।
র.আ. : গত সপ্তাহে বললেন, সাত দিনের মধ্যে বৃষ্টি হবে। কই, হলো না তো!
আ. : আমরা বলতে চাইনি। আপনারা মানে রিপোর্টাররা এমনভাবে ঘিরে ধরলেন, কিছু না বলে পারা গেল না! আপনাদের আশার বাণী না শোনালে এই গরমের জন্য আমাদেরই দায়ী করে ফেলতেন!
র.আ. : তাই বলে দেশবাসীকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া কি ঠিক হলো?
আ. : দেখুন, এ দেশের সাধারণ জনগণ বড় আবেগপ্রবণ। সত্যি কথা বললে তারা এই গরম আর সহ্য করতে পারবে না। আশায় থাকুক, বৃষ্টির কথা ভাবলেও তো একটু শান্তি শান্তি ভাব কাজ করে।
র.আ. : সত্যি করে বলুন তো, বৃষ্টি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে?
(ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ফোন কল এল। আবহাওয়াবিদ ফোনটি ধরলেন। কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এলেন সাক্ষাৎকারে।)
আ. : স্যরি! ফোন করেছিলেন নামকরা এক এয়ারকন্ডিশনার ব্র্যান্ডের ম্যানেজার। আমাকে অনুরোধ করলেন, যাতে মিডিয়ার সামনে বলি, শিগগিরই বৃষ্টি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই! তাতে নাকি তাঁদের পণ্যের বিক্রি বাড়বে! বুঝুন অবস্থা! কিসের মধ্যে আছি।
র.আ. : তা-ও তো ভালো যে আপনাকে এসির বিজ্ঞাপনের মডেল হতে বলেনি!
আ. : হলে কিন্তু খারাপ হতো না! কী বলেন? যা হোক, পশ্চিম আর উত্তর দিক থেকে একটি তীব্র গতির ঝড় ধেয়ে আসছে। যেকোনো দিন দেখবেন বৃষ্টি ঝরতে শুরু করেছে। এই যে, এই যে...বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে! হে হে হে!
র.আ. : হ্যাঁ, সত্যিই তো! প্রিয় দর্শক, আপনারা নিশ্চয়ই এই দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। আচ্ছা, আমরা আবার ফিরে আসি আপনার কাছে। এই বৃষ্টি কদিন থাকতে পারে বলে আপনার ধারণা?
আ. : আকাশের অবস্থা দেখে আর অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করে মনে হচ্ছে, টানা কদিন মাঝারি ও ভারী বৃষ্টিপাত হবে।
র.আ. : প্রিয় দর্শক, আপনারা নিজ কানেই শুনলেন, বৃষ্টি হবে টানা কয়েক দিন। স্বস্তি ফিরবে...
আ. : আরে ভাই, থামুন, থামুন...
র.আ. : লাইভ টেলিকাস্ট হচ্ছে, এসব কী বলছেন?
আ. : আরে ভাই, দেখছেন না বৃষ্টি থেমে গেছে! আকাশ এখন পরিষ্কার! আমি যে কিছুক্ষণ আগে বললাম, টানা বৃষ্টি হবে, সেটা আর প্রচার করবেন না, প্লিজ!
র.আ. : স্যার, অনুষ্ঠানটা তো লাইভ দেখানো হচ্ছে! যারা শোনার, শুনে ফেলেছে।
আ. : তাহলে এক কাজ করুন। নামকরা এক ডাক্তারকে লাইভে নিন। উনি এই গরমে যা যা করণীয়, পরামর্শ দিতে থাকুন। আমাকে এবার মাফ করুন...
র.আ. : আরে না না, তা কী করে হয়! আমরা বরং একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাই। প্রিয় দর্শক, এখন যাচ্ছি 'আনোয়ার ছাতা'র সৌজন্যে বিশেষ বিজ্ঞাপন বিরতিতে। বৃষ্টি হলেও ছাতা লাগবে, না হলেও লাগবে। কারণ, এই রোদে আপনার কোমল ত্বক পুড়ে যেতে পারে। প্রসাধন সামগ্রীর ওপর নির্ভরতা কমিয়ে রোদ থেকে রক্ষা পেতে ব্যবহার করুন 'আনোয়ার ছাতা'...

হর্ন যদি গান হয়ে যায়

লেখা : **মো. মিকসেতু** ● আঁকা : **শিখা**

রাস্তাঘাটে চলতে-ফিরতে বিভিন্ন যানবাহনের অহেতুক হর্ন শুনতে শুনতে আমরা মহা বিরক্ত! অন্যদিকে গান ভালো লাগে না এমন মানুষ বিরল। বিরক্তিকর হর্নগুলো যদি কোনোভাবে গানে রূপান্তর করা যেত, তাহলে যানবাহন অনুযায়ী গানের ধরন কেমন হতো?

লোকাল বাস
গান : তুমি কি দেখেছ কভু জীবনের পরাজয়/ দুখের দহনে করুণ রোদনে তিলে তিলে তার ক্ষয়...

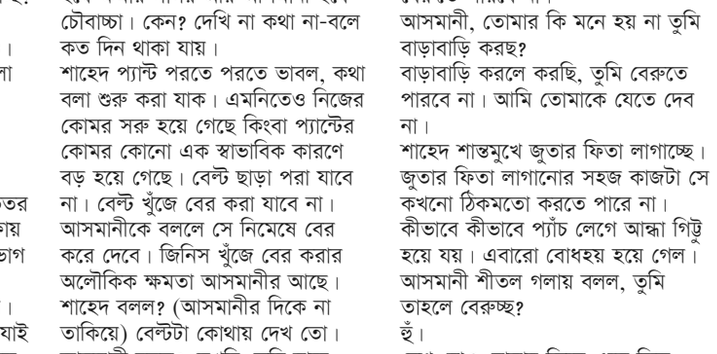

অটোরিকশা
গান : পিঞ্জর খুলে দিয়েছি...

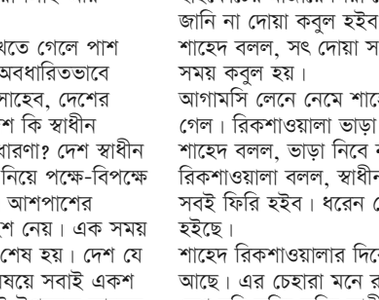

মোটরসাইকেল
গান : নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তা চলেছি একা...

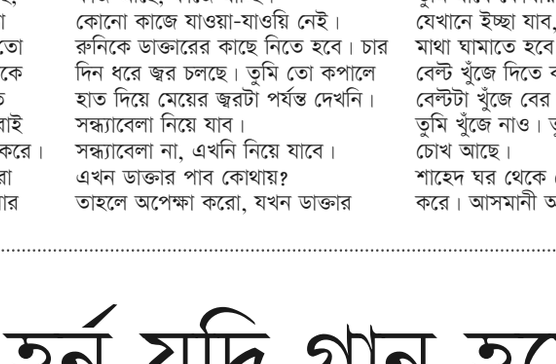

ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি
গান : আগুনের দিন শেষ হবে একদিন...

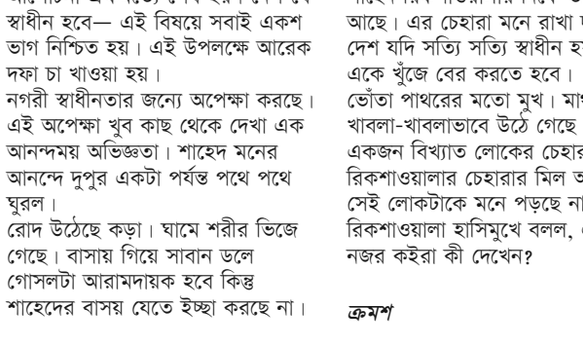

লেগুনা
গান : এ মন আমার পাথর তো নয়/ সব ব্যথা সয়ে যাবে নীরবে...

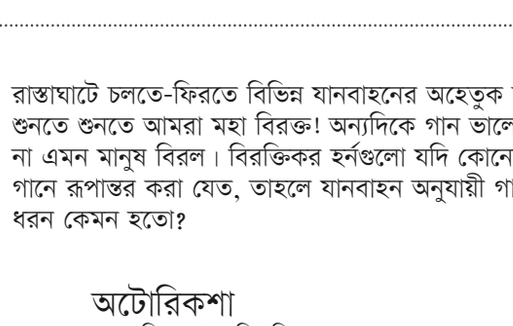

অ্যাম্বুলেন্স
গান : লোকে বলে, বলে রে, ঘরবাড়ি ভালা না আমার

প্রাইভেট কার
গান : গাড়ি চলে না, চলে না চলে না রে/ গাড়ি চলে না...

জেলখানার গাড়ি
গান : খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়...

বয়োজ্যেষ্ঠকে সহযোগিতা করুন। মডেল : মশগুল ও অবাক। ছবি : প্রথম আলো

আচরণে আপনার পরিচয়

সুলতানা আলগিন
সহযোগী অধ্যাপক
মনোরোগবিদ্যা বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

এশীয় একজন রাষ্ট্রনায়ক সফরে গেছেন ইউরোপের এক ঐতিহ্যবাহী গণতান্ত্রিক দেশে। বিমানবন্দরের বাইরে হট্টগোল। একদল মানুষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছে অতিথি নেতার বিরুদ্ধে। কুশপুত্তলিকা দেখাচ্ছে। এশীয় নেতা বিব্রত হলেও অভ্যর্থনাকারী মন্ত্রীর উদ্দেশে হাসলেন। বললেন, আমি দেখতে মোটেই সুদর্শন নই। সে ঠিক আছে। কিন্তু ওদেরকে বলো, ওরা আমার যে মূর্তিটা (কুশপুতুল) নিয়ে এসেছে, আমি দেখতে অতটা কুদর্শনও নই।

ইংরেজি ভাষায়—'এটিকেট', 'ম্যানারস'। বাংলায়—আচরণ, ভব্যতাবোধ, শিষ্টাচার, সদাচার।

আচরণবিদগণ বলছেন, এটিকেট বা শিষ্টাচার শেখার বিষয়। প্রাতিষ্ঠানিক শেখার বিষয়। শেখানো যেতে পারে পরিবারে, স্কুলে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে কিংবা ক্লাবে। কাউন্সিল বা সংস্কৃতিকেন্দ্রে। এটিকেট হলো সংস্কৃতিমান হওয়া। সংস্কৃতি শেখা। এখন তো আচরণ শিক্ষার প্রয়োজন এতটাই বেড়েছে—আচরণবিদ বলে একটা পেশাই তৈরি হয়েছে। আচরণ শিক্ষার কেন্দ্রও চালু হচ্ছে দেশে দেশে।

এটিকেটের সঙ্গে এখন বিশেষজ্ঞরা রসবোধ, প্রত্যুৎপন্নমতি বা উপস্থিত বুদ্ধিমত্তাকেও যোগ করছেন। তাঁরা বলছেন, শিষ্টাচার একজনকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ও প্রিয়পাত্র করে তোলে। কারও আচরণ যদি হয় রূঢ়, কদর্য ও বর্বর; সেটা সবার কাছে ভয়ের বার্তা পৌঁছে দেয়। কিন্তু মানুষটাকে জনপ্রিয় করে না। একজন রিকশাচালকের সঙ্গে আমার আচরণ কেমন হবে। তাঁর সঙ্গে ভাড়া নিয়ে দরদস্তুর কোন ভাষায় করব। তাঁকে কি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করব, অসম্মান করব? নাকি সম্মানজনক আচরণ করে তাঁর শ্রমের মর্যাদা দেব?

সমকালীন জীবনযাপনের নানা ঘটনার অভিজ্ঞতায় বলা যায়, সদাচার বা মর্যাদাপূর্ণ আচরণই বুদ্ধিমানের কাজ। অন্যকে ছোট করে শেষে নিজেরও ছোট হতে হয়। কাউকে অসদাচরণের বশে 'তুই-তোকারি' করে অবশেষে নিজেও 'তুই-তোকারি' সম্বোধনের শিকার হতে হয়। আত্মসম্মানবোধ মানুষের সহজাত। কারও সম্মানে আঘাত করলে সে পাল্টা আঘাত করবেই।

আমরা হলিউড-বলিউডের নানা আলোঝলমলে অনুষ্ঠানে সুশিক্ষিত শিষ্টাচারের প্রশিক্ষিত নানা দৃষ্টান্ত দেখি। শন কনারি, অমিতাভ বচ্চন, মাধুরী দীক্ষিত, ধর্মেন্দ্র, শাহরুখ খান—তাঁদের কথা বলার ভঙ্গি, বিনয়, ভাষা প্রয়োগ আমাদের অনুপ্রাণিত করে। অগ্রজের প্রতি সম্মান, অনুজপ্রতিমের প্রতি স্নেহভাষা আমাদের আপ্লুত ও মুগ্ধ করে।

ফিল্মি দুনিয়ার দৃষ্টান্ত এ কারণে দিলাম, সেখানে আপন প্রতিভার গুণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন অনেকে বড় তারকা হন। কিন্তু পাদপ্রদীপের আলোর দুনিয়ায় গিয়ে নিজেকে বদলে ফেলেন। আচরণবিদ রেখে প্রশিক্ষণ নেন শিষ্টাচারের।

সদাচারের গুরুত্ব ও তাগিদ দিয়েছে বিশ্বের সব ধর্ম। আদিকাল থেকেই। ভারতীয় ঋষি দধিচী সেই পুরাকালে অতিথি সৎকার করেছিলেন আপন হাড্ডি দিয়ে। আরবের রাষ্ট্রনায়ক খলিফা উমর উটচালকের সঙ্গে পরিশ্রম ভাগ করে নিতেন।

এসব কাহিনি তো সুবিদিত।

আমরা কতটা সচেতন?

আচার, ব্যবহার, শিষ্টাচার—শব্দগুলো বইয়ের পাতায় থাকলেও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর প্রকাশ, ব্যবহার সম্পর্কে আমরা কতখানি সচেতন? আজ সমাজের নানা স্তরে এর ঘাটতি আমাদের বিভিন্নভাবে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। একসময় বাবা, চাচা বা মুরব্বিদের সামনে কেউ সিগারেট খাওয়ার কথা ভাবতেও পারত না। প্রেমিক-প্রেমিকা নিয়ে তো দূরের কথা, নিজের বউয়ের সঙ্গে সময় কাটাতে অনেকে সংকোচ বোধ করত। সিনে ম্যাগাজিন বা অ্যাডাল্ট ফিল্ম লুকিয়ে দেখত। শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক ছিল বাবা-সন্তানতুল্য। বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়া সবখানে। সবার একই কাতারে বসে সিগারেট খাওয়া, সিনেমা দেখা, লেকপাড়ে প্রেমিক-প্রেমিকার জুটি নতুন কোনো বিষয় নয়। এই যে দূরত্ব ঘুচে গেছে সিনিয়র-জুনিয়রের, তাতে কি লাভ হলো না ক্ষতি হলো? ধৃষ্টতা শব্দটি সমাজে গেঁথে বসল। আর গুরু-শিষ্যের যে দূরত্ব বা কাছে আসা, তা আগেও ছিল, এখনো আছে।

একজন মা এলেন তাঁর ছেলেকে নিয়ে। সমস্যা, তাঁর ছেলের ব্যবহার খুবই খারাপ। গৃহকর্মীদের দিকে কুনজর। ছেলের বাবারও জোয়ান বয়সে এ রকম অভ্যাস ছিল। পিতাপুত্র দুজনের কাছেই বাজে ব্যবহার করা ডাল-ভাত। স্বামী এখন বয়স হওয়ায় সমস্যা করেন না। কিন্তু ছেলে বাবার মতোই সিগারেট খায়। একে নিয়ে কী করতে পারেন সেই পরামর্শের জন্য এসেছেন।

এখন যা করণীয়। আচরণ শিক্ষার প্রাথমিক ও প্রধান শিক্ষালয় হলো পরিবার। শিষ্টাচার শেখার পাঠ শুরু হতে হবে এখানেই। আমার মন্দ আচরণ সংক্রমিত হবে সন্তানের মধ্যে। একইভাবে আমার একটি ভালো অভ্যাস অনুপ্রাণিত করবে তাকে। মন্দ আচরণ বর্জন, সদাচরণ অর্জন—সেটা ঘরের মধ্যে, সামাজিক অনুষ্ঠানে, আত্মীয়স্বজনের মিলনমেলায়, হাটে-বাজারে সব জায়গায় আচরিত হতে হবে।

যে স্কুলে সন্তানকে পাঠাচ্ছি, খেয়াল রাখতে হবে, সেখানে সে সদাচরণ শিখছে কি না। কাদের সঙ্গে মিশছে। দেশের উন্নত স্কুলগুলোতে আগে শিষ্টাচারও শিক্ষণীয় ছিল। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, দিল্লি, কলকাতা, দার্জিলিং—সব শিক্ষা শহরে জেলা স্কুল ও মিশনারি স্কুলে উন্নত আচরণবিধিও সযত্নে শেখানো হতো। এখনো হয়। হলিক্রস, নটর ডেম, সেন্ট যোসেফ স্কুল-কলেজ আজও এ জন্য সর্বমহলে সম্মানিত।

স্কুল, কলেজ পর্যায়ে আচরণ শিক্ষা অবশ্য অনুসরণীয় হওয়া একান্ত দরকারি।

ধন্যবাদ বলুন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন

১০ পরামর্শ

আচরণবিদেরা বলছেন, শিষ্টাচার হচ্ছে কিছু অভ্যাসের সমষ্টি। 'গুড ম্যানারস' কেন দরকার? ক্ষতিকর ও নেতিবাচক দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিহারের জন্য। কূটকচালী না করা। কাজের জায়গায়ই কাজই পরম ধর্ম। সেটাই কল্যাণ ও সাফল্য আনবে। নিজেকে আত্মপ্রত্যয়ী, সুসংগঠিত ও হালনাগাদ রাখা। দুশ্চিন্তা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনা থেকে দূরে থাকা।

আচরণ শিক্ষার জন্য খুবই সরল কিছু উপায় বাতলে দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

১. যখন কিছু নেবেন, 'প্লিজ বা অনুগ্রহ করে' বলুন।
২. উপকারকে স্বীকৃতি দিন। বিনিময়ে কিছু অবশ্যই দেবেন, প্রতিশ্রুতি দিন এবং রক্ষা করুন।
৩. অন্যের জিনিসকে নিজের মতো ভেবে যত্ন করুন। অন্যের গুণাবলি অনুসরণ করুন। দোষ পরিহার করুন।
৪. ধন্যবাদ বলুন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।
৫. চোখের ভাষা ও নজর নম্র রাখুন। হাসিমুখে কথা বলুন। সম্মান দেখান। সহমর্মিতা প্রকাশ করুন।
৬. সমতা বা সবাইকে সমানভাবে দেখার অভ্যাস রপ্ত করুন। যোগাযোগেরক্ষমতা বাড়ান। সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি রক্ষা করুন।
৭. ভিন্ন মত, অন্য ধর্মের প্রতি সম্মান, সহনশীলতা দেখান।
৮. নিজের ভুলকে অনুধাবন করুন। স্বীকার করুন। এটা আপনাকে দুর্বল করবে না, বরং সম্মানিত ও শক্তিশালী করবে।
৯. ভুলকে জায়েজ করতে কোনো খোঁড়া অজুহাত দেবেন না।
১০. ভুলের জন্য ক্ষমা চান। সে জন্য নিজেকে নানা পরিস্থিতিতে প্রস্তুত রাখুন। প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞা করুন, এমন ভুল যেন ভবিষ্যতে না হয়। কানকথা শুনবেন না। ইগো নয়, নিজের বিবেকের নির্দেশ অনুসরণ করুন।

ভাইরাস জ্বরে কী করবেন?

মো. শরিফুল ইসলাম

ভাইরাল ফিভার বা ভাইরাস জ্বর বছরের যেকোনো সময় হতে পারে। তবে আবহাওয়া পরিবর্তনের সময় এই রোগ বেশি হতে দেখা যায়। এটি সাধারণত ছোঁয়াচে হয়ে থাকে। ক্রমে এই ভাইরাসজনিত রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে একসঙ্গে পরিবারের অনেকেই আক্রান্ত হতে পারে। কিছু সাবধানতা অবলম্বন করলে এমন ভাইরাল জ্বর পরিবারের সবাইকে আক্রান্ত করতে পারে না। জ্বরের শুরুতে এর প্রকৃতি নিরূপণ করা না গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্বরের ধরন ও বিভিন্ন উপসর্গ দেখেই ভাইরাল জ্বর নির্ণয় করা যায়।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র রায় বলেন, ভাইরাল জ্বরে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। অন্যান্য ভাইরাল জ্বরের মতো এটিও আপনা-আপনি সাধারণত ৫ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে ভালো হয়ে যায়। ভাইরাসজনিত জ্বরের অন্যান্য রোগের মতো এরও কোনো প্রতিষেধক নেই, টিকাও নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হয়।

ভাইরাল জ্বরের অন্যতম প্রধান লক্ষণ হলো শরীরের পেশিতে প্রচণ্ড ব্যথা, চোখ লাল হওয়া, নাক দিয়ে পানি পড়া ইত্যাদি। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বাচ্চার মুখ লাল হয়ে যায়, গা প্রচণ্ড গরম থাকে, মাথা ব্যথা করে, সঙ্গে থাকে সর্দি ও কাশি। সব সময় মাথা ভারী মনে হয়। এতে বাচ্চারা দুর্বল হয়ে পড়ে।

কীভাবে বুঝবেন ভাইরাল জ্বর

- হঠাৎ জ্বর আসা ও ৭-৮ দিন ধরে চলতে থাকে
- শরীরের তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যায়। ১০২-১০৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত জ্বর হয়
- জ্বরের সঙ্গে প্রচণ্ড মাথাব্যথা, গা ম্যাজম্যাজ করা
- বেশির ভাগ সময় জ্বরের সঙ্গে সর্দি-কাশি থাকে
- বিশেষ ক্ষেত্রে জ্বরের সঙ্গে পেট ব্যথা, বমি, ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে
- গায়ে, হাত-পায়ে অসহ্য ব্যথা হয়
- মুখে বিস্বাদ, বমি বমি ভাব, ক্ষুধামান্দ্য হয়
- গলায় প্রচুর ব্যথা করতে পারে
- জ্বরের মাত্রা খুব বেশি হলে বাচ্চারা অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে

চিকিৎসা ও পরামর্শ

- জ্বর থাকলে জ্বর কমানোর ও শরীরের ব্যথা কমার ওষুধ দেওয়া হয়।
- জ্বর নিয়ন্ত্রণে রাখতে গা-হাত-পা স্পঞ্জ করতে হবে এবং মাথা ধুয়ে বাতাস করে জ্বর কমাতে হবে। জ্বর কখনোই বাড়তে দেওয়া যাবে না।
- খাওয়া-দাওয়া স্বাভাবিক রাখতে হবে। পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। কারণ শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা ঠিক রাখে পুষ্টিকর খাবার।
- পরে অন্য উপসর্গ দেখা দিলে সেই অনুযায়ী রোগীকে চিকিৎসকের পরামর্শমতো চিকিৎসা দেওয়া উচিত।
- বিশ্রামে থাকতে হবে। বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে। প্রচুর ফলমূল খেতে হবে। বাইরের খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
- সর্দি-কাশি, গলাব্যথা হলে সকাল-বিকেল চা বা কফি খাওয়া যেতে পারে।
- চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন না।

সাবধানতা

ভাইরাসের কারণে জ্বর থেকে শরীরে দেখা দিতে পারে নানা সমস্যা। যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন না করলে ভাইরাল জ্বর রূপ নেয় নানা জটিল রোগে যেমন : নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, ডায়রিয়া, সাইনোসাইটিস ইত্যাদি। এমনকি মস্তিষ্কেরও ক্ষতি করতে পারে।

- মাম্পস, টিটেনাস, চিকেন পক্স, পোলিও, হেপাটাইটিস, স্মল পক্স, টিকা শিশুদের যথা সময়ে দিতে হবে
- বাড়িতে পোষা কুকুরকে নিয়মিত র‍্যাবিস ভ্যাকসিন দিতে হবে
- ভাইরাল জ্বর হলে রোগীকে একটু আলাদা রাখতে হবে
- জ্বর হওয়ামাত্র চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে

লেখক : চিকিৎসক

জ্বর হলেই কি অ্যান্টিবায়োটিক?

- কোনো সুনির্দিষ্ট রোগ নির্ণয় বা ডায়াগনোসিসে পৌঁছার আগেই অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করে দিলে প্রকৃত রোগটি অনেক সময় ধরা পড়ে না। সুচিকিৎসা পাওয়া অসম্ভব হয়ে যায়।
- জ্বর শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অ্যান্টিবায়োটিক দিলে বাচ্চাদের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি হওয়ার সুযোগও হয় না। তাই অন্তত দুই দিন না গেলে অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করা উচিত নয়। মনে রাখবেন মেনিনজাইটিস বা সেপটিসেমিয়া ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে দেরি করে অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করলে কোনো অসুবিধা নেই।

সর্দি-কাশি, গলাব্যথা হলে সকাল-বিকেল চা বা কফি পান করতে পারেন। মডেল : সায়রা, ছবি : প্রথম আলো

বেকারির খাবার বাড়িতে

বেকারির খাবারগুলো সাধারণত বৈদ্যুতিক বা মাইক্রোওয়েভ ওভেনের মতো যন্ত্রে তৈরি হয়। তবে আপনি চাইলে চুলায়ও তৈরি করতে পারেন সেসব। এর জন্য দরকার পড়বে তলাভারী বড় ডেকচি, ভেতরে বসানোর জন্য একটি ডেকচি স্ট্যান্ড আর ঢাকনা। সে রকম কয়েকটি খাবারের রেসিপি দিয়েছেন **জোবাইদা আশরাফ**

কলা-কমলার রুটি

উপকরণ
ময়দা ১ কাপ, আটা ১ কাপ, বেকিং পাউডার ১ চা-চামচ, বেকিং সোডা ১ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, মধু এক কাপের চার ভাগের তিন ভাগ, কলা চটকানো ১ কাপ, কমলার রস আধা কাপ, ডিম ২টি, ইনস্ট্যান্ট ইস্ট ২ চা-চামচ ও মাখন ৫ টেবিল চামচ।

প্রণালি
ওভেনে পাঁচ মিনিট প্রিহিট দিতে হবে। মিক্সিং বোলে আটা, ময়দা, বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা একসঙ্গে চেলে নিয়ে ইস্ট মেশাতে হবে। অন্য গামলায় ডিম, কলা, মাখন, মধু ভালো করে ফেটে নিয়ে কমলার রস মেশাতে হবে। এবার এতে ময়দার মিশ্রণ দিয়ে ভালো করে মেখে নিন। পাউরুটির মোল্ডে গ্রিজ করে ডো সেট করে গরম জায়গায় ঢাকনা দিয়ে এক ঘণ্টা রাখুন। ফুলে উঠলে চুলায় বেক করতে হবে ৩০ মিনিট।

পিস্তাচিও অরেঞ্জ

উপকরণ
ময়দা ২২৫ গ্রাম, পেস্তাবাদাম ১৩০ গ্রাম, বাটার ১০০ গ্রাম, চিনি ২০০ গ্রাম, ডিম ৪টি, দুধ ১০০ গ্রাম, কমলার খোসা (গ্রেট করা) ১ টেবিল চামচ ও বেকিং পাউডার ৩ টেবিল চামচ।
সিরাপের জন্য : ব্রাউন সুগার ১০০ গ্রাম ও কমলার রস ২৫০ মিলিলিটার।

প্রণালি
বাদাম ব্লেন্ডারে আধ ভাঙা করে ময়দার সঙ্গে বেকিং পাউডারসহ মেশাতে হবে। বাটার ও চিনি বিট করে তার মধ্যে একটা করে ডিম দিয়ে বিট করতে হবে। এরপর কমলার খোসা, দুধ ও শেষে চামচ দিয়ে ময়দা মেশাতে হবে। মাফিন কাপে গ্রিজ করে মিশ্রণ ঢালতে হবে। এরপর প্রিহিট ডেকচিতে ৩০ মিনিট বেক করতে হবে। কেক নামিয়ে ওপরে আগে থেকে বানানো কমলার সিরাপ ঢেলে দিতে হবে।

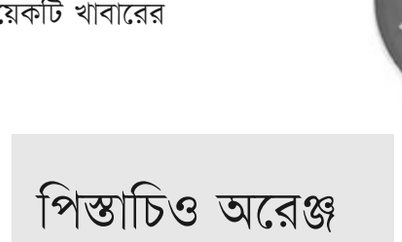

ব্ল্যাক ফরেস্ট চেরি টপিং কেক

উপকরণ
কেকের জন্য : ময়দা ১ কাপ, বেকিং পাউডার ১ চা-চামচ, গুঁড়ো দুধ ২ টেবিল চামচ, গুঁড়ো চিনি ১ কাপ, ডিমের সাদা অংশ ৪টি, ডিমের কুসুম ৫টি, গলানো মাখন ২ টেবিল চামচ, কুকিং ডার্ক চকলেট ৪ টুকরা ও চকলেট এসেন্স ২ ফোঁটা।
সিরাপের জন্য : ইনস্ট্যান্ট কফি ২ চা-চামচ, চিনি ১ কাপ ও পানি আধা কাপ।
ক্রিমের জন্য : হুইপড ক্রিম দেড় কাপ, চিজ ক্রিম আধা কাপ ও আইসিং সুগার আধা কাপ।
সাজানোর জন্য : ডার্ক চকলেট ১ প্যাকেট ও চেরি ১ কাপ।

প্রণালি
প্রথমে ময়দা, বেকিং পাউডার ও কোকো পাউডার একসঙ্গে নিয়ে টেলে ফেলতে হবে। ডবল বয়লারে বাটার ও কুকিং চকলেট গলাতে হবে। মিক্সিং বোলে ডিমের সাদা অংশ বিট করে মেরাং বানাতে হবে অর্ধেক চিনি দিয়ে। বাকি চিনি দিয়ে কুসুম আলাদা বিট করতে হবে। কুসুমের রং ক্রিমি হলে গলানো চকলেট মেশাতে হবে। এখন কুসুমের সঙ্গে এসেন্স মেশান। কুসুম ও মেরাং একসঙ্গে হালকাভাবে মিশিয়ে নিন। অন্যদিকে গ্যাসের চুলায় টিনের পাতের গ্যাস ওভেন বা তলা মোটা ডেকচি বসিয়ে প্রিহিট করতে হবে পাঁচ মিনিট। এখন ডিমের মিশ্রণে অল্প অল্প ময়দা দিয়ে ভাঁজে ভাঁজে চামচ দিয়ে মেশাতে হবে। নয় ইঞ্চি ব্যাসের মোল্ডে গ্রিজ পেপার বিছিয়ে তেল ব্রাশ করে
মিশ্রণটি ঢেলে দিতে হবে। এবার মোল্ডটি প্রিহিটেড ডেকচিতে স্ট্যান্ড বসিয়ে ওপরে ঢাকনা দিতে হবে। চুলার আঁচ মাঝারি থেকে কম, তবে মৃদু থেকে একটু বেশি হবে। ২৫-৩০ মিনিটে হয়ে যাবে। অন্য দিকে চিনি, পানি জ্বাল দিয়ে সিরাপ করে কফি দিয়ে নেড়ে নামাতে হবে।
ক্রিমের জন্য : ক্রিম চিজ ও আইসিং সুগার বিট করে আধা কাপ হুইপড ক্রিম মেশাতে হবে। এটা বড় স্টার নজলে ভরতে হবে কোণ দিয়ে।

কেক সাজানো
কেক ঠান্ডা করে দুই স্লাইস করে কফি সিরাপ ব্রাশ করতে হবে আর প্রতিটি টুকরায় চেরি কুচি দিতে হবে। ১ কাপ হুইপড ক্রিমে ১ চা-চামচ কফি মিশিয়ে কেকের স্লাইসে মাখিয়ে আরেক স্লাইস বসিয়ে চারদিকে এবং ওপরে কফি ক্রিম মেশাতে হবে। স্টার নজলে ভরা ক্রিম দিয়ে কেকের অপর প্রান্তে সমান দূরত্বে স্টার রিং করে চেরি বসাতে হবে। কেকের চারদিকে, ওপরে কেলেট গ্রেট করে দিতে হবে। সাজানো হলে ফ্রিজে কয়েক ঘণ্টা রেখে তারপর পরিবেশন করুন।

সিনামোন রোলস

উপকরণ
ডোয়ের জন্য—ময়দা ৩ কাপ, ইস্ট দেড় টেবিল চামচ, কুসুম গরম দুধ আধা কাপ, বাটার ৪ টেবিল চামচ, চিনি ৪ টেবিল চামচ, ডিম ১টি ও লবণ সামান্য।
লেয়ারের জন্য : বাটার ২ টেবিল চামচ ও দারুচিনি গুঁড়ো ১ চা-চামচ।
চিনির আস্তরের জন্য : চিনি আধা কাপ, গরম পানি সিকি কাপ ও ভ্যানিলা ১ ফোঁটা।

প্রণালি
ইস্ট, দুধ ও চিনি দিয়ে ভিজিয়ে ঢাকনা দিয়ে ১০ মিনিট রাখতে হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে বাকি উপকরণ দিয়ে ডো তৈরি করে গরম জায়গায় এক ঘণ্টা ঢেকে রাখতে হবে। ডো ফুলে উঠলে রুটির মতো বেলে ১৫ ইঞ্চি লম্বা ও ৮ ইঞ্চি চওড়া করতে হবে। ওপর গলানো মাখন ছড়িয়ে চিনি ও দারুচিনি গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। রুটি রোলের মতো মুড়িয়ে নিয়ে ধারালো ছুরি দিয়ে এক ইঞ্চি চওড়ায় স্লাইস করে কেটে নিন। বেকিং ট্রেতে এক ঘণ্টা ঢেকে রাখুন। ফুলে উঠলে গ্যাস ওভেনে বা ডেকচিতে ২০ থেকে ২৫ মিনিট বেক করতে হবে।
রোল চুলা থেকে নামিয়ে গরম-গরম চিনি, পানি ও ভ্যানিলা মিশিয়ে ওপরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

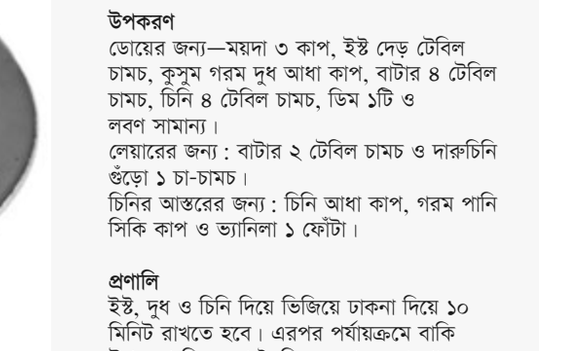

সেঞ্চুরির মেলায় নেই তাঁরা

রানা আব্বাস

ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগে চলছে ব্যাটিং-রাজত্ব। একটি সহজ পরিসংখ্যানই সেটি পরিষ্কার করে দেয়। আগের মৌসুমে সেঞ্চুরি হয়েছিল ১৯টি। আর এবার সপ্তম রাউন্ড শেষেই সেঞ্চুরি হয়ে গেছে ২১টি!

অষ্টম রাউন্ডে সেঞ্চুরিসংখ্যা আরও বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ ব্যাটসম্যানদের সামনে। প্রিমিয়ার লিগের প্রথম দিনেই বিকেএসপিতে ক্রিকেট কোচিং স্কুলের (সিসিএস) বিপক্ষে প্রথম সেঞ্চুরি করেন ইমতিয়াজ হোসেন। প্রাইম দোলেশ্বরের এই ওপেনার একই ছন্দে ব্যাট করে গেছেন পরের ম্যাচগুলোয়ও। ৮ ম্যাচে ৪৯০ রান করে এ মুহূর্তে তিনি সর্বোচ্চ দ্বিতীয় রানসংগ্রাহক। ৭ ম্যাচে ৪১৯ রান করে তাঁর পরে আছেন মাসাকাদজা। শুধু শীর্ষে ওঠাই নয়, ইমতিয়াজের লক্ষ্য এখন আরও বড়, 'সুপার লিগ খেলতে পারলে এখনো আমাদের সামনে ৮টি ম্যাচ আছে। ছন্দটা ধরে রাখলে ৮০০ রান মোটেও অসম্ভব নয়।'

এবারের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ইনিংস লম্বা করার প্রবণতা স্পষ্ট। এখানে উইকেট বড় ভূমিকা রাখছে বলে মনে করেন বিসিবির অন্যতম নির্বাচক হাবিবুল বাশার, 'ঐতিহ্যগতভাবেই আমাদের উইকেট মন্থর ও ধীরগতির হয়। এবার খেলা হচ্ছে ব্যাটিং-সহায়ক ন্যাড়া উইকেটে। বোলারদের তেমন কিছু করার নেই। তবে ব্যাটসম্যানদের কৃতিত্ব দিতেই হবে। এই কন্ডিশনে লম্বা ইনিংস খেলতে শুধু শারীরিক নয়, মানসিক শক্তিও দরকার।'

তামিম ইকবাল

ইমরুল কায়েস

সৌম্য সরকার

উইকেট তো বটেই, নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেড়ে যাওয়ার কারণেও সেঞ্চুরির সংখ্যা বাড়ছে বলে মনে করছেন ব্যাটসম্যানরা। ৭ ম্যাচে ৭৪.৮০ গড়ে ৩৭৪ রান করা ভিক্টোরিয়ার মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান আল আমিন মনে করেন এমনটাই, 'সবার প্রস্তুতিই ভালো। তা ছাড়া আমাদের ক্রিকেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগের চেয়ে বেড়েছে। নিজেদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই ইনিংস লম্বা করার চেষ্টা করছে সবাই।'

এ পর্যন্ত হওয়া ২১টি সেঞ্চুরির সাতটি করেছেন ওপেনাররা। বাকি ১৪টি এসেছে মিডল কিংবা লোয়ার মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের ব্যাট থেকে। কলাবাগান ক্রীড়াচক্রের অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা সেঞ্চুরি পেয়েছেন ছয়ে নেমে। তবে জাতীয় দলের নিয়মিত তিন ওপেনার তামিম ইকবাল, ইমরুল কায়েস ও সৌম্য সরকার সেঞ্চুরির দেখা পাননি এখনো। যদিও তামিম-ইমরুল রানের মধ্যেই আছেন।

৮ ম্যাচে ৩২৬ রান করা তামিম এখন পর্যন্ত হাফ সেঞ্চুরি করেছেন চারটি। মিরপুরে সেঞ্চুরির কাছাকাছি গিয়েছিলেন একবার, শেখ জামাল ধানমন্ডির বিপক্ষে আউট হয়েছিলেন ৯০ রানে। কদিন আগেই রূপগঞ্জের ওপেনার সৌম্য আবাহনীর বিপক্ষে খেলেছেন ৮৪ রানের ইনিংস। ছন্দে আছেন ব্রাদার্সের ইমরুলও। তিনটি ফিফটি পেলেও সেঞ্চুরির দেখা পাননি। অবশ্য ইমরুল সেঞ্চুরি নিয়ে খুব একটা ভাবছেন না, 'নিজের খেলায় আমি সন্তুষ্ট। এক ম্যাচে সেঞ্চুরি করে পরের চারটিতে বাজে খেলার চেয়ে টানা চার ইনিংসে ফিফটি করা ভালো না? দলের কাজে লাগে এমন ইনিংস খেলারই চেষ্টা করি সব সময়।'

তবে সেঞ্চুরিপ্রাপ্তিতে ওপেনাররা পিছিয়ে থাকায় হাবিবুল খানিকটা বিস্মিত, 'কেন তারা সেঞ্চুরি পাচ্ছে না, এর নির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। এই উইকেটে ওপেনারদের সেঞ্চুরি করার সুযোগই বেশি। ওদের সামনে তো থাকে পুরো ৫০ ওভার।'

মোস্তাফিজুর রহমান

মুস্তাফিজ-রহস্য ফাঁস করবেন না সাকিব

এবারের আইপিএলে সাকিব আল হাসানের সঙ্গী বাংলাদেশের আরেকজন—মুস্তাফিজুর রহমান। আগামীকাল শেষ চারের এলিমিনেটরে মুখোমুখি হবেন এই দুজন। যেখানে কলকাতার ফাইনালের পথে আরেক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বড় বাধা মুস্তাফিজই। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মুখোমুখি হবে সাকিবের কলকাতা নাইট রাইডার্স।

তবে কলকাতাকে সাহায্য করতে মুস্তাফিজের রহস্য খুলে বলতে নারাজ সাকিব, 'ওর জন্য আলাদা কোনো পরিকল্পনা নেই, কিন্তু ওকে নিয়ে টিম মিটিংয়ে অবশ্যই আলোচনা হয়। তবে আমি ওর রহস্য ফাঁস করি না। শেষ পর্যন্ত সে বাংলাদেশ দলকে প্রতিনিধিত্ব করে। আমি চাই, সে দেশের হয়ে আরও ভালো করুক। এখন খেলাটি এত পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে যায়, শেষ পর্যন্ত ওর রহস্য ধরে ফেলবেই কিন্তু আমি সেটি ফাঁস করতে যাচ্ছি না।'

তবে কলকাতার প্রতি সাকিবের কিন্তু অগাধ কৃতজ্ঞতা। ২০১১ মৌসুমে প্রথম ডাক পেয়েছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের। ছয় মৌসুম ধরে খেলছেন এই দলে। টানা ছয় মৌসুম তাঁকে ধরে রেখেছে নাইট রাইডার্স একটা কারণেই—বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারকে হাতছাড়া করা বোকামি। তবে সম্পর্কটি একমুখী নয় মোটেও, ক্রিকেটার হিসেবে নিজের উন্নতিতে এই ফ্র্যাঞ্চাইজিরও অবদান দেখেন সাকিব।

অবশ্য বাংলাদেশের সাকিব আর কেকেআরের সাকিবের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যেখানে সাকিবই দলের নায়ক অধিকাংশ সময়ে, আইপিএলে কলকাতার হয়ে অনেকটাই পার্শ্বচরিত্র সাকিব। ছয় মৌসুমে মাত্র ৪১টি ম্যাচ খেলেছেন। বল হাতে ৪২ উইকেট পেয়েছেন কিন্তু ব্যাট হাতে একটু ম্লান সাকিব। ১৩০-এর বেশি স্ট্রাইক রেটে করেছেন ৪৯০ রান।

তবুও ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার সুযোগ তো পাচ্ছেন, যেখানে সেরা ক্রিকেটাররা খেলছেন। যাঁদের সঙ্গে খেলে নিজের খেলায় উন্নতি আনতে পারছেন। সাকিবের চোখে এটাই বড় পাওয়া, 'এটি অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা। এ নিয়ে ছয় বছর খেলছি কলকাতা নাইট রাইডার্সে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ব্যস্ততায় মাঝে কিছু ম্যাচ খেলতে পারিনি। এখানে খেলা আমি দারুণ উপভোগ করছি। এই সুযোগটি এসেছিল আমার ক্যারিয়ারের খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়ে। এটি আমার দরকার ছিল। আইপিএল এবং কলকাতার হয়ে খেলা ক্রিকেটার হিসেবে ভালো হতে সাহায্য করেছে।'

আইপিএলের প্রতিটি দলের সঙ্গেই রয়েছে 'হেডিওয়েট' কোচিং স্টাফ। অনেক জাতীয় দলেও এত নামকরা কোচকে একসঙ্গে পাওয়া যায় না। সাকিবের মতে, এঁদের সংস্পর্শে তাঁর পারফরম্যান্সে উন্নতি হচ্ছে, 'কলকাতার কোচিং স্টাফরা খুব সহযোগিতা করেন। শুধু আমাকেই সাহায্য করে তা নয়, সবাইকেই। আমাদের যখন যা দরকার, সেটা যেন আমরা পাই, সেটি নিশ্চিত করেন। আমাদের স্টাফদের নামগুলো দেখুন—ওয়াসিম আকরাম, জ্যাক ক্যালিস, সাইমন ক্যাটিচ, মার্ক বাউচার। খেলাটির সবচেয়ে বড় নামগুলোর মধ্যে তাঁরা আছেন। তাঁদের কাছ থেকে আপনি সেরাটিই আশা করেন।' সূত্র : ক্রিকবাজ।

বিসিসিআইয়ের নতুন সভাপতি অনুরাগ ঠাকুর

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি এখন তিনি। ক্রিকেটে সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের কাতারেও চলে এসেছেন। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতি নির্বাচিত হয়েও তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে পারছেন না অনুরাগ ঠাকুর। বোর্ডকে ঢেলে সাজানোর কঠিন দায়িত্ব যে চেপেছে তাঁর কাঁধে।

আইসিসির প্রথম স্বাধীন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার আগে বিসিসিআইয়ের সভাপতি পদ থেকে সরে দাঁড়ান শশাঙ্ক মনোহর। বোর্ডে তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে অনুরাগের নামই আসছিল ঘুরেফিরে। সেটিই হয়েছে, পরশু বিসিসিআইয়ের দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ সভাপতি নির্বাচিত হলেন ঠাকুর। দায়িত্ব পেয়ে নিজের কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছেন ৪১ বছর বয়সী ক্রিকেট প্রশাসক, 'একে একটা সুযোগ হিসেবে দেখছি। সময় এসেছে কিছু করার। আমাদের যা উচিত, যা প্রয়োজনীয় এবং যেটা বাস্তবসম্মত, ধীরে ধীরে তার সবই করব আমরা।'

অনুরাগ ঠাকুর

কাজটি সহজ হবে না মোটেও। ভারতীয় বোর্ডকে ঘিরে সৃষ্টি হচ্ছে একের পর এক বিতর্ক। আইপিএলের ম্যাচ পাতানো ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত বিসিসিআই। বিভিন্ন দিক থেকে বোর্ডকে ঢেলে সাজানোর চাপ আসছে। সমস্যার সমাধানে বিচারপতি আর এম লোধার নেতৃত্বে গঠিত কমিশন বেশ কিছু সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছে।

ম্যাচ পাতানোর ঝুঁকি কমাতে ওভারের মাঝে বিজ্ঞাপন না দেখানোর প্রস্তাবটাও দিয়েছে লোধা কমিশন। কিন্তু এ ব্যাপারে পূর্বসূরির পথেই হাঁটছেন ঠাকুর, 'বিজ্ঞাপনই বিসিসিআইয়ের আয়ের উৎস। এ দিয়েই কর্মীদের বেতন দেওয়া হয়, রাজ্য দলগুলোর তহবিলও আসে এ থেকে।' পুনর্গঠনের প্রস্তাবকে অবশ্য একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিসিসিআইয়ের ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ সভাপতি, 'আমাদের কর্তব্য কী সেটি জানি আমরা এবং আমরা শতভাগই দেব।' এএফপি।

বছরে দুই আইপিএল!

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। ক্রিকেটের ক্ষেত্রে কথাটা আসলে আইপিএলে বসতে লক্ষ্মী। সেই আইপিএল যদি বছরে দুবার হয়, তাহলে তো সেটা ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের জন্য একেবারে পোয়াবারো। বিসিসিআই এখন সেপ্টেম্বরে 'মিনি আইপিএল' আয়োজন করার কথা ভাবছে।

ভাবনাটা এসেছে আসলে অন্য কারণে। ক্রিকেটের সেপ্টেম্বর মাসটা বিসিসিআই পাখির চোখ করছে অনেক দিন থেকেই। এই মাসে একটা সময় টি-টোয়েন্টি চ্যাম্পিয়নস লিগ হতো। কিন্তু ব্যবসায়িকভাবে অলাভজনক হওয়ায় দুই বছর ধরে সেই টুর্নামেন্ট বন্ধ হয়ে আছে। আপাতত সেপ্টেম্বর মাসটা তাই খালিই আছে।

বিসিসিআই এখন চাইছে, এই মাসে একটা 'মিনি আইপিএল' আয়োজন করার। গত বছরেই সেই উদ্যোগ নিয়েছিল, কিন্তু আইনি জটিলতায় সেটা সম্ভব হয়নি। প্রচারস্বত্ব নিয়ে একটা ঝামেলা বেধেছে। এই মুহূর্তে আইপিএলের প্রচারস্বত্ব সনি ইএসপিএনের। কিন্তু ভারতের ক্রিকেট দলের ম্যাচ সব দেখায় স্টার স্পোর্টস। চ্যাম্পিয়নস লিগও তারাই দেখিয়ে আসছিল। নতুন মিনি আইপিএল হলে সেই স্বত্ব কারা পাবে, সেটা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

তবে এর চেয়েও বড় একটা ঝামেলা আছে। আইসিসি নিজেই চাইছে সেপ্টেম্বর মাসে একটা টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে। এই মুহূর্তে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হচ্ছে চার বছর পর পর। এবারের আগেই সেটি দুই বছর পরপর হয়েছিল। এবার থেকে বিরতিটা চার বছর করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু এবারের আসর আর্থিকভাবে এতটাই লাভজনক হয়েছে, আইসিসি আবার আগের দুই বছর বিরতিতে যাওয়ার কথা ভাবছে। সেটা হলে প্রতিবছরেই আইসিসির অন্তত একটি বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট থাকবে। বিসিসিআইয়ের চেষ্টাও তখন হয়তো আর বাস্তবায়িত হবে না।

এক বছরে দুই আইপিল কিংবা দুই বছরে একটি করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ—খেলাটা আসলেই দেখা যাচ্ছে সোনার ডিম পাড়া হাঁস! সূত্র : টিওআই।

শেষ রক্ষা হলো না লুই ফন গালের

লুই ফন গাল

ভেতরে-ভেতরে নিশ্চিতই হয়ে গিয়েছিল লুই ফন গালের ভাগ্য। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোচের পদ থেকে এই ডাচ কোচের চলে যাওয়াটা ছিল সময়েরই ব্যাপার। অবশেষে সোমবার (বাংলাদেশ সময় রাতে) নিশ্চিত হয়েছে তাঁর বরখাস্তের খবর।

২০১৪ সালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের দায়িত্ব নেন ফন গাল। তিন বছরের চুক্তিতে ইংলিশ ফুটবলের অন্যতম সেরা এই ক্লাবের দায়িত্ব নিলেও ব্যর্থতার কারণেই চুক্তির মেয়াদ এক বছর বাকি থাকতেই চাকরি হারাতে হলো তাঁকে।

মৌসুমজুড়েই নানাভাবে সমালোচিত হচ্ছিলেন বার্সেলোনা, বায়ার্ন মিউনিখ ও হল্যান্ড জাতীয় দলের এই সাবেক কোচ। তাঁর খেলার কৌশল নিয়ে রীতিমতো হতাশাই ছড়িয়ে পড়েছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে। গত শনিবার ক্রিস্টাল প্যালেসকে হারিয়ে এফএ কাপ জিতলেও প্রিমিয়ার লিগে পঞ্চম হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার সুযোগ হারিয়েছে ইউনাইটেড। মূলত চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলতে না পারার ব্যর্থতাই তাঁর বিদায় ত্বরান্বিত করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নিজের এই বিদায়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন ফন গাল। ক্লাব ওয়েবসাইটে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'তিন বছরের চুক্তিতে এখানে এসেছিলাম। কিন্তু আমি হতাশ, তিন বছরের পরিকল্পনাটা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে না পারলাম না।'

ফন গাল আরও বলেছেন, 'ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মতো ক্লাবকে কোচিং করানোর স্বপ্ন সব পেশাদার কোচেরই আজীবনের লালিত স্বপ্ন। আমিও এমন স্বপ্ন মনের মধ্যে লালন করেছি। আমার স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল। ব্যাপারটা আমাকে আলোড়িত করে। এটা আমার জন্য বিরাট এক সম্মানের। আশা করছি, দল যে অবস্থায় আছে, সেখান থেকে তারা কেবল সামনের দিকেই এগিয়ে যাবে এবং আরও বড় বড় সাফল্য তাদের হাতে ধরা দেবে।'

ইউরোপীয় ফুটবলের অন্যতম সেরা কোচ হিসেবেই মানা হয় ফন গালকে। তাঁর অধীনে বার্সেলোনা ও বায়ার্ন লিগ শিরোপাও জিতেছে। নিজ দেশের ক্লাব আয়াক্সের কোচ হিসেবে তাঁর সাফল্য আর বিস্তৃত। ডাচ ক্লাবটিকে লিগ শিরোপা জেতানোর পাশাপাশি ১৯৯৪-৯৫ মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগেরও শিরোপা জিতিয়েছিলেন তিনি।

ইউনাইটেডের নতুন কোচ হিসেবে ফন গালেরই সাবেক সহকারী হোসে মরিনহোর নাম শোনা যাচ্ছে। যদিও তা এখনো নিশ্চিত করা হয়নি। সূত্র : এএফপি।

ফুটবল মাঠে আবার মৃত্যু

ফুটবল মাঠে যেন মৃত্যুর বহর চলছে। এই কদিন আগেই ম্যাচ চলার সময়ে হঠাৎ মাঠে লুটিয়ে পড়ে মারা গেছেন ডায়নামো বুখারেস্ট ফুটবলার প্যাট্রিক একেং। এবার আর্জেন্টিনাতে আরেক ফুটবলার ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। তবে এটিকে আর শুধুই দুর্ভাগ্যজনক বলা যাচ্ছে না। প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের ঘুষিতেই যে এবার প্রাণ হারাতে হলো আর্জেন্টাইন আঞ্চলিক ফুটবল লিগের খেলোয়াড় মাইকেল ফাভরেকে।

বয়স মাত্রই ২৪। জীবনের সব স্বপ্ন বাস্তবায়নের সময় তো এখনই। অথচ সেই বয়সেই কিনা স্বপ্ন দেখা চোখটি বন্ধ হয়ে গেল চিরতরে। সেটিও মাঠে দুই দলের ফুটবলারদের অযথা গন্ডগোলে পড়ে। গন্ডগোলের শুরুটা তাঁকে কেন্দ্র করেই। লিগা ডিপার্টমেন্টাল ডি কোলোনে কাল ফাভরের দল সান হোর্হে খেলছিল জেরোনিমো কুইন্তানার বিপক্ষে। ম্যাচের একটা পর্যায়ে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে কাটিয়ে যাওয়ার সময় হোঁচট খেয়ে পড়ে যান ফাভরে। কিন্তু ছোট্ট একটা দুর্ঘটনা ঘটল তখন, পড়ার সময়ে ফাভরের মুখে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারের হাঁটুর ধাক্কা লাগে।

ধাক্কাটাতে অবশ্য কিছু হয়নি। সামলে উঠে উল্টো নিজেই ওই ডিফেন্ডারের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দেন ফাভরে। তখন কী আর বুঝতে পেরেছিলেন অমন সর্বনাশ অপেক্ষা করছে? হটগোলের একপর্যায়ে প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড় এসে আবার ঘুষি মারেন ফাভরের মাথার পেছনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ফাভরে, শেষবারের মতো। সূত্র : মিরর।

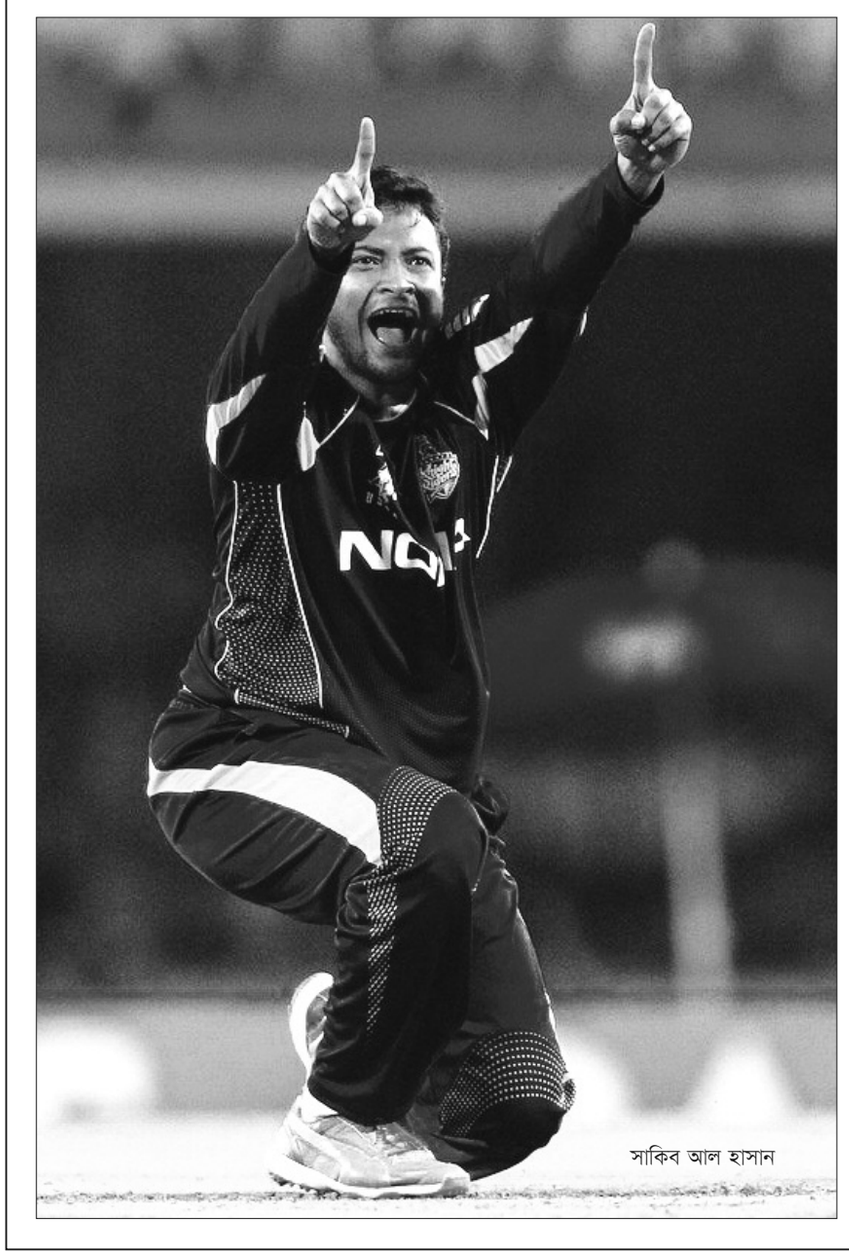
সাকিব আল হাসান

গেইলের কাছে 'এসব' নিছক মজা

নারীঘটিত বিতর্ক যেন ক্রিস গেইলের পিছু ছাড়তেই চাইছে না। জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ান নারী সাংবাদিক মেল ম্যাকলাফলিনকে সান্ধ্য অভিসারের প্রস্তাব দিয়ে সমালোচিত হয়েছিলেন। সেটির রেশ যা-ও কাটতে শুরু করেছিল, এরই মধ্যে ব্রিটিশ নারী সাংবাদিক শার্লট এডওয়ার্ডসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আবার বলে বসলেন বেফাঁস কথা।

নারী সাংবাদিকদের কেন বলেন তিনি ওসব? ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওপেনারকে জিজ্ঞেস করুন, উত্তরটা পাবেন এমন, 'আমি মজা করেই বলি, বাকিরা বেশি "সিরিয়াস" হওয়াতেই সমস্যা।'

ইংলিশ দৈনিক দ্য টাইমস-এ গতকাল গেইলের আত্মজীবনী সিক্স মেশিন-এর কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে উঠে এসেছে ম্যাকলাফলিনের প্রসঙ্গ। বিগ ব্যাশ ম্যাচ চলার সময়ে, টেলিভিশনে সরাসরি

ক্রিস গেইল

সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে ওই সাংবাদিককে অভিসারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন গেইল। এ জন্য জরিমানা গুনেছেন, ক্ষমাও চাইতে হয়েছে। তবে গেইল ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, 'ওটা স্রেফ মজা করেই বলেছিলাম। কাউকে অসম্মান করতে চাইনি। ভাবিনি এটাকে এত গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হবে।'

তবে যৌন ইঙ্গিতে ভরপুর গেইলের নতুন সাক্ষাৎকারটি পড়ে দারুণ হতাশ ইংলিশ কাউন্টি দল সামারসেটের প্রধান নির্বাহী গাই ল্যাভেন্ডার। আইপিএলের পরপরই গেইলের ইংল্যান্ডে সমারসেটের হয়ে টি-টোয়েন্টি ব্লাস্ট প্রতিযোগিতায় খেলার কথা। ল্যাভেন্ডার বলেছেন, 'এই সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে এখনো গেইলের সঙ্গে সরাসরি কোনো কথা হয়নি। তবে গত মৌসুমে গেইল সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা ছিল খুবই ইতিবাচক। মাঠে ও মাঠের বাইরে দুই জায়গাতেই তাঁর সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা ভালো ছিল।' সূত্র : এএফপি।

তিন পাসেই বার্সার ডাবল

স্কোরশিটে তাঁর নাম লেখা থাকবে না। সেখানে জ্বলজ্বল করছে জর্ডি আলবা ও নেইমারের নাম। কিন্তু পুরো ১২০ মিনিট যাঁরা খেলা দেখেছেন, তাঁরা জানেন পরশুর ম্যাচটা কতটা মেসিময় ছিল। তিনটি পাসেই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিয়েছেন লিওনেল মেসি, সেভিয়ার সঙ্গে ২-০ গোলের জয়ে আরেকটি কোপা ডেল রে জয় এল তাতেই।

প্রথম পাসটা এল ম্যাচের ৯০ মিনিটে। বার্সেলোনা ৩৬ মিনিটেই লাল কার্ড দেখে ১০ জনের দল হয়ে পড়েছে। লাল কার্ড দেখে মাঠ ছেড়েছিলেন হাভিয়ের মাচেরানো। ম্যাচের তখন অন্তিম মুহূর্ত, লিওনেল মেসির দুর্দান্ত ক্রসটা নেইমার প্রায় ধরেই ফেলেছিলেন, কিন্তু এভার বানেগা ফেলে দেন নেইমারকে। লাল কার্ড! দুই দলই হয়ে গেল ১০ জনের। অতিরিক্ত ৩০ মিনিটের সাত মিনিটে আবারও মেসির অসাধারণ একটা পাস খুঁজে নিল জর্ডি আলবাকে। বার্সা লেফটব্যাক বাঁ পায়ের শটে বলটা জালে জড়িয়ে দিতে ভুল করলেন না। মেসি-নেইমারের যুগলবন্দী থেকে আগেরবার গোল হয়নি, কিন্তু ১২০ মিনিটে ঠিকই হলো। এবারও মেসির দুর্দান্ত থ্রু ঠান্ডা মাথায় জালে জড়িয়ে দিয়েছেন নেইমার।

এটি শুধুই তো একটা জয় নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। ভিসেন্তে ক্যালদেরনে ম্যাচের আগে কাতালুনীয় পতাকা নিয়ে কম চাপান-উতোর হয়নি। সেটার জন্য চাপা একটা উত্তেজনা তো ছিলই। এই মাঠে আগের ম্যাচেই মেসিদের চ্যাম্পিয়নস লিগের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে কদিন আগে। ওই মাঠে ট্রফি নেওয়ার অনুভূতিটা একটু অন্য রকমই হওয়ার কথা।

লা লিগা জয়ের এক সপ্তাহ পর এল কোপা ডেল রে। বার্সেলোনার ডাবলজয়ী অধিনায়ক আন্দ্রেস ইনিয়েস্তাকে 'সব ভালো যার, শেষ ভালো তার' অনুভূতিই ছুঁয়ে যাচ্ছে, 'ফাইনালটা ছিল দুর্দান্ত, খুবই উত্তেজনাকর। অসাধারণ একটা মৌসুম শেষের পথে এটা ছিল ক্লাবের শেষ ধাক্কা।' কোচ লুইস এনরিকের কণ্ঠেও একই অনুভূতি, 'মৌসুমের শেষটা দারুণ হয়েছে। এই মৌসুমে আমাদের অনেক চড়াই-উতরাই পার হতে হয়েছে।' আলবার গোলটাই শেষ বিচারে শিরোপা জয়ে মহাগুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু আলবার মুখে থাকল শুধুই মেসির প্রশংসা, '১০ জন নিয়ে সেভিয়ার মতো একটা দলের সঙ্গে এতক্ষণ খেলা বেশ কঠিন। লিও আরও একবার নিখুঁতভাবে আমাকে খুঁজে নিয়েছে, সেটা আমারও ভাগ্য।'

তবে বার্সেলোনার একজনকে ডাবল জয়ের আনন্দের মধ্যেও ছুঁয়ে যাচ্ছে হতাশা। ৫৭ মিনিটে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে মাঠ ছেড়েছেন লুইস সুয়ারেজ। উরুগুয়ের হয়ে তাঁর কোপা আমেরিকায় খেলা নিয়েই এখন সংশয়। এএফপি, রয়টার্স।

ক্যাপ : লা লিগার পর সেভিয়াকে হারিয়ে রবিবার কোপা ডেল রে জিতল বার্সেলোনা। শিরোপাজয়ী বার্সা পরিবারের উল্লাসটা বন্দী হলো এক ফ্রেমে। এএফপি

গান, অভিনয় এবং...

মনজুর কাদের

২৩ মে সন্ধ্যা। উত্তরা ১৩ নম্বর সেক্টর। স্থান আপনঘর শুটিংবাড়ি। নিচতলায় পায়চারি করছেন তাহসান। সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন একদল স্কুলপড়ুয়া তরুণ। প্রিয় অভিনেতাকে কাছে দেখতে পেয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা। শুটিং ইউনিটের লোকজনের কারণে ভেতরে ঢুকতে পারেননি তাঁরা। মন খারাপ করে ফিরে যেতে হয় সবাইকে। তাহসানের সেদিকে মন নেই। পরবর্তী দৃশ্যের ভাবনায় ডুবে আছেন তিনি। এর ফাঁকে বললেন, 'দৃশ্যটা শেষ করেই কথা বলছি।'

মিনিট বিশেক পর দৃশ্য ধারণ শেষ হতে তিনতলার একটি রুমে গিয়ে বসলাম। শুরুতেই বললেন, 'আমি গ্রামীণফোনের শুভেচ্ছাদূত হয়েছি। দুই বছরের চুক্তি। বিজ্ঞাপনচিত্রের শুটিংয়ে বান্দরবান যাচ্ছি। একসঙ্গে তিনটি বিজ্ঞাপন। বানাবেন আদনান আল রজীব।'

গ্রামীণফোনের শুভেচ্ছাদূত হওয়ার ব্যাপারটিকে বিনোদন অঙ্গনের সবার জন্য বেশ ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। তাঁর মতে, এত দিন মোবাইল কোম্পানির শুভেচ্ছাদূত হিসেবে শুধু স্পোর্টসম্যানদের দেখা যেত। এবার তাঁরা বিনোদনজগতের দিকেও নজর দিয়েছেন।'

বছর দুয়েক আগে তাহসানের উদ্দেশ্য নেই অ্যালবামটি প্রকাশিত হয়। এ বছর তাঁর ভক্তরা আরও একটি নতুন অ্যালবাম পেতে যাচ্ছেন। এটি তাঁর লাকি সেভেন অ্যালবাম। এই অ্যালবামের সবগুলো গানের কথা, সুর আর সংগীত পরিচালনা করবেন তিনি নিজে।

তাহসান বললেন, 'গ্রামীণফোনের শুভেচ্ছাদূত হওয়ার পর তারা আমাকে অ্যালবাম করার প্রস্তাব দিয়েছেন। এটি নিয়ে আমি বেশ এক্সাইটেড। আমার শুরুর দিকে তিনটি অ্যালবামের গানের কথা সুর ও সংগীত কিন্তু আমারই ছিল। মাঝে অনেকটা সময় বাইরের অনেকের সঙ্গে কাজ করেছি। ভাবলাম অনেক তো হলো। এবার আবার নিজের মতো করে কিছু করি। আমি আমার পুরোনো ধাঁচে ফিরছি। আমার এবারের গানগুলো থিম বেউজড। সাতটি বিষয় নিয়ে অ্যালবামের গানগুলো হবে। এবার গানগুলোর মাধ্যমে অ্যাসিডদগ্ধ, প্রতিবন্ধী, পতিতা, শিখণ্ডী, আদিবাসি আর প্রবীণদের কথা বলব। এই গানগুলোর জন্য আমি এসব মানুষের সঙ্গে কথা বলছি। তাঁদের দৃষ্টিতে জীবনকে দেখব। তাঁদের প্রেম-ভালোবাসার কথা আমার গানে তুলে ধরব। এ জন্য তাঁদের সঙ্গে সময় কাটাই।'

এক যুগ ধরে গান করছেন তাহসান। প্রথম অ্যালবাম প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে। এই সময়ে এসে গান নিয়ে তাঁর নতুন উপলব্ধি হয়েছে। বললেন, 'কিছুদিন ধরে ভাবছি, শিল্পী হিসেবে আমার অবদান কী? আমি হয়তো একজনকে চার-পাঁচ মিনিটের আনন্দ দিতে পারছি। কিন্তু ব্যাপকভাবে তো কিছুই করতে পারিনি। একটা গান দিয়ে অবদান হয়

গ্রামীণফোনের শুভেচ্ছাদূত হওয়ার ব্যাপারটিকে বিনোদন অঙ্গনের সবার জন্য বেশ ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। তাঁর মতে, এত দিন মোবাইল কোম্পানির শুভেচ্ছাদূত হিসেবে শুধু স্পোর্টসম্যানদের দেখা যেত। এবার তাঁরা বিনোদনজগতের দিকেও নজর দিয়েছেন'

না। সেই ভাবনা থেকে কাজটা করা। আমি এটাকে আমার একটা মাইলফলক হিসেবে দেখছি। আমি এটাকে হিটের ব্যাপার হিসেবে দেখছি না। আমি জনপ্রিয়তা অনেক পেয়েছি। সৃষ্টিকর্তা আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন। এটা আমার নিজের প্রশান্তির একটা অ্যালবামও বলতে পারেন। এটা আমার শিক্ষকতার জন্য লোড কমিয়ে দিয়েছি।'

গায়ক তাহসানকে এবার ঈদে ছয়টি নাটকে অভিনয় করতে দেখা যাবে। গত চার বছর ধরে নিয়মিত বড় উৎসবের নাটকে অভিনয় করেন তিনি। তবে এবার ঈদের নাটকে কাজ করার ক্ষেত্রে তিনি ভিন্ন উপায় অবলম্বন করেছেন। তাহসান বললেন, 'আমার নাটকগুলো দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে। আমি এমনিতে কম কাজ করি। তার মধ্যে একটা কিংবা দুটি নাটক একটু খারাপ হয়, তখন দর্শকেরা খুব রিঅ্যাক্ট করেন। ৩০টি নাটক করলে এ নিয়ে খুব একটা না ভাবলেও চলত। যেহেতু আমি হাতে গোনা নাটকে অভিনয় করি, তাই এবার পছন্দের নাট্যকার, পরিচালক আর প্রযোজকদের নাটকে কাজ করেছি।'

এবার ঈদে তাহসান যেসব নির্মাতার নাটকে অভিনয় করছেন তাঁরা হলেন শিহাব শাহীন, মিজানুর রহমান ও তানিম রহমান।

এবার মেরিল-প্রথম আলো পাঠক জরিপে সেরা গায়কের পুরস্কার পেয়েছেন তাহসান। এই পুরস্কার তাঁর মধ্যে অসম্ভব ভালো লাগার জন্ম দিয়েছে। বললেন, 'অসম্ভব ভালো লেগেছে অনেকগুলো কারণে। এটি আমার গাওয়া প্রথম চলচ্চিত্রের গান। তিন বছর আগে *ছুঁয়ে দিলে মন* ছবির এই গানটি গাওয়ার আগে ফেসবুকে আমি একটি স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম। আমাকে সবাই বলেছেন, পচে যাব। তখন কিছুই বলিনি। আমি কাজ দিয়ে উত্তর দেওয়ায় বিশ্বাসী। গানটি রিলিজের পর যখন চারদিক থেকে প্রশংসা পাচ্ছি, তখন সবাই জবাবটাও পেয়ে যান। আর মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার যখন পেলাম, তখন তো সত্যায়িত হয়ে গেছি বলতে পারেন। এই জিতটা আমার নয়, বাংলা সিনেমাকে যাঁরা ভালো জায়গায় দেখতে চান, এটা তাঁদের সবার জিত।'

টু বি কন্টিনিউড নামের ছবিতে অভিনয় করেছেন তাহসান। এই ছবিতে মাত্র কয়েকটি দৃশ্যে দেখা যাবে তাঁকে। বললেন, 'আমাকে নিয়ে কেউ কেউ ভাবছেন। আমি মনে করি, শাহরুখ খান ও সালমান খান ৫০ বছর বয়সে এসে সুপারহিট সিনেমা দিচ্ছেন। আমিও হয়তো ১৫ বছর পর সিনেমায় সুপারহিট কিছু দেব।'

তাহসান সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চলচ্চিত্র প্রযোজনা করবেন। বললেন, 'চারদিক থেকে শুনছি, বাংলাদেশের সিনেমা এখনো সিন্ডিকেটের হাত থেকে মুক্ত হয়নি। এই পরিস্থিতি যদি স্বভাবিক হয় এবং নিজের ছবির সব কিছু যখন আমি নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব, তখন এই কাজটি করব।'

ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে পড়ান তাহসান। আর এই শিক্ষকতার কাজ তিনি করেন শখের বশে। বললেন, 'মা চান আমি যেন শিক্ষকতা করি। মায়ের খুশি আর আমার ভালো লাগায় করে যাচ্ছি। আমার কাজের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। তাদের কাছেও কৃতজ্ঞ।'

গানের মানুষ তাহসানের একটি গানের দল আছে। নাম 'তাহসান অ্যান্ড দ্য ব্যান্ড'। গানের দলের ব্যস্ততা প্রসঙ্গে বললেন, 'এই মৌসুমে অনেকগুলো কনসার্ট করেছি। এবার যেহেতু রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল, তাই আমরা ভালো কিছু কাজ করেছি। দুটো কারণে শিল্পীদের চাহিদা এখন অনেক ভালো। রাজনৈতিক আস্থিরতা কম হওয়ার পাশাপাশি মুঠোফোন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো গানের অ্যাপ তৈরি করেছে। শ্রোতারা কনসার্টে গান শুনছেন যেমন, তেমনি অ্যাপের মাধ্যমে কিনতেও পারছেন। গানের বাজার সামনে আরও পরিবর্তন হবে।

কথা বলা শেষ করতে হবে। ওদিকে নাটকের পরবর্তী দৃশ্য ধারণের ডাক পড়বে। শেষ করার আগে তাহসান নিজের একটা পরিকল্পনার কথা বললেন, 'আমি ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট পড়াই। আমি দেখেছি সেলিব্রিটিরা ব্র্যান্ড তৈরি করেন। বাংলাদেশে এটা শুরু হয়েছে। সাকিব আল হাসান তাঁর নামে রেস্টুরেন্ট করেছেন। নাসির হোসেন তাঁর নামে কোলন বের করেছেন। আমিও এ বছর অথবা আগামী বছর একটা ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করব। এটা একটা প্ল্যান।যা একটা সময় হয়তো গ্লোবাল ব্র্যান্ড হবে।'

তাহসান

শাফিন আহমেদ

গায়ক শাফিন এবার মডেল

বিনোদন প্রতিবেদক

শুভেচ্ছাদূত হওয়ার বদৌলতে এর আগে ব্যান্ডশিল্পী শাফিন আহমেদকে স্থিরচিত্রের মডেল হতে হয়েছিল। এবার তিনি টেলিভিশন বিজ্ঞাপনচিত্রের কাজ করলেন। বিপণিবিতানের এই বিজ্ঞাপনচিত্রটির শুটিং সম্প্রতি ঢাকার একটি বহুতল বিপণিতে হয়েছে। শাফিন আহমেদ বিজ্ঞাপনচিত্রে তাঁর অংশের শুটিংয়ে অংশ নেন। এটি তাঁর প্রথম কোনো টেলিভিশন বিজ্ঞাপনচিত্র।

সম্প্রতি একটি নাটকে অভিনয় করেছেন শাফিন আহমেদ।

*প্রথম আলো*র সঙ্গে আলাপে শাফিন আহমেদ বলেন, 'অনুরোধে কাজটি করা হয়েছে। এই বিজ্ঞাপনচিত্রে দেখা যাবে, আমি মার্কেটে কেনাকাটা করছি। কেনাকাটা শেষে বের হয়ে যাওয়ার সময় মার্কেটে আসা অন্য ক্রেতারা আমার সঙ্গে এসে কথা বলছেন। অটোগ্রাফ নিচ্ছেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলে অটোগ্রাফ দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছি।'

শাফিন এ-ও বলেন, 'আমার অংশের শুটিং শেষ হয়েছে। অন্য রকম অভিজ্ঞতা। শুনেছি, এই বিজ্ঞাপনচিত্রে আরও আছেন ক্রিকেটার সাব্বির, মডেল ও অভিনয়শিল্পী নিরব আর পিয়া বিপাশা।

ঈদ উপলক্ষে নির্মিত এই বিজ্ঞাপচিত্রটির নির্মাতা তৌফিক হাসান অংকুর। শিগগিরই বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে এটির প্রচার শুরু হবে।

এখন শুধু চলচ্চিত্র

বিনোদন প্রতিবেদক

'চলচ্চিত্র এখন মনেপ্রাণে গেঁথে গেছে। বড় পর্দায় নিজেকে একটা জায়গায় নিতে চাই, ভালো অভিনেত্রী হতে চাই।' বললেন নিঝুম। চলচ্চিত্রে নিঝুম রুবিনা নামেই পরিচিত। এরই মধ্যে তাঁর অভিনীত দুটি চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে। দুটি ছবির শুটিং চলছে। তাঁর প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি জাকির হোসেন রাজু পরিচালিত *এর বেশি ভালোবাসা যায় না*। সাইমন সাদিকের বিপরীতে অভিনয় করে প্রথম ছবিতেই প্রশংসা পান নিঝুম।

চলচ্চিত্রে কাজের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে নিঝুম বলেন, 'চলচ্চিত্রে জায়গা করে নিতে যা যা দরকার, সবই করছি। নিয়মিতই নাচ ও অভিনয়ের প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। সময় পেলেই বিভিন্ন ভাষার ছবি দেখি।'

২০১২ সালের ঘটনা। স্বপ্নেও ভাবেননি চলচ্চিত্রে অভিনয় করবেন তিনি। মামার আগ্রহে একটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানে যান। নিঝুম বলেন, 'অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলাম। তাঁরা *কিস্তির জ্বালা* নামে একটি ছবি বানাবেন। আমাকে দেখেই পরিচালক নূর মোহাম্মদ মনি ছবিতে কাজ করার প্রস্তাব দেন।'

ওই বছর শেষ দিকে ছবিটির কাজ শুরু হয়। ছবিটি সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পায় ২০১৩ সালে মাঝামাঝি। কিন্তু ছবিটি এখনো মুক্তি পায়নি। নিঝুম বলেন, 'এ ব্যাপারে পরিচালক আর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা ভালো বলতে পারবেন।'

প্রথম ছবি নিয়ে হোঁচট খেলেও দ্বিতীয় ছবি দিয়ে চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় তাঁর। ওই সময় জাকির হোসেন রাজুর *এর বেশি ভালোবাসা যায় না* ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পান নিঝুম। ছবিটি ২০১৪ সালে মুক্তি পায়।

নিঝুম বলেন, 'ছবিটি ৮০টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। ঢাকায় সব কটি প্রেক্ষাগৃহেই আমি গিয়েছি। দর্শকের সাড়া দেখে মুগ্ধ হয়েছি।'

এরপর ওই বছর এটিএন মাল্টিমিডিয়ার *অনেক সাধনার পর* ছবিতে কাজের সুযোগ হয়। আবুল কালাম আজাদ পরিচালিত ছবিটি গত বছর মুক্তি পায়। মো. আসলামের *ভালোবাসা ডটকম* ছবিটি সেন্সর ছাড়পত্রের অপেক্ষায় আছে। শুটিং চলছে ফেরদৌসের বিপরীতে মিনহাজ অভির *মেঘকন্যা* ও শিপনের বিপরীতে রাহুল রওশনের *জান রে* ছবির।

নিঝুম জানান, ছবি দুটি নিয়ে তিনি খুব আশাবাদী। দুটি ছবিই তাঁর কাছে চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছে।

চলচ্চিত্রে আসার আগে ২০০৮ সালে নিঝুম বিজ্ঞাপনচিত্রে কাজ করেছেন। এখনো তাঁর কয়েকটি বিজ্ঞাপনচিত্র প্রচারিত হচ্ছে। মাঝে *চন্দ্রমল্লিকার বনে* আর *এনকাউন্টার* নামে দুটি নাটকে অভিনয় করেন নিঝুম।

বছর দেড়েক হলো সিদ্ধান্ত পাল্টেছেন। নাটক নয়, এখন শুধু চলচ্চিত্র নিয়ে থাকতে চান নিঝুম। তিনি বলেন, 'এখন আমার সব ভাবনা বড় পর্দাকে ঘিরে। তবে ভালো প্রতিষ্ঠানের পণ্যের বিজ্ঞাপনে কাজ করব।'

নিঝুম এখন মিরপুর আইডিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে সমাজকর্মে স্নাতক চূড়ান্ত পর্বে পড়াশোনা করছেন।

নিঝুম রুবিনা

পাষান ইজ ব্যাক

বিনোদন প্রতিবেদক

২০১৪ সালে ঈদুল ফিতরের জন্য হিমেল আশরাফ নির্মাণ করেছিলেন নাটক *পাষাণ*। ওই বছরই ঈদুল আজহায় নির্মাণ করা হয় *পাষাণ ইন লাভ*। ঠিক পরের বছরই নাটকটির ৩ নম্বর সিক্যুয়াল *পাষাণ নেতা হইতে চায়* নির্মাণ করা হয়। এবার তৈরি হচ্ছে *পাষাণ ইজ ব্যাক*।

পরিচালক জানিয়েছেন, গল্পের মূল জায়গা ঠিক রেখে নাটকটির প্রতিটি সিক্যুয়ালে 'পাষাণ' চরিত্রের মধ্যে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে।

পাষাণ চরিত্রটিতে বরাবরের মতো এবারও অভিনয় করছেন সালাহউদ্দিন লাভলু। নাটকটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমার প্রিয় নাট্যকার ফারুক হোসেন। আগের তিনটি সিক্যুয়াল তাঁরই লেখা। নাটকটিও আমার খুব পছন্দের।'

এবারের সিক্যুয়ালটিতে 'পাষাণ' চরিত্রের গল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়েছে কি? সালাহউদ্দিন লাভলু বলেন, যেহেতু এই সিক্যুয়ালটির চিত্রনাট্য ফারুকের লেখা নয়, তাই তাঁর ভাবনার সঙ্গে তো আর মিলবে না। তাই শতভাগ হয়নি। তবে চেষ্টা করা হয়েছে।

বারবার সালাহউদ্দিন লাভলুকে নিয়ে পাষাণ চরিত্রটির কেন সিক্যুয়াল? জানতে চাইলে হিমেল আশরাফ বলেন, সালাহউদ্দিন লাভলু একজন জনপ্রিয় অভিনেতা ও পরিচালক। তাঁকে বেশির ভাগ নাটকেই গ্রামীণ চরিত্রে দেখা যায়। বছরে একটি দিন একটু ভিন্নভাবে দর্শকের সামনে তুলে আনা। এ ছাড়া নাটকটির আগের সব কটি সিক্যুয়ালই দর্শক পছন্দ করেছেন।

পাষাণ নাটকটির প্রথম তিনটি সিক্যুয়ালের চিত্রনাট্য করেছেন ফারুখ হোসেন। তিনি কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে নিখোঁজ হওয়ার পর এবারকার সিক্যুয়ালের মূল গল্প ও মেজবাউর রহমান সুমনের। চিত্রনাট্য করেছে পরিচালক একটি ক্রিয়েটিভ দল।

নাটকটির আগের তিনটি সিক্যুয়ালে নায়িকা ছিলেন যথাক্রমে তিশা, অপূর্ণা ও শখ। এবার আছেন সাবিলা নূর।

পরিচালক জানিয়েছেন, ঢাকার অদূরে আশুলিয়ার বিভিন্ন লোকেশনে সিক্যুয়ালটির শুটিং চলছে। এবারও বেসরকারি চ্যানেল আরটিভিতে ঈদের বিশেষ অনুষ্ঠানমালায় নাটকটি প্রচারিত হবে।

সালাহউদ্দিন লাভলু

এ কোন বাঁধন

বিনোদন প্রতিবেদক

বাঁধনের ফেসবুকের ওয়ালে ছবিটি দেখে থমকে গেছেন তাঁর বন্ধুরা। কার ছবি এটা! অনুসন্ধিৎসু চোখে দেখলে বোঝা যায় এটি স্বয়ং অভিনেত্রী বাঁধন। একেবারে অন্য রকম এক হেয়ার-স্টাইলের নিচে ঢাকা পড়েছে চিরচেনা মিষ্টি মেয়েটি। তাঁকে লাগছে খানিকটা বিদেশিনীর মতো।

চুলের এই স্টাইল কেন? জানতে চাইলে বাঁধন জানালেন, নতুন একটি ধারাবাহিকের জন্য চুলের এই স্টাইল। *আমি তুমি সে* নামের ওই নাটকটি পরিচালনা করছেন মাইনুল ইসলাম খোকন।

কে করল তাঁর এই হাল! কে সেই রূপসজ্জাশিল্পী? বাঁধন বললেন, 'এই স্টাইলের মেকআপ আর্টিস্ট আমি নিজে। সবাই যে আমাকে চিনতে পারছেন না, এটা দেখে আমি খুব মজা পাচ্ছি।'

আমি তুমি সে নাটকে বাঁধনকে দেখা যাবে একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার চরিত্রে। চরিত্রটির নাম জেরিন। বাঁধন বলেন, 'শুরুতে আমি বহুজাতিক বিজ্ঞাপনী সংস্থার নারী কর্মী। একটা সময় পর আমি নিজেই মডেল হয়ে যাই। এরই মধ্যে ঘটতে থাকবে নানা ঘটনা। চমৎকার একটি গল্প। নাটকটি দর্শকের ভালো লাগবে।'

লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টার ও অভিনয়শিল্পী আজমেরী বাঁধন প্রথম অভিনয় করেন হুমায়ূন আহমেদের নাটকে। ২০০৬ সালে প্রতিযোগিতা থেকে বেরিয়ে আসার সাত দিনের মাথায় নাটকটির শুটিংয়ে অংশ নেন তিনি। *বুয়া বিলাস* নামের সেই নাটকের মধ্য দিয়ে আলোচনায় আসেন বাঁধন। দশ বছরের অভিনয়জীবনে কাজ করেছেন অনেকগুলো নাটক আর টেলিছবিতে।

বাঁধন

প্রথম আলো

দেয়ালচিত্র কাতারে সচরাচর দেয়ালে এমন শিল্পকর্ম ও লিখন দেখা যায় না। তাই কাতারি চিত্রশিল্পী মুবারক আলমালিকের দুটি চিত্রকর্ম দৃষ্টি কাড়ে ওই পথে যাতায়াতকারীদের। সালওয়া রোডের কাছে একটি ভাঙা দেয়ালে তাঁর আঁকা দুটি নারীর চিত্রকর্মের একটিতে নারীর খোলা মুখ এবং অন্যটিতে মুখঢাকা প্রবীণ নারীদের অবয়ব ফুটে উঠেছে ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা

প্রবাসী কর্মীদের জন্য চাই জিসিসির একক নীতি

প্রথম আলো ডেস্ক ●

প্রবাসী কর্মীদের ব্যাপারে একক নীতি গ্রহণ করতে উপসাগরীয় দেশগুলোর সহযোগিতা জোটের (জিসিসি) প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাহরাইন। বাহরাইনের শ্রম ও সামাজিক উন্নয়নবিষয়ক সহকারী মন্ত্রী সাবাহ আল দোসারি এ আহ্বান জানিয়ে বলেন, কিছু অসৎ রিক্রুটিং এজেন্সি বা নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের কারণে প্রবাসী কর্মীরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন, যার বিপুল প্রভাব পড়ছে অর্থনীতিতে।

আবুধাবি সংলাপে অংশ নিয়ে এক বক্তৃতায় সহকারী মন্ত্রী সাবাহ আল দোসারি এসব কথা বলেন। ওই সংলাপে জিসিসিভুক্ত দেশগুলোর শ্রমবিষয়ক উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যোগ দেন। যোগ দেন এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশের কর্মকর্তারাও। দুই দিনের ওই সংলাপে প্রবাসী কর্মীদের অধিকার ও অনৈতিকভাবে নিয়োগ ঠেকানো এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রবাসী কর্মী নিয়োগের নীতিমালার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

বাহরাইনের সহকারী মন্ত্রী সাবাহ আল দোসারি বলেন, এই অঞ্চলে প্রবাসী কর্মীদের দায় জিসিসিভুক্ত দেশগুলোর (সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত-ইউএই, কুয়েত ও ওমান) ঘাড়েও রয়েছে। তিনি বলেন, প্রবাসী কর্মীরা কম বেতনের চাকরি টিকিয়ে রাখতে অসৎ নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিতে বাধ্য হন।

সাবাহ আল দোসারি বলেন, 'আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা হলো বেশির ভাগ বিদেশি শ্রমিক ঋণের ঝুঁকিতে থাকেন। ওই কর্মীদের কাজের চুক্তি সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করা হয়। অসৎ দালাল ও মধ্যস্থতাকারীরা এই পরিবেশ সৃষ্টি করে। এটাই ওই কর্মীদের খারাপ অবস্থার জন্য দায়ী। সবশেষে তাঁরা ঋণ করতে বাধ্য হন। যার দায় পড়ে উপসাগরীয় দেশগুলোর ওপর।'

মন্ত্রী আরও বলেন, 'এ কারণে আমরা মনে করি নীতিমালা গ্রহণ এবং কর্মী পাঠানো দেশগুলোতে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এমন নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে কোনো কর্মী জিসিসিভুক্ত দেশগুলোতে এসে হয়রানির শিকার না হন এবং অসৎ দালাল বা মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে ক্ষতির মুখে না পড়েন।'

সাবাহ আল দোসারি বলেন, 'এ ব্যাপারেও আমাদের দেশগুলোর সহযোগিতা ও সমন্বয় বাড়ানো জরুরি বলে আমরা মনে করি। যেসব দেশ থেকে শ্রমিক আসছেন, সেই সব দেশের সঙ্গে সমন্বয় বাড়াতে হবে। কারণ ওই সব দেশের শ্রম-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহায়তায়ও দালালেরা এ ধরনের কাজ করে। এ জন্য কঠোর ভূমিকা নিতে হবে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে প্রবাসী কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।'

সংলাপে কর্মী নিয়োগকারী দেশ সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত-ইউএই, কুয়েত, ওমান ও ইয়েমেনের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। এ ছাড়া শ্রমিক পাঠানো দেশ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইনের মতো দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দেন।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**।

পানি নিরাপত্তায় কার্যকর উদ্যোগ নিচ্ছে কাহারমা

কাতার প্রতিনিধি ●

এক দশক ধরে কাতারে প্রতিবছর পানির চাহিদা সাড়ে ১১ শতাংশ করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৫ সাল নাগাদ কাতারে প্রতিদিন ৯০ কোটি কিউবিক মিটার পানির দরকার হবে। এ লক্ষ্যে কাতারে পানির অপচয় কমাতে বড় আকারে নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কাতার পানি ও বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা কাহারমার প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী ইসা বিন হিলাল।

২০০৫ সালে কাতারে প্রতিদিন প্রায় ২০ কোটি কিউবিক মিটার পানি ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে কাতারের দৈনিক চাহিদা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩ কোটি ৫০ লাখ কিউবিক মিটার।

কাতারে নবায়নযোগ্য পানির উৎস খুবই কম। তা ছাড়া বিগত বছরগুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি ও শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি পানির উৎসের ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করেছে।

পানির নিরাপত্তা নিয়ে কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে ইসা বিন হিলাল বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে পানির চলমান ব্যবহার অব্যাহত থাকলে কাতারের বিদ্যমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জনসংখ্যা ও জাতীয় নিরাপত্তার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তাই এ সংকট মোকাবিলায় কাহারমা পানির ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিয়েছে।

প্রকৌশলী ইসা বলেন, কাতারের বর্তমান জনগোষ্ঠী ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উন্নত জীবনযাপন নিশ্চিত করতে পানির সুব্যবস্থাপনা জোরদার করা ও নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে পানির চাহিদা যথাযথভাবে নির্ধারণ করে অপচয় কমানো হবে।

পানি নিরাপত্তাব্যবস্থার মাধ্যমে কাতারে বসবাসরত প্রত্যেক মানুষের সাধ্যের মধ্যে নিরাপদ ও পরিষ্কার পানির ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। এর মাধ্যমে সবার জন্য পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সম্ভব হয়ে উঠবে।

প্রকৌশলী ইসা বলেন, পানি নিরাপত্তা ধীরে ধীরে অবকাঠামো উন্নয়নের একটি প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ হয়ে উঠছে। সবার জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত করতে কাহারমা নানা ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে। সব নাগরিকের জন্যই নিরাপদ ও পরিষ্কার পানি নিশ্চিত করে কাহারমা ৯৯ শতাংশ মানুষের জন্য প্রতিদিন পানি সরবরাহ করছে।

কাহারমার প্রেসিডেন্ট বলেন, সবাই পানি ব্যবহারে যত্নবান হলে পানির অপচয় কমানো সম্ভব হবে। তবে বিতরণ লাইনের দক্ষ ব্যবস্থাপনাও পানির অপচয় অনেকাংশে কমিয়ে আনে। কাহারমার বিতরণ লাইনে ত্রুটির কারণে বর্তমানে পানির অপচয়ের পরিমাণ ৫ শতাংশ।

পানি নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করতে কাহারমা পাঁচটি পদক্ষেপ নিয়েছে। পানির চলমান ও জরুরি চাহিদা মোকাবিলায় বৃহৎ আকারের জলাধার নির্মাণ, উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানির আধার সংরক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহণ, জলাধারে দূরনিয়ন্ত্রিত রোবটের মাধ্যমে ত্রিমাত্রিক পর্যবেক্ষণব্যবস্থা বাস্তবায়ন, পানির মান নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা জোরদার করা, জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় ভূগর্ভস্থ জলাধারের সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্প বসানো ও সমুদ্রের পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্টে রেডিয়েশনের মাত্রা পর্যবেক্ষণে বিশেষ সেন্সর স্থাপন করা হয়েছে।

দুই দশক ধরে ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা মেটাতে সমুদ্রের পানি বিশুদ্ধকরণের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে প্রায় ১৫০টি দেশ সাগরের পানি লবণমুক্ত করে সরবরাহ করছে।

কাহারমার প্রধান ইসা জানান, দক্ষ প্রযুক্তি ও অবকাঠামোর মাধ্যমে পানযোগ্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত করার বিষয়টি কাতার ও উপসাগরীয় দেশগুলো অগ্রাধিকার দিয়ে যাচ্ছে।

Wanted

Embassy of Bangladesh in Doha invites applications for the following temporary posts :

Welfare Assistant

Candidates having minimum bachelor degree or equivalent may send application with a C.V & two photographs by 02-06-2016 to the following email address. Bangladeshi citizen and candidate having relevant work experience will get preference.

Driver

Candidates having minimum class eight pass or equivalent, valid ID and Qatari driving license may send application with a C.V & two photographs by 02-06-2016 to the following email address. Bangladeshi citizen and candidate having fluency in Arabic & driving experience in Qatar will get preference.

bdootqat@gmail.com
qatarlabourwing@gmail.com

পাঠকদের প্রতি

কাতার ও বাহরাইন পাঠকদের শুভেচ্ছা। *প্রথম আলোর* উপসাগরীয় সংস্করণে আমরা আপনাদের প্রবাস-জীবনের কথা, আপনাদের ভালো-মন্দ ও আনন্দ-বেদনা-উৎসবের কথা প্রকাশ করতে চাই। আপনারা সব রকমের কথা আমাদের লিখে পাঠান। এ ছাড়া জানান আপনাদের পরামর্শ। লেখা অবশ্যই পাঠাবেন ইউনিকোডে কিংবা পিডিএফ করে।

যোগাযোগ :
gulfedition@prothom-alo.info

সা ধ না

শ্রমিক থেকে কবি

শরিফুল হাসান ●

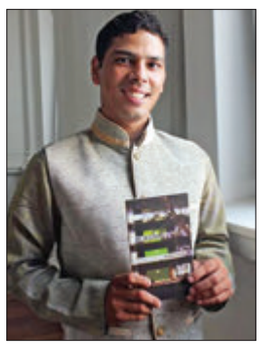

মুকুল হোসেন

মাস খানেক আগেও সিঙ্গাপুরে জঙ্গি সন্দেহে ১৩ জনকে আটক করা হয়। এবার সেই সিঙ্গাপুরেরই একটি প্রথম সারির প্রকাশনী ইথোস বুক থেকে প্রকাশিত হলো এক বাংলাদেশি নির্মাণশ্রমিকের কবিতার বই। সিঙ্গাপুরের এই বাংলাদেশি কবির নাম মুকুল হোসেন (২৫)।

মুকুলের *আমি প্রবাসী* কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণ *মি মাইগ্র্যান্ট* প্রকাশিত হয়েছে ১ মে। ৬৮ পৃষ্ঠার পেপারব্যাক সংস্করণের বইটি রিভিউয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে অস্ট্রেলিয়া, কানাডাসহ ২৭টি দেশে।

সিঙ্গাপুরের পুরোনো সংসদ ভবনে আয়োজিত প্রকাশনা অনুষ্ঠানে সে দেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মাহবুব উজ-জামান, ইথোস বুক প্রকাশনীর প্রকাশক ফং হো হেং, সিঙ্গাপুরের কবি মার্ক নেয়ার, অধ্যাপক তান লাই ইয়ং, মানবাধিকারকর্মী দেভি ফর দাইস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। গতকাল সোমবার 'বাংলাদেশি কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স পোয়েট্রি বুক পাবলিশড ইন সিঙ্গাপুর' শিরোনামে দীর্ঘ এক নিবন্ধ প্রকাশ করেছে সিঙ্গাপুরের প্রভাবশালী দৈনিক *স্ট্রেইট টাইমস*।

মাত্র ১৮ বছর বয়সে জীবিকার তাগিদে সিঙ্গাপুর চলে গিয়েছিলেন মুকুল। দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম।

সেই কষ্টের জীবনটা বৃথা মনে হতো। রাত জেগে সেই দুঃখ-কষ্ট, নিঃসঙ্গতা আর দেশের জন্য মন কেমন করার কথা লিখতেন মুকুল। কখনো কখনো সিমেন্টের বস্তার গায়ে লিখেছেন কবিতা। ধীরে ধীরে সিঙ্গাপুরের কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে।

গতকাল দীর্ঘক্ষণ মুকুলের সঙ্গে কথা হয় মুঠোফোনে। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ছোটবেলায় দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে কেটেছে। কিন্তু সব সময় আমি গান বা লেখালেখি নিয়ে ছিলাম সেই ১২ বছর বয়স থেকেই। আমি চেয়েছিলাম এমন কিছু করতে, যা দিয়ে মানুষের কথা বলব। আমাকে সবাই চিনবে। বিদেশে শ্রমিকের কাজ করতে এসেও সেই শখ ছাড়িনি। আমি আমার কবিতায় দেশের কথা, প্রবাসীদের কষ্টের কথা তুলে এনেছি।'

লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার পানবাড়ী গ্রামে ১৯৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন মুকুল। বাবা কৃষক। পাঁচ ভাই, তিন বোনের সংসার। মুকুল ভাইবোনের মধ্যে সপ্তম। জীবিকার তাগিদে ২০০৮ সালে নির্মাণশ্রমিক হিসেবে পাড়ি দেন সিঙ্গাপুরে। এ জন্য জমি বেচতে হয় তাঁর পরিবারকে। মাঝখানে ছিল দালালদের প্রতারণা। সিঙ্গাপুর এসে কাজ না পাওয়া। একপর্যায়ে বিক্রি করতে হয় মায়ের নেকলেসও।

কেমন কেটেছে জীবন? মুকুল জানালেন, 'সকাল আটটা থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা সাতটা বা রাত আটটা পর্যন্ত সেই কাজ চলত। সব সময় দুশ্চিন্তা কীভাবে টাকা তুলব। মা-বাবা যে বসে আছে। সিমেন্টের বস্তা, ভারী মালামাল বহন করতে খুব কষ্ট হতো। গরমে একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ি। অনেক দিন মন খারাপ করে রাত জেগে ছিলাম।' প্রবাসজীবনের এসব দুঃখ-কষ্ট আর পেছনের জীবনের কথা কবিতায় তুলে আনেন তিনি। কখনো কখনো সন্ধ্যায় কাজ শেষে বের হয়ে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলোয় কিংবা রুমের এক কোণে বসে লিখতেন দেশের কথা, শৈশব-কৈশোরের কথা, প্রেমের কথা। কখনো কখনো রাত তিনটা পর্যন্ত জেগেও লেখালেখি করেছেন। লিখতে লিখতে কখনো কখনো নিজের কক্ষে বসেই কাঁদতেন।

মুকুল একসময় সিঙ্গাপুরের শ্রমজীবীদের মুখপত্র *বাংলার কণ্ঠ* পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। *বাংলার কণ্ঠ* সম্পাদক এ কে এম মোহসিন গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, মুকুল তাঁর পত্রিকার সাহিত্য পাতায় নিয়মিত লেখেন। লেখক ফোরাম কমিটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। সেখান থেকেই সিঙ্গাপুরের কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয়।

মুকুল জানান, একসময় পরিচয় হয় সিঙ্গাপুরের কয়েকবার স্বর্ণপদকজয়ী কবি সিরিল অংয়ের সঙ্গে। ঘনিষ্ঠতা হয়। এরপর সিরিলের পরামর্শেই ইংরেজিতে কবিতার বই বের করার স্বপ্ন দেখেন। সিরিলই ইথোসের প্রকাশক ফং হো হেংকে প্রস্তাব দেন ইংরেজিতে মুকুলের বই প্রকাশের। *স্ট্রেইট টাইমস*-এ প্রকাশিত গতকালের নিবন্ধে ফং হো বলেছেন, মুকুলের কবিতা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তিনি জানান, ১৯৯৭ সালে ইথোস প্রতিষ্ঠিত হলেও এই প্রথম কোনো অভিবাসীর কবিতার বই বের হলো।

কেমন লাগছে জানতে চাইলে মুকুল বলেন, 'আমি তো বেশি দূর পড়াশোনা করিনি। আমার বাবা-মা হয়তো গর্ব করে বলতে পারবেন না তাঁর ছেলে প্রকৌশলী, ডাক্তার কিংবা ব্যারিস্টার হয়েছে। কিন্তু তাঁরা বলতে পারবেন তাঁদের ছেলে একজন খ্যাতিমান লেখক।'

মুকুলের সাফল্যের বিষয়ে জানতে চাইলে তাঁর মা কুলছুম বেগম বলেন, 'ছেলেটা ছোটবেলা থাকি গান গাইত আর কবিতা লেকত। শুনছি ওর নামে একটা বই বেরাইচে। আমি এগুলা ভালো বুজি না। আপনারা সবাই ওকে ভালোবাসলেই আমরা খুশি। ও আরও বড় হউক।'

ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের পরিকল্পনা করছে সরকার

ওমানে বাংলাদেশি নারী গৃহকর্মী

প্রথম আলো ডেস্ক ●

ওমানে বাংলাদেশের নারী গৃহকর্মীদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে একটি নীতিমালা করার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। ওমানে বাংলাদেশ দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা সম্প্রতি এ কথা জানান।

বাংলাদেশ দূতাবাসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জাহেদ আহমেদ বলেন, বাংলাদেশি নারী গৃহকর্মীদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের বিষয়টি নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। তবে কোনো কিছুই এখনো চূড়ান্ত হয়নি। এর বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সম্প্রতি এক সংবাদ প্রতিবেদনে জানা যায়, ওমানের বাংলাদেশ দূতাবাস ওমানে বাংলাদেশি গৃহকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি নীতিমালা তৈরি করেছে। সেটি বাংলাদেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে। ওই প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, নারী গৃহকর্মীদের ক্ষেত্রে বয়স ২৫ বছর বা তার বেশি হওয়ার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁদের ন্যূনতম বেতন ১৮ হাজার টাকা (৯০ ওমানি রিয়াল) নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে। আর গৃহকর্মীদের স্পনসর বেতন ১ লাখ ৪৩ হাজার টাকা (৭০০ ওমানি রিয়াল) হতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে।

বাংলাদেশের জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্যমতে, গত চার বছরে বাংলাদেশ থেকে ওমানে নারী গৃহকর্মী নিয়োগ অনেক বেড়েছে। এ সময় ওমানে গৃহকর্মী পাঠানোর অন্যতম দেশ ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া গৃহকর্মী পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। বিএমইটির তথ্যমতে, ২০১৫ সালে ১৬ হাজার ৯৮০ জন বাংলাদেশি গৃহকর্মী ওমানে চাকরি করছেন।

সূত্র : **টাইমস অব ওমান**।

কাতারে মেটরাশ ২-এ যুক্ত আরও চার ভাষা

দেওয়া হচ্ছে ১২০ ধরনের সেবা

কাতার প্রতিনিধি ●

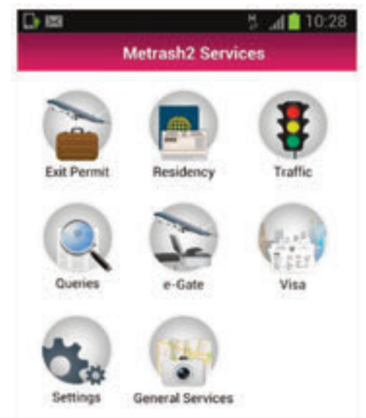

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুঠোফোন অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে মেটরাশ ২। এই মুঠোফোন অ্যাপ্লিকেশনের সেবাগ্রহীতাদের কথা মাথায় রেখে এতে আরও চারটি নতুন ভাষা সংযুক্ত করা হয়েছে। তবে এখনো বাংলা ভাষা যুক্ত করা হয়নি।

নতুন অন্তর্ভুক্ত চারটি ভাষা হচ্ছে ফরাসি, স্প্যানিশ, উর্দু ও মালায়ালম। এই চারটি ভাষা অন্তর্ভুক্ত করে মুঠোফোন অ্যাপসটির নতুন সংস্করণ প্রবর্তন করা হয়েছে। এই নতুন সংস্করণ ব্যবহারের মাধ্যমে কাতার সরকারের সঙ্গে অভিবাসীদের যোগাযোগের পথ আরও সুগম করা হয়েছে। এখন থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের (এমওআই) সব ধরনের ই-সেবা মেটরাশ ২-এ ব্যবহৃত ছয়টি ভাষার মাধ্যমে দেওয়া হবে। মেটরাশের অন্য দুটি ভাষা হচ্ছে আরবি ও ইংরেজি। এ দুটি ভাষা ইতিমধ্যে অ্যাপসে ব্যবহার করা হচ্ছে।

মেটরাশ ২ অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস ডিভাইসের মাধ্যমে প্রায় ১২০ ধরনের সেবা দিয়ে থাকে। এই অ্যাপসে অধিকাংশ কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করা যায়। উদাহরণস্বরূপ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোনো সেবাকেন্দ্রের সাহায্য ছাড়া যেকোনো স্থানে অর্থ পরিশোধ করা যায়। এ ছাড়া বসবাসের অনুমোদন, নাগরিকদের আগমন, বহির্গমন অনুমোদন ও ভিসা এবং ট্রাফিক বিভাগের সেবাসহ নানা ধরনের সেবা সংশ্লিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনটির মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে।

অন্যদিকে, নতুন সংস্করণে কিছু অতিরিক্ত সেবা যোগ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি পুলিশিং সেবা। এ ছাড়া এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কোনো এলাকায় ভ্রমণসংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা ও কোনো জায়গার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা যাবে। ইনফরমেশন সিস্টেমস অধিদপ্তরের (জিডিআইএস) সহকারী মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার আবদুর রহমান আল-মালিকি বলেন, 'নতুন ভাষা যোগ করার সঙ্গে সঙ্গে মেটরাশ ২ মুঠোফোন অ্যাপসটিতে এখন ছয়টি ভাষা পাওয়া যাচ্ছে। এই অ্যাপসে এখন বিপুলসংখ্যক অভিবাসী জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। এ ক্ষেত্রে তারা খুব সহজেই আবেদন করতে পারবে।'

আল-মালিকি বলেন, বর্তমানে মেটরাশ ২-এর ২ লাখ ৪১ হাজারের বেশি ব্যবহারকারী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা রয়েছেন। তাঁরা এই মুঠোফোন অ্যাপ্লিকেশনটির মাধ্যমে ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রায় ১২০টির বেশি পরিষেবা ব্যবহার করতে পারবেন।

এ ব্যাপারে ব্রিগেডিয়ার আল-মালিকি বলেন, বিভিন্ন ধরনের আর্থিক লেনদেন এখন মেটরাশ ২-এর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সম্পন্ন করা যায়। উদাহরণ টেনে তিনি আরও বলেন, মেটরাশ ২-এর মাধ্যমে ১ লাখ ৮০ হাজারটি বসবাসের অনুমতি পুনর্নিবন্ধীকরণ, ১ লাখ ৪০ হাজার গাড়ির মালিকানা স্থানান্তর, ২৫ হাজার জমকালো গাড়ির নম্বর স্থানান্তর, ১৫ হাজার নবায়ন ও ই-গেট পরিষেবা সক্রিয়করণ এবং ১০ হাজার ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তাসেবা যেমন পরিত্যক্ত ভবন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন দেওয়া, যেকোনো ধরনের আইন লঙ্ঘন, নিষিদ্ধ বস্তু সংরক্ষণ, ক্ষতিকর পণ্য বা সেবা অন্যদের কাছে বিক্রি প্রতিরোধে এই অ্যাপস ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ছাড়া সামাজিক নিরাপত্তার জন্য আমন্ত্রণ ও অনুরোধপ্রক্রিয়া যেমন জনসচেতনতামূলক বক্তৃতা প্রদান, স্কুল ও পরিবারবিরোধী আচরণ সম্পর্কে সচেতন করা, অন্যান্য আচরণগত সমস্যা দূর করার ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া, কোনো উল্লেখযোগ্য কোম্পানি পরিদর্শন করতে যাওয়া অথবা কোনো সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, অন্যদের বিষয়ে প্রতিবেদন করা ইত্যাদি কাজে অ্যাপসটি ব্যবহার করা যায়। অন্যান্য সাধারণ সেবার মধ্যে রয়েছে কোনো রাস্তার ক্ষতিসাধন হয়েছে এমন তথ্য সংগ্রহ ও প্রদান, ট্রাফিক ও অন্যান্য সেবা জানানো ইত্যাদি। উপরিউক্ত সেবাগুলো কমিউনিটি পুলিশিং পরিষেবার অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ব্রিগেডিয়ার আল-মালিকি বলেন, নতুন অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে ভবিষ্যতে নতুন নতুন ভাষা ও ভাষা ব্যবহারকারী জনগণকে যোগ করতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, নতুন ভাষা সংযোজনের ফলে ওই ভাষাভাষীদের জন্য অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার সহজ থেকে সহজতর হবে। যেকোনো গ্রাহক তাঁদের একাধিক ডিভাইসের দ্বারা অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করতে পারবেন। এতে একটি স্মার্ট আইডি কার্ড সঙ্গে রাখা উচিত। তবে কাতারের কোনো সেবা প্রদানকারী সংস্থা অথবা মেটরাশ ২-এর জন্য স্মার্ট আইডি কার্ড প্রয়োজনীয় শর্ত নয়। ইনফরমেশন সিস্টেমস অধিদপ্তরে ২৪ ঘণ্টা, কল সেন্টারে ২৩ ৪২ ০০০ নম্বরে যেকোনো সময় যোগাযোগ করা যাবে।

ঝড়

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার ওপর দিয়ে ২৪ মে হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। এতে উপড়ে পড়ে গাছপালা, বিদ্যুতের খুঁটি। পূর্ব চান্দরা এলাকায় গাছ পড়ায় সফিপুর-বড়ইবাড়ি সড়কে যানচলাচল কয়েক ঘণ্টা বন্ধ ছিল ● প্রথম আলো